NARSINGHA

ই-পেপার: www.ekdin-epaper.com

একদিন

EKDIN

এগিয়ে চলার সঙ্গী

এখন বিভিন্ন মাধ্যমে উপলব্ধ
একদিন
Website : www.ekdinnews.com
http://youtube.com/@dailyekdin2165
Epaper : ekdin-epaper.com
দেখুন
শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব করুন

২ রায়নায় কৃষি ও উন্নয়নের ডালি সাজিয়ে সুর চড়ালেন অভিষেক

উত্তরবঙ্গ নিয়ে বিজেপির সুর, কোচবিহার থেকে পরিবর্তনের বার্তা শমীকের ২

কলকাতা ৬ এপ্রিল ২০২৬ ২২ চৈত্র ১৪৩২ সোমবার উনবিংশ বর্ষ ২৯৪ সংখ্যা ৮ পাতা ৩.০০ টাকা ■ Kolkata 06.04.2026, Vol.19, Issue No. 294, 8 Pages, Price 3.00

TMC-র ভয়ের রাজত্বে

২০ লাখ সরকারি কর্মচারীর DA ✗ | ৭ম বেতন কমিশন ✗

ভয় নয় ভরসা

পাল্টানো দরকার
চাই বিজেপি সরকার

বিজেপি

ভারতীয় জনতা পার্টি, পশ্চিমবঙ্গ দ্বারা প্রকাশিত

‘বাংলায় পরিবর্তনের হাওয়া বইছে’, আত্মবিশ্বাস মোদীর

নিজস্ব প্রতিবেদন: নির্বাচনী আবহে উত্তরবঙ্গের সভা থেকে আক্রমণের ঝাঁজ বাড়ালেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। কোচবিহারের রাসমেলা ময়দানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে তিনি একযোগে আইন-শৃঙ্খলা, অনুপ্রবেশ ও নারী নিরাপত্তা;এই তিন ইস্যুতে তৃণমূল কংগ্রেস নেতৃত্বাধীন সরকারকে চাপে ফেলতে চাইলেন।রাজ্যের শাসকদলকে তীব্র আক্রমণ করে তিনি স্পষ্ট বার্তা দিলেন;বাংলায় পরিবর্তনের হাওয়া বইছে।মালদহের সাম্প্রতিক ঘটনাকে সামনে এনে তাঁর কটাক্ষ, ‘যেখানে বিচারকদেরই আটকে রাখা হয়, সেখানে শাসনের প্রকৃতি নিয়ে প্রশ্ন ওঠাই স্বাভাবিক।’ এই ঘটনাকে তিনি বৃহত্তর প্রশাসনিক ব্যর্থতার লক্ষণ বলেই তুলে ধরেন।

এদিন অনুপ্রবেশ প্রসঙ্গে সরাসরি অভিযোগ করে নরেন্দ্র মোদী বলেন, ‘কিছু শক্তি সীমান্ত সমস্যা নিয়েও রাজনীতি করছে, অনুপ্রবেশকারীদের রক্ষা করা হচ্ছে।’ একইসঙ্গে তাঁর হুঁশিয়ারি, ক্ষমতায় এলে সীমান্ত সুরক্ষায় কড়া অবস্থান নেওয়া হবে।নারী নিরাপত্তার প্রশ্নেও সুর চড়ান তিনি। সন্দেশখালির প্রসঙ্গ টেনে বলেন, ‘মহিলাদের সম্মান ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করা আমাদের অঙ্গীকার।’ কৃষি ও শিল্পের বিষয়েও অসন্তোষ প্রকাশ করে তাঁর মন্তব্য, ‘পরিশ্রম হচ্ছে, কিন্তু প্রাপ্য মিলছে না; এটাই আজকের বাস্তব।’

> তৃণমূলের পাপের বোঝা এখন উপচে পড়ছে। বাংলার মানুষ বদল চায়, বিদায়ের সময় এসে গিয়েছে।
>
> — নরেন্দ্র মোদী

রবিবারের জনসভায় ভিড় দেখে আত্মবিশ্বাসী শোনায় প্রধানমন্ত্রীর গলা। তাঁর কথায়, ‘তৃণমূলের পাপের বোঝা এখন উপচে পড়ছে। বাংলার মানুষ বদল চায়, বিদায়ের সময় এসে গিয়েছে।’ তিনি আরও দাবি করেন, ‘ভোটের ফল ঘোষণার পর আইন নিজের পথে চলবে, দোষীদের কাউকেই ছাড়া হবে না।’ রাজ্যের শিল্প ও কর্মসংস্থান পরিস্থিতি নিয়েও উদ্বেগ প্রকাশ করেন তিনি। তাঁর বক্তব্য, ‘আগে মানুষ কাজের খোঁজে বাংলায় আসত, এখন বাংলার মানুষই বাইরে যেতে বাধ্য হচ্ছেন।’

‘চক্রান্তের নাটের গুরু’, শাহকেই নিশানা মমতার

নিজস্ব প্রতিবেদন, সামশেরগঞ্জ: এবারের নির্বাচনী প্রচারে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহই তৃণমূল কংগ্রেস নেত্রীর যেন প্রধান টার্গেট। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে ছেড়ে এবার প্রতিটি সভা থেকে অমিত শাহকে লাগাতার আক্রমণের নিশানা করছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। ব্যতিক্রম হল না মুর্শিদাবাদের সামশেরগঞ্জের নির্বাচনী জনসভাতেও। এদিন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সুর চড়িয়ে নাম না-করেই বলেন, ‘ওই একজন শয়তান এসে বসে আছে। সব চক্রান্তের নাটের গুরু।’ ছড়া কেটে বলেন, ‘ফরাক্কায় ভাঙন রোধে মোটা ভাইয়ের দেখা নাই, গঙ্গা, ড্রেজিংয়ে তোমার দেখা নাই, তোমার দেখা নাই। ভোটের পরে বলব, তোমার দেখা নাই, তোমার দেখা নাই।’ এদিনও মমতার তোপ, ভোটের অধিকার হরণকারী, ভোট চাওয়া ছাড়া কিছুই করেনা। বাংলার বাইরে পরিযায়ী শ্রমিকরা কাজ করতে গেলে তাদের পিটিয়ে মারা হচ্ছে। বাংলায় কথা বললে তাদের বের করে দেওয়া হচ্ছে। এরপর সুর আরও চড়িয়ে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তৃণমূল কর্মীদের উদ্দেশে বলেন, ‘ইভিএম পাহারা দিতে হবে। কেন্দ্রীয় বাহিনী ইভিএম খারাপের নাম করে চিপ ঢুকিয়ে দিতে পারে। কড়া নজর রাখবেন। ইভিএম মেশিন খারাপ হলে বদলে দিতে বলবেন। গণনা শেষ না হওয়া পর্যন্ত গণনাকেন্দ্র ছাড়বেন না। বাংলার স্বার্থে কেউ বিজেপির কাছে বিক্রি হবেন না। আমাদের হারাতে ওদের সব চক্রান্ত বানচাল করব। দয়া করে দাঙ্গা লাগিয়ে কেউ বিজেপির চক্রান্তে পা দেবেন না।’

এদিনের সভার শেষদিকে ফরাক্কার বিদায়ী বিধায়ককে কড়া ভাষাই শাসিয়ে গেলেন। ২০২১ সালে ফরাক্কা থেকে তৃণমূলের প্রতীকে ৫৯ হাজার ৮৬৬ ভোটে জিতেছিলেন মনিরুল ইসলাম। এসআইআর ইস্যুতে মনিরুলের নেতৃত্ব ফরাক্কার বিডিও অফিসে ভাঙচুর চালানো হয় বলে অভিযোগ। মনিরুলের এই কর্মকাণ্ডে চরম ক্ষুব্ধ তৃণমূলের রাজ্য নেতৃত্ব তাঁকে সরিয়ে ফরাক্কার প্রার্থী করে আমিরুল ইসলামকে। দলের বিরুদ্ধে গিয়ে ফরাক্কা থেকে নির্দল প্রার্থী হিসেবে মনোনয়ন জমা দেন মনিরুল ইসলাম। তাতেই ক্ষিপ্ত তৃণমূল সুপ্রিমো এদিন বলেন, ওই মনোনয়ন প্রত্যাহার না করলে দল থেকে সাসপেন্ড করা হবে।এই মর্মে জঙ্গিপুর সাংগঠনিক জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতিখলিলুর রহমানকে নির্দেশ দিয়ে যান। মঞ্চ থেকেই বলেন, দলে থেকে যাঁরা দল-বিরোধী কার্যকলাপ করেন, তাঁদের কোনও ভাবেই বরদাস্ত করা হবে না। মনিরুল নির্দল প্রার্থীপদ থেকে মনোনয়ন প্রত্যাহার না করলে ওকে সাসপেন্ড করা হবে। পাশাপাশি ফরাক্কার তৃণমূল প্রার্থী তথা সামশেরগঞ্জের বিদায়ী বিধায়ক আমিরুল ইসলামের হাত ধরে তাঁকে জেতানোর আহ্বান জানান।

‘অসহনীয় অরাজকতা’, কটাক্ষে ‘জঙ্গলরাজ’

নিজস্ব প্রতিবেদন: নির্বাচনী আবহে উত্তরবঙ্গ থেকেই রাজ্য-রাজনীতিতে নতুন করে উত্তাপ ছড়ালেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। কোচবিহারের সভা থেকে মালদহের মোথাবাড়ির সাম্প্রতিক ঘটনাকে সামনে রেখে তিনি রাজ্যের প্রশাসনিক পরিস্থিতি নিয়ে তীব্র সমালোচনা করেন। সভায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে তিনি বলেন, ‘দেশ দেখেছে কীভাবে বিচারবিভাগীয় আধিকারিকদের আটকে রাখা হয়েছিল। এটা কেবল একটি ঘটনা নয়, গোটা ব্যবস্থার প্রতিচ্ছবি।’ তাঁর অভিযোগ, এই ধরনের পরিস্থিতি একটি ‘অসহনীয় অরাজকতার’ ইঙ্গিত দেয়।রাজ্যে ‘জঙ্গলরাজ’ চলছে বলেও কটাক্ষ করেন তিনি।

রাজ্যের আইনশৃঙ্খলা প্রসঙ্গে উদ্বেগ প্রকাশ করে নরেন্দ্র মোদী মন্তব্য করেন, ‘যেখানে বিচারকরা নিরাপদ নন, সেখানে সাধারণ মানুষের নিরাপত্তা কীভাবে নিশ্চিত হবে?’ একইসঙ্গে তিনি দাবি করেন, প্রশাসনের উপর আস্থা কমে যাওয়ায় সাংবিধানিক প্রক্রিয়াও ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। প্রধানমন্ত্রীর কথায়, ‘যখনই নিয়ন্ত্রণ আনার চেষ্টা হয়, তখনই কিছু শক্তি বিচারব্যবস্থার উপর চাপ সৃষ্টি করে।’ তাঁর মতে, পরিস্থিতি এমন পর্যায়ে পৌঁছেছে যে দেশের শীর্ষ আদালতকেও হস্তক্ষেপ করতে হচ্ছে।

সিসিটিভি প্রকাশ

■ মালদহের মোথাবাড়ি-কাণ্ডে বিচারকদের উপর আক্রমণের ঘটনায় তদন্তে গতি আনতে সরাসরি মাঠে নামল কেন্দ্রীয় সংস্থা এনআইএ। রবিবার কলকাতার বালিগঞ্জে এক আক্রান্ত বিচারকের বাড়িতে পৌঁছে তথ্য সংগ্রহ করেন তদন্তকারীরা।

এই ঘটনার মাঝেই সামনে এসেছে একটি চাঞ্চল্যকর সিসিটিভি ফুটেজ। সেখানে দেখা যাচ্ছে, নির্দিষ্ট জায়গায় বিচারকদের গাড়ি আটকে দেওয়া হয় এবং তার পিছনে দৌড়ে আসে একদল গ্রামবাসী। গোটা ঘটনার মুহূর্তগুলি এখন তদন্তের মূল উপাদান হয়ে উঠেছে। তদন্ত ঘনিষ্ঠ সূত্রের দাবি, ঘটনার প্রতিটি ফ্রেম খুঁটিয়ে দেখা হচ্ছে, কীভাবে হামলা সংগঠিত হল তা বোঝাই এখন প্রধান লক্ষ্য।

দাগি তালিকায় কেন নেই সোনা পাপ্পু, কসবার ওসিকে সাসপেন্ড

নিজস্ব প্রতিবেদন: ভোটের মুখে আইনশৃঙ্খলা নিয়ে কঠোর অবস্থান নিল নির্বাচন কমিশন। কলকাতার কসবা থানার ওসিকে আচমকাই সাসপেন্ড করা হয়েছে বলে কমিশন সূত্রে খবর। অভিযোগ, দায়িত্বে গাফিলতি সংক্রান্ত একাধিক প্রশ্নের সন্তোষজনক উত্তর দিতে পারেননি তিনি।তাঁর কাছে জানতে চাওয়া হয়েছিল, কেন বারবার অভিযোগ উঠলেওকসবা এলাকার দুষ্কৃতী সোনা পাপ্পুর নাম অপরাধীর তালিকায় তোলা হয়নি। এক আধিকারিকের কথায়, প্রশ্নের যথাযথ ব্যাখ্যা না পাওয়াতেই এই সিদ্ধান্ত। ঘটনার জেরে প্রশাসনিক মহলে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। পুলিশের একাংশের মত, ভোটের আগে এই ধরনের পদক্ষেপে স্পষ্ট বার্তা দেওয়া হল, গাফিলতি বরদাস্ত করা হবে না।

ভোটের আগে রাজ্য এবং কলকাতা পুলিশকে পলাতক, ঘোষিত অপরাধীদের তালিকা তৈরি করার নির্দেশ দিয়েছিল কমিশন। সকল থানার ওসিদেরও এই নিয়ে কিছু দায়িত্ব দিয়েছিল। কমিশন আরও জানিয়েছিল, থানার ওসি বা এসএইচও-দের মাধ্যমে সব বিধানসভা কেন্দ্রে অশান্তিপ্রবণ এলাকা চিহ্নিত করতে হবে। চিহ্নিত করতে হবে সেই সব ‘গুন্ডা ও দুষ্কৃতীদের’, যারা আগের নির্বাচনে অপরাধে জড়িত ছিল। এই নির্দেশ কঠোর ভাবে পালন করতে হবে। থানাগুলির উদ্দেশে ১৬টি নির্দেশ জারি করেছিল নির্বাচন কমিশন। আগের নির্বাচনের সময় হওয়া সব অপরাধের তদন্ত দ্রুত শেষ করতে হবে। সব জামিন অযোগ্য পরোয়ানা দ্রুত কার্যকর করতে হবে। ১০ দিনের বেশি ঝুলিয়ে রাখা যাবে না। পলাতক আসামিদের তালিকা তৈরি করে তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে হবে। নির্বাচনের সময় শান্তি বজায় রাখতে আগাম ব্যবস্থা নিতে হবে।

উল্লেখ্য, রবীন্দ্র সরোবরে গন্ডগোলের ঘটনায় নাম জড়ায় পাপ্পুর। এই ঘটনায় এখনও তাঁকে গ্রেপ্তার করা যায়নি। তাঁর বাড়িতে বুধবার তল্লাশি চালিয়ে প্রায় ২ কোটি টাকা উদ্ধার করে এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ইডি)। এছাড়াও সোনা পাপ্পুর বাড়ি থেকে একটি দামি গাড়ি এবং বেশ কিছু সম্পত্তির নথি বাজেয়াপ্ত করা হয়। ইডি সূত্রে জানানো হয়েছে, সোনা পাপ্পুর নামে বেশ কয়েকটি এফআইআর দায়ের হয়েছে। তোলাবাজি, হুমকি-সহ নানা অভিযোগ রয়েছে তাঁর বিরুদ্ধে। ইডি সূত্রে খবর, কসবা, বালিগঞ্জের বিভিন্ন এলাকায় বেশ কিছু সিন্ডিকেট নিয়ন্ত্রণ করেন সোনা পাপ্পু।

ট্রাইব্যুনালের প্রথম রায়েই ভোটার তালিকায় মহতাব

নিজস্ব প্রতিবেদন: প্রথম রায় দিল এসআইআর ট্রাইব্যুনাল। নির্বাচনের প্রাক্কালে বড় আইনি স্বস্তি পেলেন ফরাক্কার কংগ্রেস প্রার্থী মহতাব শেখও। ট্রাইব্যুনালের নির্দেশে ফের বৈধ ভোটার হিসেবে স্বীকৃতি মিলল তাঁর।কলকাতা হাইকোর্টের প্রাক্তন প্রধান বিচারপতি টিএস শিবজ্ঞানমের নেতৃত্বাধীন বেঞ্চ নথি খতিয়ে দেখে এই সিদ্ধান্ত নেয়। নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যেই তাঁর নাম ভোটার তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।আইনজীবী ফিরদৌস শামিম জানান, হঠাৎই নাম বাদ পড়েছিল। আদালতের দ্বারস্থ হওয়ার পর দ্রুত নিষ্পত্তি হয়েছে। আধার কার্ড-সহ নথি বিবেচনা করেই এই রায়। তাঁর কথায়, এটা শুধু একজন প্রার্থীর জয় নয়, যাঁদের নথি সীমিত, তাঁদের জন্যও গুরুত্বপূর্ণ বার্তা। প্রসঙ্গত, মনোনয়ন জমা দেওয়ার শেষ সময় ঘনিয়ে আসায় এই রায় বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। আগে তালিকায় নাম না-থাকায় আইনি লড়াইয়ে নামতে হয়েছিল মহতাব শেখকে।ট্রাইব্যুনাল গঠিত হলেও কাজ শুরু না-হওয়ায় সেখানে আবেদন করতে পারছিলেন না তিনি। ভোটার তালিকায় নাম না-থাকায় মনোনয়নপত্র জমাও দিতে পারছিলেন না কংগ্রেস মনোনীত প্রার্থী। কলকাতা হাইকোর্ট হস্তক্ষেপ না করায় নিজের সমস্যা নিয়ে সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হয়েছিলেন মহতাব। শীর্ষ আদালত তাঁর আবেদনের প্রেক্ষিতে দ্রুত নিষ্পত্তির নির্দেশ দেয়। তার পরেই তিনি আবেদন করেছিলেন ট্রাইব্যুনালে।এখন পথ পরিষ্কার, নির্ধারিত সময়েই মনোনয়ন জমা দিতে পারবেন তিনি।

সল্টলেকের বিজন ভবনে হাই কোর্টের প্রাক্তন প্রধান বিচারপতি শিবজ্ঞানমের বেঞ্চে মহতাব আবেদন করেছিলেন।

তালসারিতেও এফআইআর, মঙ্গলবার থেকে বন্ধ শুটিংও

নিজস্ব প্রতিবেদন: রাহুল অরুণোদয় বন্দ্যোপাধ্যায়ের মৃত্যুর তদন্ত চেয়ে শনিবার দুপুরে রিজেন্ট পার্ক থানায় এফআইআর দায়ের করতে গিয়েছিলেন রাহুলের স্ত্রী তথা অভিনেত্রী প্রিয়াঙ্কা সরকার। সঙ্গে প্রসেনজিৎ চট্টোপাধ্যায়, ঋতুপর্ণা সেনগুপ্ত, চিরঞ্জিৎ চক্রবর্তী-সহ টলিপাড়ার বেশ কিছু তারকা। এর পরে শনিবার রাতেই প্রিয়াঙ্কাকে সঙ্গে নিয়ে দিঘার কাছে তালসারিতে পৌঁছন প্রসেনজিৎ-ঋতুপর্ণারা। জানা গিয়েছে, শনিবার বিকেলে রিজেন্ট পার্ক থানায় এফআইআর দায়ের করেন শান্তিলাল মুখোপাধ্যায়। তালসারির সমুদ্রে অভিনেতা রাহুল ওরফে অরুণোদয় বন্দ্যোপাধ্যায়ের আকস্মিক মৃত্যুর ঘটনায় ভারতীয় ন্যায় সংহিতার ৬১(২), ১০৬(১) এবং ২৪০ ধারায় মামলা রুজু করা হয়েছে। তবে প্রিয়াঙ্কা ব্যক্তিগত ভাবে অভিযোগ দায়ের করেন তালসারি থানায়। ভারতীয় ন্যায় সংহিতার ১০৬(১), ২৪০, ও ৩(৫) ধারায় মামলা রুজু করা হয়েছে বলে জানা গিয়েছে।

এ-ও জানা গিয়েছে, মোট পাঁচ জনের বিরুদ্ধে অভিযোগ প্রিয়াঙ্কার। ‘ভোলে বাবা পার করেগা’ ধারাবাহিকের প্রযোজনা সংস্থা ‘ম্যাজিক মোমেন্টস’-এর কর্ণধার শৈবাল বন্দ্যোপাধ্যায় ও লীনা গঙ্গোপাধ্যায়-সহ পরিচালক শুভাশিস মণ্ডল, ফ্লোর এগজিকিউটিভ প্রোডিউসার শান্তনু নন্দী এবং প্রযোজক সংস্থার ম্যানেজার চন্দ্রশেখর চক্রবর্তীর বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের হয়েছে। প্রিয়াঙ্কা তাঁর এফআইআর-এর বয়ানেও জানিয়েছেন, তালসারিতে শুটিংয়ের আগে কোনও অনুমতি নেওয়া হয়নি। নিরাপত্তার দিকটিও নজরে রাখা হয়নি।

এরই মধ্যে খবর, অনির্দিষ্ট কালের জন্য বন্ধ থাকছে টলিপাড়া!আগামী মঙ্গলবার থেকে সব ধারাবাহিক ও ছবির শুটিং বন্ধ রেখে, রাহুল অরুণোদয় বন্দ্যোপাধ্যায়ের মৃত্যুর প্রতিবাদ জানিয়ে অভিনেতাদের নিরাপত্তার দাবি তোলার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। রবিবার টেকনিশিয়ানস স্টুডিয়োয় অভিনেতাদের সংগঠনের এক বৈঠকের পরে এমনই জানানো হল।রবিবারও বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন প্রসেনজিৎ চট্টোপাধ্যায়, ঋতুপর্ণা সেনগুপ্ত, শান্তিলাল মুখোপাধ্যায়, অঞ্জনা বসু, যিশু সেনগুপ্ত, রূপাঞ্জনা মিত্র, বিদীপ্তা চক্রবর্তী-সহ আরও অনেকে। আর্টিস্ট ফোরামের তরফ থেকে রবিবার বিকেলে শান্তিলাল জানান, অনির্দিষ্ট কালের জন্য বন্ধ রাখা হচ্ছে শুটিং। আর্টিস্ট ফোরামের চার হাজার সদস্য, ফেডারেশনের সাত হাজার টেকনিশিয়ান সদস্য এবং সকল কলাকুশলী মিলে এই সিদ্ধান্ত বলে জানান শান্তিলাল।

‘সবচেয়ে সাহসী অভিযানে’ ইরানের মাটি থেকে উদ্ধার মার্কিন পাইলট

সিআইএ দপ্তরে জোড়া ড্রোন হামলা তেহরানের

ওয়াশিংটন, ৫ এপ্রিল: পশ্চিম এশিয়ায় চলা সামরিক সংঘাতের আবহে ইরানের মাটি থেকে আমেরিকা নিজেদের যুদ্ধবিমানের নিখোঁজ পাইলটকে সফলভাবে উদ্ধার করেছে। এই ঘটনাকে দেশের ইতিহাসের অন্যতম সাহসী উদ্ধার অভিযান বলে দাবি করেছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প।মার্কিন বিমানবাহিনীর এফ-১৫ ঈগল যুদ্ধবিমানটি শুক্রবার ইরানের দক্ষিণাঞ্চলের মাটিতে আছড়ে পড়ে। বিমানে থাকা দুই ক্রু সদস্য; একজন পাইলট ও অন্য আর একজন সময়ের মধ্যে প্যারাশুটের সাহায্যে বিমান থেকে বেরিয়ে আসেন। তবে দুর্ঘটনার পর দু’জন একে অপরের সঙ্গে যোগাযোগ রাখলেও উদ্ধার অভিযান ছিল অত্যন্ত জটিল।

মার্কিন প্রশাসন জানিয়েছে, প্রথমে পাইলটকে দ্রুত উদ্ধার করা সম্ভব হলেও দ্বিতীয় ক্রু সদস্যকে খুঁজে বের করা বড় চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়ায়। কয়েক ঘণ্টার টানা তল্লাশি ও অভিযানের পর তাঁকেও ইরানের মাটি থেকে নিরাপদে উদ্ধার করা হয়।মার্কিন প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প সামাজিক মাধ্যমে বার্তা দিয়ে বলেন, ‘আমরা তাকে খুঁজে বের করেছি এবং নিরাপদে ফিরিয়ে এনেছি।

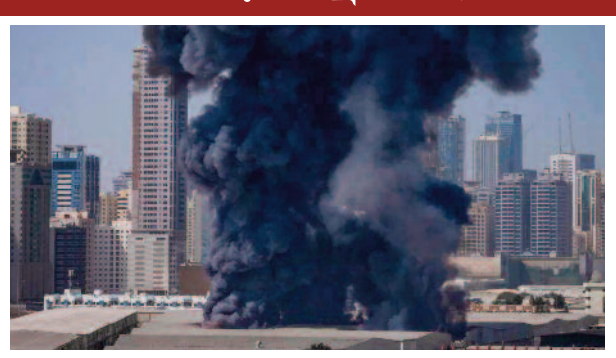

বিগত কয়েক ঘণ্টায় মার্কিন সেনা ইতিহাসের অন্যতম সাহসী উদ্ধার অভিযান সফলভাবে সম্পন্ন করেছে।’ তিনি আরও জানান, অভিযানে বিশ্বের অত্যাধুনিক অস্ত্রে সজ্জিত একাধিক যুদ্ধবিমান মোতায়েন করা হয়েছিল।উদ্ধার হওয়া আধিকারিক আহত হলেও বিপন্মুক্ত বলে জানা গেছে। ট্রাম্পের দাবি, এই অভিযান প্রমাণ করে যে ইরানের আকাশসীমায় মার্কিন বাহিনীর পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ ও আধিপত্য রয়েছে।

উলটো দিকে, এবার মার্কিন গোয়েন্দা দপ্তরকে নিশানা বানাল ইরান। এক মিনিটের ব্যবধানে পর পর দু’টি ড্রোন হামলায় কেঁপে ওঠে সিআইএ-র দপ্তর। ইরানের সরকারি সংবাদমাধ্যমের প্রতিবেদনে দাবি করা হয়েছে, সৌদি আরবের রিয়াধে মার্কিন দূতাবাসে সিআইএ-র দপ্তর লক্ষ্য করে হামলা চালানো হয়েছে শনিবার গভীর রাতে। প্রথমে হামলা চালানো হয় স্থানীয় সময় রাত দেড়টায়। তার এক মিনিটের মধ্যেই আরও একটি ড্রোন হামলা চালায়। এই হামলার জেরে মার্কিন গোয়েন্দা দপ্তর ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে বলে দাবি ইরানের। তবে এই হামলায় কারও মৃত্যু হয়েছে কি না, সেটা স্পষ্ট নয়। সৌদির প্রতিরক্ষা মন্ত্রকের তরফে অবশ্য দাবি করা হয়েছে, সিআইএ-র দপ্তরের খুব একটা ক্ষতি হয়নি। হামলার জেরে আগুন ধরে গিয়েছিল।

বিজেপির ‘হরিবোল’ হবে!

রায়নায় কৃষি ও উন্নয়নের ডালি সাজিয়ে সুর চড়ালেন অভিষেক

সুজিত ভট্টাচার্য

লোকসভা নির্বাচনের দামামা বাজার পর থেকেই রাজ্য রাজনীতিতে আক্রমণ-প্রতিআক্রমণের সুর চড়ছে। রবিবার রায়না বিধানসভা কেন্দ্রের তৃণমূল প্রার্থী মন্দিরা দলুইয়ের সমর্থনে এক বিশাল জনসভা অনুষ্ঠিত হয়। জনসভায় দাঁড়িয়ে বিজেপি এবং সিপিএমকে একযোগে বিঁধলেন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর বক্তব্যে এদিন যেমন উঠে আসে উন্নয়নের খতিয়ান, তেমনই শোনা যায় তীব্র রাজনৈতিক হুঁশিয়ারি। এদিন সভার শুরু থেকেই অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় বিজেপির বিভাজনমূলক রাজনীতির বিরুদ্ধে সরব হন। তিনি স্পষ্ট জানান, তৃণমূল ধর্ম নিয়ে রাজনীতিতে বিশ্বাসী নয়। তাঁর কথায়, বিজেপিকে ভোট দেওয়া মানে আদতে সিপিএমের হার্মাদদের সুবিধা করে দেওয়া। লড়াইটা ধর্মের ভিত্তিতে নয়, হবে কর্মের ভিত্তিতে। মানুষের অধিকার বুঝে নেওয়ার লড়াই এটি। রায়নার কৃষিপ্রধান চরিত্রকে গুরুত্ব দিয়ে অভিষেক একগুচ্ছ প্রতিশ্রুতি দেন। তিনি অভিযোগ করেন, কেন্দ্রীয় সরকার বাংলার কৃষকদের ভাতে মারার চেষ্টা করছে। কেন্দ্রীয় সরকার এখান থেকে গোবিন্দভোগ চাল রপ্তানি বন্ধ করে দিয়ে কৃষকদের বিপদে ফেলেছে।

নতুন পরিকাঠামোর ওপর জোর দিয়ে তিনি বলেন, রায়নার আলু ও সবজি চাষিদের সুবিধার জন্য দ্রুত একটি কোল্ড স্টোরেজ বা হিমঘর তৈরি করা হবে। স্থানীয় মানুষের দীর্ঘদিনের দাবি মেনে রায়নায় একটি ফায়ার ব্রিগেড বা দমকল কেন্দ্র স্থাপন করা হবে। রান্নার গ্যাসের আকাশছোঁয়া দাম নিয়ে অভিষেক সরাসরি আক্রমণ শানান প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে।

তিনি বলেন, চারশো টাকার রান্নার গ্যাস এখন হাজার টাকায় কিনতে হচ্ছে সাধারণ মানুষকে। বিজেপি মানুষের পকেট কাটছে আর মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় লক্ষ্মীর ভাণ্ডার থেকে শুরু করে নানা জনহিতকর প্রকল্পের মাধ্যমে মানুষের হাতে টাকা পৌঁছে দিচ্ছেন। এক কথায়; মোদী নিচ্ছেন, আর দিদি দিচ্ছেন। দলের অন্দরে শৃঙ্খলা রক্ষায় অভিষেক যে কঠোর, তা আবারও প্রমাণিত হল তাঁর কথায়। তিনি বলেন, দল সবার ওপর নজর রাখছে। বিজেপির থেকে টাকা নিয়ে যাঁরা দলের ক্ষতি করতে চাইছে, তাঁদের রেয়াত করা হবে না। ৪ঠা মে'র পর সব হিসেব বুঝে নেওয়া হবে। একইসঙ্গে নির্বাচনের ফলাফল নিয়ে ভবিষ্যৎবাণী করে তিনি বলেন, প্রথম দফায় বিজেপির হাত-পা-মাথা ভাঙবে (রাজনৈতিকভাবে)। দ্বিতীয় দফায়, বিজেপির ‘হরিবোল’ হবে, অর্থাৎ তাঁদের রাজনৈতিক অস্তিত্ব সংকটে পড়বে। নোটবন্দি থেকে শুরু করে বিভিন্ন কেন্দ্রীয় নীতির কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে অভিষেক সাধারণ মানুষকে আহ্বান জানান ব্যালট বক্সে বদলা নেওয়ার জন্য। তিনি বলেন, বিজেপি আপনাদের অনেকবার লাইনে দাঁড় করিয়েছে। এবার আপনাদের পালা। ভোটের দিন লাইনে দাঁড়িয়ে গণতান্ত্রিকভাবে এই অপশাসনের যোগ্য জবাব দিতে হবে। সব মিলিয়ে, রায়নার এই সভা থেকে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় যেমন উন্নয়নের বার্তা দেয়, তেমনই শাণিত আক্রমণ ও তীক্ষ্ণ রাজনৈতিক স্লোগানে কর্মীদের মনে আত্মবিশ্বাসের রসদ জুগিয়ে গেলেন।

নন্দীগ্রাম বিধানসভায় টাকাপুরার এক ধর্মীয় অনুষ্ঠানে সামিল হলেন শুভেন্দু অধিকারী।

নিরাপত্তা প্রত্যাহারে ভাঙড়ে আতঙ্ক, ভোটের মুখে চাপে নেতারা

নিজস্ব প্রতিবেদন, ভাঙড়: ভোটের আগে আচমকা নিরাপত্তা প্রত্যাহারে অস্বস্তি ছড়াল ভাঙড় জুড়ে। নির্বাচন কমিশনের নির্দেশে একাধিক রাজনৈতিক নেতার দেহরক্ষী তুলে নেওয়া হয়েছে, আর তাতেই এলাকায় নতুন করে বাড়ছে উদ্বেগ।

এতদিন যাঁদের চারপাশে সশস্ত্র নিরাপত্তা বলয় ছিল, এখন তাঁদের অনেকেই কার্যত একা। স্থানীয় নেতা বাহারুল ইসলাম বলছেন, ভোটের সময়ে নিরাপত্তা তুলে নেওয়ায় স্বাভাবিকভাবেই আশঙ্কা তৈরি হয়েছে। এখানে পরিস্থিতি সহজ নয়। একই সুর শোনা গেল আহসান মোল্লা-র গলায়; প্রচারে বেরোতেই এখন ভাবতে হচ্ছে। পরিবেশটা ভীষণ অনিশ্চিত।

২০২৩ সালের পঞ্চায়েত ভোটে রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষের স্মৃতি এখনও তাজা। সেই অভিজ্ঞতা থেকেই বহু নেতা আগে নিরাপত্তা পেয়েছিলেন। কিন্তু এবার কমিশনের কড়াকড়িতে সেই সুরক্ষা উঠে যেতেই চাপে শাসক শিবির। অন্যদিকে বিরোধী শিবিরের পাল্টা দাবি, মানুষের সমর্থন না থাকলেই ভয় বাড়ে, কটাক্ষ আরাবুল ইসলামের। ভোটের আগে এই নিরাপত্তা-রাজনীতি যে ভাঙড়ে নতুন সমীকরণ তৈরি করছে, তা স্পষ্ট।

উত্তরবঙ্গ নিয়ে বিজেপির সুর, কোচবিহার থেকে পরিবর্তনের বার্তা শমীকের

নিজস্ব প্রতিবেদন, কোচবিহার: রবিবার কোচবিহারের সভামঞ্চ থেকে উত্তরবঙ্গ ইস্যুতে সরব হলেন বিজেপির রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য। তিনি বলেন, উত্তরবঙ্গের উন্নয়ন বহু বছর ধরেই অবহেলার শিকার। ঘোষণার সঙ্গে বাস্তবের মিল নেই, বরাদ্দের যথাযথ ব্যবহারও হয়নি। কোচবিহারের রাসমেলা ময়দানের জনসভা প্রসঙ্গে তিনি জানান, সাধারণ মানুষের দাবিদাওয়াই এই সভার মূল সুর। এছাড়াও স্বাস্থ্য ও পরিকাঠামো নিয়েও অসন্তোষ প্রকাশ করে তিনি বলেন, জেলা হাসপাতালগুলিতে পরিষেবার ঘাটতি রয়েছে, ফলে মানুষ অন্যত্র যেতে বাধ্য হচ্ছেন। একইসঙ্গে কর্মসংস্থানের অভাব ও দুর্বল পরিবহণ ব্যবস্থাকেও দায়ী করেন তিনি। পরিবেশগত ক্ষতি, অবৈধ উত্তোলন এবং সীমান্তবর্তী এলাকায় অনুপ্রবেশ বৃদ্ধির অভিযোগ তুলে শমীকের দাবি, এগুলো শুধু উন্নয়ন নয়, নিরাপত্তার ক্ষেত্রেও বড় প্রশ্ন তৈরি করছে। শেষে তিনি বলেন, মানুষ পরিবর্তনের পক্ষে মন তৈরি করেছে; আগামী ভোটেই তার প্রতিফলন দেখা যাবে।

মেলার ভিড়েই ভোটের অঙ্ক কষা!

নিজস্ব প্রতিবেদন, হাওড়া: চৈত্রের মেলা, ভক্তদের ঢল; সেই আবহেই রাজনীতির নীরব হিসেব কষা শুরু সাঁকরাইলে। মাশিলার প্রাচীন ক্ষেত্রপাল তলার মেলাকে ঘিরে এদিন সরাসরি জনসংযোগে নামলেন শাসক ও বিরোধী; দুই শিবিরের প্রার্থীরাই। ধর্মীয় আবেগ আর ভোট-সমীকরণের মেলবন্ধন স্পষ্ট। মেলায় এসে পুজো সেরে নিলেন বিজেপি প্রার্থী বর্ণালী ঢালি ও তৃণমূল প্রার্থী প্রিয়া পাল। তারপরই ভক্তদের সঙ্গে মিশে গেলেন তাঁরা; কেউ বিলোলেন বাতাসা, কেউ বা করলেন কুশল বিনিময়। এক প্রার্থীর কথায়, মানুষের আশীর্বাদই সবচেয়ে বড় শক্তি, সেই বিশ্বাস নিয়েই মাঠে নেমেছি। অন্যদিকে তৃণমূলের যুব নেতৃত্ব মেলা প্রাঙ্গণে আলাদা শিবির খাটিয়ে দর্শনার্থীদের জন্য লস্যির ব্যবস্থা করে। এক কর্মীর বক্তব্য, এটা শুধু রাজনীতি নয়, মানুষের পাশে থাকারও সুযোগ।

সকাল থেকে সন্ধ্যা; টানা ভিড়ে কার্যত জনসমুদ্রে পরিণত হয় মেলা প্রাঙ্গণ। সেই ভিড়েই হাত বাড়িয়ে ভোটের সেতু গড়তে মরিয়া প্রার্থীরা। ভোটের দিন যত এগোচ্ছে, ততই স্পষ্ট; জনসংযোগের লড়াই এখন মাটিতেই, মানুষের মাঝখানেই।

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন

আজকের দিনটি কেমন যাবে?

আজ ৬ ই এপ্রিল। ২২শে চৈত্র। সোমবার। চতুর্থী তিথি। জন্মে বৃশ্চিক রাশি, অষ্টত্তরী শনি বিংশোত্তরীও শনি র মহাদশা কাল, মৃতে দোষ নাই।

মেষ রাশি : পারিবারিক জীবনে কিছু হতাশা সহ সতর্কতা অবলম্বন। যে বান্ধবকে বিশ্বাস করে পথে পা বাড়িয়েছিলেন, তার থেকে বিরূপ মন্তব্যে মনোকষ্ট বৃদ্ধি। শ্বশুর বাড়ির দুই সদস্য আজ উপকারে আসবে। হাসপাতাল থেকে সুস্থ হয়ে বাড়ি ফেরার কথা। ঋণ বিষয় বৃথা তর্ক বিবাদ। শিবাষ্টক মন্ত্র পাঠ করুন শুভ হবে।

বৃষ রাশি : শুভ। যদি ধৈর্য ধরতে পারেন তবে, বিবাদের পরিণতি আপনার পক্ষে আসবে। যে সন্তানকে নিয়ে বিব্রত ছিলেন আজ তার মুখ থেকে সত্যতা জানতে পারবেন। ঋণ গ্রহণে বাধা। ব্যাংক ইন্সুরেন্স সম্পর্কিত বিষয় সতর্ক থাকা শুভ। বেতন ভুক কর্মচারিদের উন্নতি কিছু যোগ তৈরী হবে। শ্রী শ্রী চন্ডীপাঠে শুভ।

মিথুন রাশি : প্রেমিক কে বিশ্বাস করে সর্বস্ব দিয়েছেন, আজ তার আজ তার মুখ থেকে ঐ শব্দগুলি শুনবেন-ভেবেছিলেন কি? হঠাৎ ভুল বোঝাবুঝি, দাম্পত্যে বিবাদ। কেমন যেন প্রেমহীন দুনিয়া। প্রেমে বিতর্ক। বিদ্যার্থীদের জন্যে দুশ্চিন্তা। যারা কর্ম প্রার্থী তাদের গুরুজনের উপদেশ অমৃত কাজে আসবে। মহাকালী জয়ন্তী মন্ত্র পাঠ।

কর্কট রাশি : পুরাতন বান্ধব দের থেকে সতর্ক থাকুন। দাম্পত্যে দুশ্চিন্তা। বিবাহ বিষয় আরো সতর্ক হওয়া উচিত ছিল। যোটক বিচার মেলেনি - দাম্পত্যে মঙ্গল দ্বারা মাঙ্গলিক। এ বিবাহে শান্তি কোথায়? সন্তানের বিদ্যালয় কিছু বিতর্ক। এক ছাত্রীর মায়ের দ্বারা বিবাদ। আদ্যাস্ত্রত পাঠ শুভ।

সিংহ রাশি : নতুন উদ্যমে আবার, জমি জমা কৃষি জমিতে তে লাভ প্রাপ্তি। ইন্টারনেটের মাধ্যমে শুভ সংবাদ প্রাপ্তি। সামান্য আয় বৃদ্ধি। অসৎ বান্ধবকে আর ছলনাময়ী নারীকে চিনে নিন। পথের সাথী করে লগ্নী করতে চলেছেন, যে ব্যক্তি মদতদাতা তার কাছে সংকল্প প্রকাশ করা উচিত নয়। শিবশক্তি মন্ত্র পাঠ।

কন্যা রাশি : বানিজ্যে শুভ। বিশেষত সাংবাদিক- লেখক মুদ্রণযন্ত্র বিষয়ক সম্পর্ক যুক্ত তাদের তাদের অর্থ প্রাপ্তি ও সৌভাগ্য যোগ। কিছু বিষয়ে মুখ না খোলাতে সম্মান প্রাপ্তি। নিশ্চুপ ও হাসি, আজ কর্মযোগে শুভ। শিবতান্ডব স্রোত্র পাঠ করুন শুভ।

তুলা রাশি : কর্ম সংকল্প গোপনে রাখা ভালো। তিনি কি আপনার মনন শক্তিকে শ্রদ্ধা করেন? তিনি কি সত্যি আপনার আপনজন? তবে বৃথা তর্ক বিবাদ কেনো? বিদ্যালয় যে সমস্যা চলছে, সন্তানের কারণে তার সমাধান করবেন আপনার প্রতিবেশী স্বজন। আদ্যাস্রোত পাঠে শান্তি।

বৃশ্চিক রাশি : আজ লগ্নিকরা অর্থ দ্বারা শুভ সৌভাগ্য যোগ। প্রতিবেশী তো সর্বদাই আপনার সঙ্গ চান। কিন্তু আপনি তাদের থেকে কেনো দূরে থাকছেন? বিবাহে মাঙ্গলিক দোষ, বিবাদ নিশ্চিত। যাকে নিয়ে স্বপ্ন দেখছেন তিনিকি সত্যি আপনার আপনজন? শনিমন্ত্র পাঠ করুন।

ধনু রাশি : কর্মে উন্নতি র সুযোগ আছে। বানিজ্যিক শুভ। বিদ্যার্থীদের একপ্রকার। উচ্চবিদ্যা না বিদেশ যাত্রা করে যারা প্রতিষ্ঠিত হতে চান-সুবর্ণ সুযোগ। আজ সৌভাগ্য প্রতিবেশীর ঈর্ষা আপনাকে আরো জেদী করে তুলবে। গণেশ সঙ্কট নাশিনী স্তত্র পাঠ।

মকর রাশি : সুস্থতা বৃদ্ধি হবে। ধনলাভ। পরিবারে সতর্ক থাকা শুভ। বিত্তের সঠিক লগ্নিতে বুদ্ধির প্রয়োজন। সন্তানের কথায় সায় দিলে-বিতর্ক বাড়বে। জীবন জীবিকার প্রয়োজনে অন্যের দেওয়া পরামর্শের দ্বারা লাভ প্রাপ্তি। কালিমন্ত্র জপে শান্তি।

কুম্ভ রাশি : সতর্ক থাকা ভালো। কোনো আপন জনের রূঢ় বাক্য মনে কষ্ট দেবে। অযথা বিবাদ বিতর্ক। যারা সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম এ কাজ করেন তাদের সম্মান বৃদ্ধি। অলংকার দ্রব্যের বানিজ্যে ধনলাভ। গৌরী মন্ত্র পাঠে শুভ।

মীন রাশি : বাড়ির পরিবেশে তৃতীয় ব্যক্তির কারণে বিতর্ক। প্রতিবেশীর দুঃখ প্রাপ্তি। মন দিয়ে ভালোবেসেও মন পেলেন কি? বৃথা ব্যায় বৃদ্ধি। দুর্গা মন্ত্র জপ করুন। বিদ্যার্থী দের সুযোগের জন্যে অপেক্ষা করতে হবে।

ঘোষণা- এই পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের সত্যতা সম্পর্কে এজেন্ট বা পত্রিকা কর্তৃপক্ষ কোনওভাবে দায়বদ্ধ নয়।

চপের কড়াইয়ে রাজনীতি, ডোমজুড়ে বিজেপি প্রার্থীর কটাক্ষ

নিজস্ব প্রতিবেদন, ডোমজুড়: ভোটের আবহে প্রচারের মঞ্চ এবার সরাসরি তেলেভাজার দোকান। ডোমজুড়ের রাস্তায় নেমে এক অভিনব প্রতিবাদে শাসকদলকে আক্রমণ করলেন বিজেপি প্রার্থী গোবিন্দ হাজরা। দোকানের কড়াইয়ে নিজে হাতে চপ ভেজে তিনি কার্যত কর্মসংস্থান ইস্যুকেই সামনে তুলে ধরলেন। এই প্রতীকী পদক্ষেপে স্পষ্ট রাজনৈতিক বার্তা। অতীতে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়-এর ‘চপ ভাজার’ মন্তব্যকে ঘিরে যে বিতর্ক তৈরি হয়েছিল, সেটিকেই হাতিয়ার করে এদিন কটাক্ষ শানালেন তিনি। প্রচারের ফাঁকেই হাজরার সোজাসাপ্টা অভিযোগ, রাজ্যে শিল্প নেই, কারখানা নেই;তাই যুবকদের বাইরে পাড়ি দিতে হচ্ছে। তাঁর দাবি, এই পরিস্থিতি বদলাতে হলে বিকল্প শক্তিকে সুযোগ দিতে হবে। স্থানীয় এক বাসিন্দার কথায়, চপ ভাজা হোক বা কথা বলা; ওনার বার্তাটা সরাসরি পৌঁছচ্ছে। আরেক সমর্থক বলেন, কাজের প্রশ্নেই এবার ভোট হবে। সাধারণ মানুষের সঙ্গে মিশে, রাস্তাঘাটেই রাজনৈতিক বার্তা ছড়িয়ে দিতে চেয়েছেন প্রার্থী। স্পষ্ট, ডোমজুড়ে এবার লড়াইয়ের কেন্দ্রে উঠে এসেছে কর্মসংস্থান; আর সেই লড়াইয়ের প্রতীক হয়ে উঠেছে এক কড়াই গরম তেল।

গিটার হাতে গান গেয়ে ভোটারদের মন জয়

ব্যারাকপুরে চমক কৌস্তভ বাগচীর

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: ভোটের প্রচারে চেনা ছক ভেঙে একেবারে অন্য রূপে ধরা দিলেন বিজেপি প্রার্থী কৌস্তভ বাগচী। ব্যারাকপুরের বিভিন্ন প্রান্তে প্রচারের মাঝেই গিটার হাতে গান গেয়ে কার্যত চমকে দিলেন তিনি। রাজনীতির মঞ্চে বক্তৃতার পাশাপাশি সুরের মাধ্যমে মানুষের কাছে পৌঁছনোর এই উদ্যোগ ইতিমধ্যেই কৌতূহল ও আগ্রহ বাড়িয়েছে ভোটারদের মধ্যে। তরুণ রাজনীতিবিদ ও দুঁদে আইনজীবী কৌস্তভ বাগচী। প্রচারের ফাঁকেই গান গেয়ে তিনি যে সহজেই মানুষের মন ছুঁতে পারছেন, তা বলাইবাহুল্য।

শুধু গান নয়, জনসংযোগেও সমান তৎপর তিনি। কোথাও কচুরি-চপ ভাজায় হাত লাগানো, কোথাও সাধারণ মানুষের সঙ্গে সরাসরি কথা বলা, সব মিলিয়ে একেবারে ভিন্নধর্মী প্রচারে নেমেছেন বিজেপি প্রার্থী। তাঁর এই সহজ-সরল উপস্থিতি অনেকের কাছেই বাড়তি আকর্ষণ হয়ে উঠছে। পেশায় আইনজীবী হিসেবে হাইকোর্ট থেকে সুপ্রিম কোর্ট-একাধিক গুরুত্বপূর্ণ মামলায় সক্রিয় ভূমিকা রয়েছে কৌস্তভ বাগচীর। ঝালদা, বগটুইয়ের মতো ঘটনায় সিবিআই তদন্তের নির্দেশ আনার ক্ষেত্রেও তাঁর ভূমিকা উল্লেখযোগ্য। রাজনৈতিক মহলে কট্টর তৃণমূল-বিরোধী মুখ হিসেবেই পরিচিত তিনি। এবার সেই কৌস্তভ বাগচীকেই ব্যারাকপুরে প্রার্থী করেছে বিজেপি।

নাম ঘোষণার পর থেকেই জোরকদমে প্রচারে নেমেছেন তিনি। গিটার হাতে গান থেকে শুরু করে জনসংযোগ-সব মিলিয়ে ভোটের লড়াইয়ে নিজস্ব ছাপ রাখার চেষ্টা স্পষ্ট।

টালিগঞ্জে গাড়ি থেকে প্রায় ৩৮ লক্ষ টাকা উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: রবিবার নির্বাচনী নজরদারির মধ্যে টালিগঞ্জ এলাকায় একটি গাড়ি থেকে বিপুল পরিমাণ নগদ টাকা উদ্ধার করল পুলিশ ও স্ট্যাটিক সার্ভেইল্যান্স টিম (এসএসটি)। ঘটনাটি ঘটেছে এনএসসি বোস রোডের প্লাইউড হাউস মোড় এলাকায়, যা নেতাজিনগর পুলিশ স্টেশনের অন্তর্গত। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, এসএসটি চেকিং চলাকালীন একটি গাড়ি থামিয়ে তল্লাশি চালানো হয়। তল্লাশি চালিয়ে গাড়ি থেকে মোট ৩৭ লক্ষ ৯৭ হাজার টাকা উদ্ধার হয়। গাড়িতে থাকা ব্যক্তির নাম আশুতোষ আগরওয়াল (৩৬)। তাঁর বাড়ি আলিপুরের জাজেস কোর্ট রোডের ডিভাইন ব্লিস, নর্থ ব্লকে। এত পরিমাণ নগদ টাকার বৈধ কাগজপত্র তাৎক্ষণিকভাবে দেখাতে না পারায় টাকা বাজেয়াপ্ত করা হয়। পুলিশ জানিয়েছে, প্রয়োজনীয় আইনি প্রক্রিয়া মেনে উদ্ধার হওয়া নগদ টাকা আয়কর দপ্তরের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে। পুরো ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে। নির্বাচনী বিধিনিষেধের মধ্যে এই বিপুল পরিমাণ নগদ উদ্ধারের ঘটনায় এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে।

দুর্ঘটনার কবলে বিজেপি প্রার্থী সাবিত্রী বর্মনের গাড়ি

নিজস্ব প্রতিবেদন, কোচবিহার: প্রচার সেরে বাড়ি ফেরার পথে পথ দুর্ঘটনার কবলে পড়ল শীতলখুচি বিধানসভা আসনের বিজেপি প্রার্থী সাবিত্রী বর্মনের গাড়ি। রাজ্য সড়ক থেকে উল্টে গিয়ে রাস্তার ধারে থাকা একটি নয়ানজুলিতে পড়ে যায় গাড়িটি। দলীয় কর্মীরা তড়িঘড়ি সাবিত্রীকে গাড়ি থেকে বের করে মাথাভাঙা মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে আসেন। শনিবার ঘটনাটি ঘটে রাত ১২টা নাগাদ শিকারপুর পাঁচমাইল সংলগ্ন এলাকায়।

বিজেপি সূত্রে জানা গেছে, প্রচার সেরে বাড়ি ফেরার পথে উল্টো দিক থেকে একটি ট্রাক সামনে চলে এলে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে প্রার্থীর গাড়ি রাস্তার ধারের নয়ানজুলিতে পড়ে যায়। সাবিত্রী বর্মণ ও চালকের মাথায় আঘাত লাগে। মাথাভাঙা মহকুমা হাসপাতালে তাদের নিয়ে এলে প্রাথমিক চিকিৎসার পর উন্নত চিকিৎসার জন্য কোচবিহার এমজেএন মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়। ঘটনার খবর পেয়ে হাসপাতালে আসেন পুলিশের উচ্চপদস্থ আধিকারিকরা। পুলিশ ওই ট্রাকের খোঁজে তল্লাশি শুরু করেছে।

কসবা বিধানসভার তৃণমূল প্রার্থী জাভেদ আহমেদ খানের সাউথ ট্যাংরা রোডে নির্বাচনী প্রচার। ছবি: অদিতি সাহা

চ্যাংরাবান্ধায় ছয়টি পিস্তল ও ২০ রাউন্ড কার্তুজ উদ্ধার, গ্রেপ্তার দুই

নিজস্ব প্রতিবেদন, কোচবিহার: রবিবার ভোরে চ্যাংরাবান্ধা বাইপাসে নাকা চেকিংয়ের সময় একটি সন্দেহভাজন গাড়ি থেকে বিপুল পরিমাণ অস্ত্র উদ্ধার করা হয়েছে। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, শিলিগুড়ি থেকে দিনহাটার দিকে যাওয়া একটি গাড়ি আটকে তল্লাশি চালানো হয়। সেই গাড়ি থেকে লুকিয়ে রাখা ছয়টি দেশি পিস্তল এবং ২০ রাউন্ড তাজা কার্তুজ উদ্ধার করা হয়েছে। এই ঘটনায় মণিরুল ইসলাম এবং শামিম রহমানকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। জানা গিয়েছে, গোপন খবরের ভিত্তিতে এই অভিযান চালানো হয়। উদ্ধার হওয়া অস্ত্রশস্ত্র জেলা ক্রাইম ব্রাঞ্চের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে। এই অস্ত্রগুলি কোথায় নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল এবং এর পিছনে কোন নেটওয়ার্ক সক্রিয় রয়েছে, তা খতিয়ে দেখছে পুলিশ। নির্বাচনের মুখে এই অস্ত্র উদ্ধারের ঘটনায় এলাকায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়েছেউ পুলিশ তদন্ত শুরু করেছে।

মনোহরপুকুরে প্রচারাভিযান চালালেন বালিগঞ্জ বিধানসভার সিপিআই(এম) প্রার্থী আফরিন বেগম।

ধর্মতলা চত্বরে ইস্টার র‍্যালি।

শিলিগুড়িতে চিতাবাঘের ছাল-সহ ধৃত পাচারকারী

নিজস্ব প্রতিবেদন, শিলিগুড়ি: আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে বন্যপ্রাণী পাচার চক্রের পর্দাফাঁস করল বন দপ্তর। দীপক রাসাইলির নেতৃত্বে সুকনা রেঞ্জের একটি দল শনিবার গভীর রাতে মাটিগাড়া মোড় বাস স্ট্যান্ডের কাছে এশিয়ান হাইওয়ে-১০-এ অভিযান চালিয়ে এক সন্দেহভাজন ব্যক্তিকে আটক করে। তল্লাশিতে তার ব্যাগ থেকে একটি চিতাবাঘের ছাল উদ্ধার করা হয়। প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে জানা গিয়েছে যে, এই ছাল নেপালে পাচারের উদ্দেশ্যে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল। দার্জিলিং বন বিভাগ ইতিমধ্যেই ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে। সুকনা রেঞ্জের রেঞ্জার দীপক রাসাইলি রবিবার জানিয়েছেন যে, অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ আইনে মামলা দায়ের করা হয়েছে এবং তাকে কার্শিয়াং আদালতে পেশ করা হবে। তদন্তের স্বার্থে আপাতত ধৃত পাচারকারীর নাম গোপন রাখা হয়েছে। শিলিগুড়ি করিডোর দিয়ে নেপাল ও ভুটানে বন্যপ্রাণী পাচারের চেষ্টা আগেও সামনে এসেছে। এই পরিস্থিতিতে নির্বাচনী আবহের মধ্যে বন দপ্তরের এই অভিযান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করা হচ্ছে।

একদিন

আমার শহর

কলকাতা ৬ এপ্রিল ২০২৬, ২১ চৈত্র ১৪৩২ সোমবার

প্রশাসনকে কমিশনের নির্দেশ

■ আসন্ন বিধানসভা নির্বাচন ঘিরে প্রশাসনকে স্পষ্ট বার্তা দিলেন রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক মনোজ আগরওয়াল। মুখ্যসচিব থেকে শুরু করে পুলিশপ্রধান, জেলা শাসক; সব স্তরের আধিকারিকদের উদ্দেশে তাঁর নির্দেশ, ভোট প্রক্রিয়া হতে হবে সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ, স্বচ্ছ এবং ভয়ের ঊর্ধ্বে। নির্দেশিকার কেন্দ্রে সাতটি শর্ত। ভোটারদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করে তিনি স্পষ্ট বলেন, ভোটার যেন কোনওভাবেই আতঙ্কে না ভোগেন। পাশাপাশি তাঁর সতর্কবার্তা, হিংসা, ভীতি প্রদর্শন বা প্রলোভনের কোনও স্থান নেই নির্বাচনে। প্রশাসনের উদ্দেশে আরও কড়া বার্তা দিয়ে তিনি জানান, ছাপ্পা ভোট বা বুথ দখলের মতো ঘটনা বরদাস্ত করা হবে না। একই সঙ্গে যোগাযোগ ব্যবস্থা ব্যাহত করার চেষ্টাকেও কঠোরভাবে রুখতে বলা হয়েছে। নির্বাচনকে কেন্দ্র করে বাড়তি সতর্কতায় কমিশন। পর্যবেক্ষকদের মতে, এই নির্দেশই ইঙ্গিত দিচ্ছে; এবারের ভোটে নজিরবিহীন কড়াকড়ির পথে হাঁটতে চাইছে নির্বাচন কর্তৃপক্ষ।

মুখ্যমন্ত্রীকে আক্রমণ শুভেন্দুর

■ রাজ্য রাজনীতিতে ফের উত্তাপ বাড়াল ভাষা নিয়ে বিতর্ক। রবিবার সোশ্যাল মিডিয়ায় সরাসরি আক্রমণ শানালেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী, নিশানায় মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। একটি জনসভায় মমতার মন্তব্যের ভিডিও শেয়ার করে শুভেন্দুর প্রশ্ন, এটা কি মুখ্যমন্ত্রীর ভাষা? তাঁর দাবি, ভাষা-সন্ত্রাসে বাংলা ভাষার মর্যাদা ও বাঙালির আত্মসম্মান আঘাতপ্রাপ্ত হচ্ছে। কড়া সুরে তিনি আরও বলেন, পরাজয়ের ভয়েই তিনি সংযম হারাচ্ছেন। কিন্তু পদে থাকা অবস্থায় অন্তত ভাষার সংযম রাখা উচিত। শুভেন্দুর পোস্টে আরও তীব্র আক্রমণ শোনা যায়, মানুষ এখন এসবকে 'পাগলের প্রলাপ' বলছে। রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকদের মতে, ভোটের আগে বাকযুদ্ধ ক্রমশ ব্যক্তিগত ও তীব্র হচ্ছে। ভাষার ব্যবহার নিয়েই এখন নতুন করে শুরু হয়েছে চাপানউতোর, যা নির্বাচনী আবহে আরও বাড়তে পারে বলেই মত রাজনৈতিক মহলের একাংশের।

'বিকল্প' ভ্যাকেন্সি, দিশাহারা প্রার্থীরা

■ দীর্ঘ প্রতীক্ষার পর একাদশ-দ্বাদশ শ্রেণির শিক্ষক নিয়োগে কাউন্সেলিং শুরু হতেই নতুন জটিলতা সামনে এল। নির্ধারিত প্রক্রিয়ার মাঝপথে হঠাৎ করে 'বিকল্প' শূন্যপদের তালিকা প্রকাশ হওয়ায় বিভ্রান্তির মুখে পড়েছেন চাকরিপ্রার্থীরা। বিশেষত কম্পিউটার অ্যাপ্লিকেশন, নিউট্রিশন, কমার্স ও রাষ্ট্রবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে এই অস্বচ্ছতা সবচেয়ে বেশি। প্রার্থীদের অভিযোগ, তকাউন্সেলিংয়ের দিনই নতুন ভ্যাকেন্সি আপলোড করা হল, কিন্তু তার আগে কোনও স্পষ্ট তথ্য ছিল না। ফলে পছন্দের স্কুল বেছে নেওয়া কঠিন হয়ে দাঁড়িয়েছে। অন্যদিকে, স্কুলগুলির একাংশে প্রকৃত শূন্যপদের সঙ্গেও তালিকার অসঙ্গতি মিলছে। শিক্ষক সংগঠনের এক নেতার কথায়, এই প্রক্রিয়ায় অন্তত সাত ধরনের গরমিল রয়েছে, দ্রুত সমাধান দরকার। এক প্রার্থী সরাসরি বলেন, সমন্বয়ের অভাবেই বারবার সমস্যা তৈরি হচ্ছে। কমিশনের তরফে অবশ্য জানানো হয়েছে, প্রার্থীদের সুবিধার কথা মাথায় রেখেই সংশোধিত তালিকা প্রকাশ করা হয়েছে। তবুও প্রশ্ন রয়ে যাচ্ছে; এই নিয়োগ কি আদৌ স্বচ্ছ পথে এগোচ্ছে?

পানিহাটিতে ভোটকর্মীর ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন

২৪ ঘণ্টার মধ্যে কারণ দর্শানোর নির্দেশ কমিশনের

নিজস্ব প্রতিবেদন, পানিহাটি : পানিহাটিতে নির্বাচন ঘিরে নিরপেক্ষতা নিয়ে বড় প্রশ্ন উঠতেই দ্রুত হস্তক্ষেপ করল ভারতীয় নির্বাচন কমিশন। অভিযোগ, দায়িত্বে থাকা এক সেক্টর অ্যাসিস্ট্যান্ট অফিসার অতনু চক্রবর্তী বিজেপির প্রচার সামগ্রী গোছাতে শুরু করেন। সূত্রের খবর, সোশ্যাল মিডিয়ায় প্রকাশিত একটি ভিডিও সামনে আসার পরই বিষয়টি নজরে আসে প্রশাসনের। সংশ্লিষ্ট আধিকারিকের বিরুদ্ধে তদন্ত শুরু করে রিটার্নিং অফিসারের দপ্তর। অভিযোগের প্রেক্ষিতে তাঁকে দায়িত্ব থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে। পাশাপাশি ২৪ ঘণ্টার মধ্যে কারণ দর্শানোর নির্দেশও দেওয়া হয়েছে। কমিশনের এক আধিকারিকের কথায়, নির্বাচন প্রক্রিয়ার নিরপেক্ষতা কোনওভাবেই বিঘ্নিত হতে দেওয়া হবে না। সোশ্যাল মিডিয়ায় একটি বিতর্কিত ভিডিওতে দেখা যাচ্ছে, একটি ঘরের ভিতরে বসে কয়েকজন ব্যক্তি বিজেপির প্রচার সামগ্রী গোছানোর কাজে ব্যস্ত। মেঝেতে বসে বিজেপির পতাকা বাঁধার কাজ করছেন তিনজন। তাঁদের সামনে স্তূপ করে রাখা পোস্টার বা লিফলেট, চারপাশে ছড়িয়ে রয়েছে বিজেপির পতাকা। ঘরোয়া পরিবেশে চলা এই প্রস্তুতির মাঝেই নির্বাচনী প্রচার সংক্রান্ত কথোপকথনও শোনা যায়। এদের মধ্যেই ছিলেন কমিশন নিযুক্ত পানিহাটির সেক্টর অফিসার অতনু। শুক্রবার রাতে ভিডিওটি পোস্ট করে তৃণমূল মুখপাত্র কুণাল ঘোষ প্রশ্ন তোলেন, ভিডিওতে থাকা ওই ব্যক্তি কি নির্বাচন কমিশন নিযুক্ত পানিহাটির সেক্টর অফিসার? মুহূর্তে ভাইরাল হয়ে যায় ভিডিওটি। ঘটনাকে কেন্দ্র করে প্রশ্ন ওঠে, নির্বাচন কমিশনের দায়িত্বে থাকা কোনও আধিকারিক কীভাবে একটি নির্দিষ্ট রাজনৈতিক দলের প্রচারের কাজে যুক্ত থাকতে পারেন। বিষয়টি নিয়ে নির্বাচন কমিশনে অভিযোগও জানায় তৃণমূল। ওই আধিকারিকের বিরুদ্ধে কড়া শাস্তির দাবি তোলা হয় শাসকদলের তরফে। অন্যদিকে, বহরমপুরে নির্বাচনী প্রচার ঘিরে অশান্তির অভিযোগে পুলিশকর্তার বিরুদ্ধেও বিভাগীয় তদন্ত শুরু হয়েছে। ভোটের মুখে একের পর এক এই পদক্ষেপে স্পষ্ট; কড়া বার্তা দিতে চাইছে কমিশন, নিয়মভঙ্গের ক্ষেত্রে রেয়াত নেই।

পর্ণশ্রীতে উত্তেজনা, ভোটের আগে বিজেপির কার্যালয় ভাঙচুর ঘিরে উত্তপ্ত এলাকা

নিজস্ব প্রতিবেদন, বেহালা: ভোটের মুখে বেহালার পর্ণশ্রী এলাকা ফের রাজনৈতিক সংঘাতে উত্তপ্ত। বিজেপির অভিযোগ, তাদের প্রার্থী ইন্দ্রনীল খাঁ-র নির্বাচনী কার্যালয়ে হামলা চালিয়ে ভাঙচুর করা হয়েছে। ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় চরম উত্তেজনা ছড়ায়। বিজেপির দাবি, পোস্টার টাঙানো নিয়ে বচসা থেকেই পরিস্থিতি হাতের বাইরে যায়। হঠাৎই ৩০-৪০ জনের একটি দল এসে অফিসে তাণ্ডব চালায়, পোস্টার ছিড়ে ফেলে, অভিযোগ এক কর্মীর। পুলিশের উপস্থিতিতেই এই ঘটনা ঘটে বলে দাবি দলের। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছে প্রার্থী ইন্দ্রনীল খাঁ সরাসরি শাসক দলকে নিশানা করেন। তাঁর কথায়, ভোটে হার নিশ্চিত জেনে পরিকল্পিতভাবে ভয় দেখানোর চেষ্টা চলছে। পার্টি অফিস ভাঙচুর ও বিজেপির পোস্টার ছেড়ার ঘটনার সিসিটিভি ফুটেজ নিয়ে রবিবারই পর্ণশ্রী থানায় পৌঁছন বিজেপি প্রার্থী সহ কর্মী-সমর্থকরা। সূত্রের খবর, রবিবার দুপুরে পর্ণশ্রী এয়ারপোর্টের কাছে বিজেপি কার্যালয় সংলগ্ন এলাকায় তৃণমূল কর্মী সমর্থকরা দলীয় প্রার্থী রত্না চট্টোপাধ্যায়ের পোস্টার টাঙাতে যান। সেখানেই বাধা দেন বিজেপি সমর্থকরা। তৃণমূল কর্মীদের বাধা দিতেই উত্তপ্ত হয়ে ওঠে পরিস্থিতি। অভিযোগ, এরপরেই বিজেপির কার্যালয় ভাঙচুর চালায় তৃণমূল কর্মী-সমর্থকরা। ভাঙচুর করা হয় কার্যালয়ের গেট। ইন্দ্রনীল খাঁর পোস্টার ছেড়ার অভিযোগও ওঠে তৃণমূলের বিরুদ্ধে। ঘটনাস্থলে পৌঁছয় পর্ণশ্রী থানার পুলিশ। অন্যদিকে, নাগেরবাজার এলাকাতেও একই ইস্যুতে ক্ষোভ প্রকাশ করতে দেখা যায় দলীয় কর্মীদের। ভোট যত এগোচ্ছে, ততই সংঘাতের আবহ ঘনাচ্ছে; এমনই ইঙ্গিত মিলছে এই ঘটনাকে ঘিরে।

হালিশহরে তালাবন্ধ স্বাস্থ্যকেন্দ্র, প্রচারে বেরিয়ে হাল বদলানোর আশ্বাস সুদীপ্তর

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: নাম ঘোষণার পর দিন থেকেই জোরকদমে বাড়ি বাড়ি জনসংযোগ করছেন বীজপুর কেন্দ্রের তরুণ ব্রিগেডের বিজেপি প্রার্থী সুদীপ্ত দাস। রবিবার সকালে হালিশহর পুরসভার ৫ নম্বর ওয়ার্ডে তিনি বাড়ি বাড়ি প্রচার করেন। ওই ওয়ার্ডের পুরাতন বারুইপাড়ায় তালাবন্ধ হয়ে পড়ে থাকা স্বাস্থ্য কেন্দ্রের সামনে এসে তিনি থমকে দাঁড়ান। উপস্থিত সংবাদ মাধ্যমের প্রতিনিধিদের সুদীপ্ত বলেন, দেখুন এই তো তৃণমূলের উন্নয়ন। স্বাস্থ্য কেন্দ্রে তালা ঝুলছে। রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে আজ স্বাস্থ্যকেন্দ্র বেহাল দশায় পরিণত। বীজপুর কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী সুদীপ্ত দাস জানান, প্রাথমিক চিকিৎসার জন্য একটা সময় প্রতিটি ওয়ার্ডে স্বাস্থ্যকেন্দ্র ছিল। তৃণমূল ক্ষমতায় আসার পর সেই স্বাস্থ্যকেন্দ্রগুলো আজ বেহাল দশায় পরিণত হয়েছে। চিকিৎসা পরিষেবা পেতে এখানকার বাসিন্দাদের ছুটতে হয় কল্যাণী জেএনএম হাসপাতালে। ওখানে ঠিকমতো পরিষেবা মেলে না। তাঁর অভিযোগ, কোটি কোটি টাকা ব্যয়ে তিনদিনের জন্য সেবাশ্রয় শিবির করা হয়েছিল। আসলে চিকিৎসা পরিষেবার নামে সেবাশ্রয় শিবির খুলে নাটক করা হয়েছিল। তাঁর বক্তব্য, সেবাশ্রয় শিবির করে অযথা টাকা অপচয় না করে, ওই টাকায় বেহাল স্বাস্থ্য কেন্দ্রগুলোর হাল বদলানো যেত। এদিন তিনি জানিয়ে দেন, বিজেপি ক্ষমতায় এলে প্রতিটি ওয়ার্ডে তাঁরা স্বাস্থ্য কেন্দ্র গড়ে তুলবেন।

ভবানীপুরে গণতন্ত্র বিপন্ন, নজরদারির অভিযোগ তুলে কমিশনের দ্বারস্থ শুভেন্দু

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: ভোটের প্রচারে বাধা ও নজরদারির অভিযোগ তুলে নির্বাচন কমিশনের দ্বারস্থ হলেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। তাঁর দাবি, ভবানীপুর কেন্দ্রের প্রচারে নেমে প্রশাসনের একাংশকে ব্যবহার করা হচ্ছে রাজনৈতিক স্বার্থে। শুভেন্দুর অভিযোগ, শান্তিপূর্ণভাবে ঘরে ঘরে প্রচার করছিলাম। সেই সময় সাদা পোশাকের পুলিশ আমাকে অনুসরণ করে এবং যাঁরা আমার সঙ্গে দেখা করছিলেন তাঁদের পরিচয় সংগ্রহ করছিল। তাঁর কথায়, তএটা সরাসরি ভোটারদের ভয় দেখানোর কৌশল, যা গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার পরিপন্থী। তিনি আরও দাবি করেন, এই ধরনের নজরদারি ভবিষ্যতে ভোটারদের উপর চাপ সৃষ্টি করতে ব্যবহৃত হতে পারে। এটা রাজ্য-পৃষ্ঠপোষকতায় ভয় দেখানোর উদাহরণ, মন্তব্য তাঁর। এই অভিযোগ ঘিরে রাজনৈতিক তরজা তীব্র হয়েছে। শাসকদলের বিরুদ্ধে তোপ দেগে শুভেন্দুর হুঁশিয়ারি, এভাবে ভোট প্রভাবিত করা যাবে না। মানুষই শেষ কথা বলবে। ভোটের মুখে এই অভিযোগ নতুন করে প্রশাসনের নিরপেক্ষতা নিয়ে প্রশ্ন তুলল বলেই মনে করছেন রাজনৈতিক মহল।

কলকাতাকে ঘিরে পাক হুঁশিয়ারি, উদ্বেগে আন্তর্জাতিক মহল

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: ভারত-পাক সম্পর্কের টানাপোড়েন নতুন মাত্রা পেল রবিবার। পাকিস্তানের প্রতিরক্ষা মন্ত্রী খাওয়াজা আসিফ সরাসরি কলকাতার নাম উল্লেখ করে কড়া হুঁশিয়ারি দিয়েছেন। লাহোর থেকে প্রায় ১৩০ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত নিজের শহর শিয়ালকোটে সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলেন খাওয়াজা আসিফ। সেখানেই তিনি বলেন, ভারত যদি এবার কোনও 'ফলস ফ্ল্যাগ অপারেশন' (মিথ্যা অজুহাতে হামলা) চালানোর চেষ্টা করে, তবে আমরা সেই হামলাকে কলকাতা পর্যন্ত নিয়ে যাব। এই মন্তব্য ঘিরে কূটনৈতিক মহলে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। উল্লেখ্য, সম্প্রতি ভারতের প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিং পাল্টা বার্তায় বলেছিলেন, প্রয়োজনে শত্রুর ঘরে ঢুকেও জবাব দেওয়া হবে। দুই দেশের এই তীব্র বাক্যবাণেই উত্তেজনা আরও বাড়ছে। ঘটনার সূত্রপাত সাম্প্রতিক সীমান্ত উত্তেজনা ঘিরে। এক কূটনৈতিক বিশ্লেষকের মতে, এই ধরনের প্রকাশ্য হুমকি মূলত কৌশলগত চাপ তৈরির চেষ্টা। অন্যদিকে প্রতিরক্ষা মহলের এক পর্যবেক্ষণ, বাক্যযুদ্ধ বাড়লেও সরাসরি সংঘাতের সম্ভাবনা এখনও নিয়ন্ত্রিত পর্যায়েই রয়েছে। তবে প্রশ্ন থেকেই যাচ্ছে; এই কড়া ভাষার লড়াই কি কেবল রাজনৈতিক বার্তা, নাকি ভবিষ্যতের বড় সংঘাতের ইঙ্গিত?

চৌরঙ্গী বিধানসভার বিজেপি প্রার্থী সন্তোষ পাঠকের প্রচারাভিযান।

রবিবাসরীয় প্রচারে জোড়াসাঁকো বিধানসভার তৃণমূল প্রার্থী বিজয় উপাধ্যায়। ছবি: অদিতি সাহা

দাবদাহের মাঝেই স্বস্তি, ভিজল মহানগরের বেশ কিছু এলাকা

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: চৈত্রের তীব্র গরমে হাঁসফাঁস করছে দক্ষিণবঙ্গ। তবে এই অস্বস্তির মধ্যেই আশার খবর শুনিয়েছিল আলিপুর আবহাওয়া দপ্তর। তাদের পূর্বাভাস ছিল; রবিবার থেকেই আবহাওয়ার চরিত্র বদলাতে শুরু করবে, কথামতোই রবিবার সকাল থেকে মেঘলা আকাশ, সঙ্গে ঝোড়ো হাওয়া বইতে শুরু করে। কলকাতার বেশ কয়েকটি জায়গায় বৃষ্টিও হয় দুপুরের দিকে। রবিবার সকালে কলকাতার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ২৭.৭ ডিগ্রি সেলসিয়াস, স্বাভাবিকের চেয়ে ২.৭ ডিগ্রি বেশি। আবহবিদ সৌরিশ বন্দ্যোপাধ্যায়ের কথায়, পশ্চিমি ঝঞ্ঝার প্রভাবে বাতাসে জলীয় বাষ্প বাড়ছে। মঙ্গলবার ও বুধবার ঝড়বৃষ্টি আরও জোরদার হবে। তাঁর সংযোজন, বৃহস্পতিবার পর্যন্ত এই অস্থির আবহাওয়া চলবে। তাপমাত্রা আপাতত ৩৫ ডিগ্রির কাছাকাছি ঘোরাফেরা করলেও, বৃষ্টির প্রভাবে তা কয়েক ডিগ্রি কমবে বলেই আশা। আজ থেকে বৃহস্পতিবার পর্যন্ত দক্ষিণবঙ্গের অধিকাংশ জেলাতেই দফায় দফায় বৃষ্টি হবে। বিশেষত মঙ্গলবার ও বুধবার কালবৈশাখীর সম্ভাবনা উড়িয়ে দেওয়া যাচ্ছে না। ঝড়বৃষ্টির সতর্কতা রয়েছে পশ্চিম মেদিনীপুর, ঝাড়গ্রাম, পুরুলিয়া, বাঁকুড়া, পশ্চিম বর্ধমান এবং বীরভূমে। আজ সোমবার এই জেলাগুলির পাশাপাশি হুগলি এবং পূর্ব বর্ধমানেও সতর্কতা জারি করা হয়েছে। মঙ্গলবার থেকে ঝড়বৃষ্টি বাড়বে। প্রায় সব জেলাতেই সতর্কতা রয়েছে। ঝড়ের দাপট বেশি থাকতে পারে বুধবার এবং বৃহস্পতিবার। এই দু'দিন হাওড়া, হুগলি, উত্তর ২৪ পরগনা, পুরুলিয়া, বাঁকুড়া, দুই বর্ধমান, বীরভূম, মুর্শিদাবাদ এবং নদিয়ায় ঘণ্টায় ৬০ কিলোমিটার বেগে কালবৈশাখী ঝড়ের সতর্কতা জারি করা হয়েছে। তবে আপাতত উপকূলের সমুদ্রে মৎস্যজীবীদের জন্য কোনও সতর্কতা নেই। একই চিত্র উত্তরবঙ্গ-এও। দার্জিলিং থেকে কোচবিহার; প্রায় সর্বত্র ঝড়ো হাওয়া ও বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টির পূর্বাভাস। উত্তরে দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি এবং কোচবিহারেও শিলাবৃষ্টি হতে পারে মঙ্গলবার এবং বুধবার। ঘণ্টায় ৩০-৪০ কিলোমিটার বেগে দমকা হাওয়া বইতে পারে বলে সতর্কতা জারি হয়েছে। তবে পাহাড় সংলগ্ন জেলাগুলিতে ভারী বর্ষণের সতর্কতা জারি করা হয়েছে। গত শনিবার কলকাতায় তাপমাত্রা স্বাভাবিকের উপরে উঠেছিল। ফলে গরমের দাপট আরও তীব্র হয়েছিল।

জগদ্দলে বিজেপি কর্মীকে মারধর করার অভিযোগ

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: জগদ্দল বিধানসভা কেন্দ্রের স্থিরপাড়ায় বালক সংঘ ক্লাব সন্নিহিত এলাকায় দলীয় প্রার্থীর সমর্থনে ব্যানার লাগাচ্ছিলেন বিজেপি কর্মী সুরজ সাউ। অভিযোগ, তৃণমূল আশ্রিত চার দুষ্কৃতীকে এসে সুরজকে অন্যত্র তুলে নিয়ে গিয়ে বেদম প্রহার করে। আক্রান্তের দিদা খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছে নাতিকে উদ্ধার করেন। আক্রান্ত দলীয় কর্মীকে দেখতে ভাটপাড়া স্টেট জেনারেল হাসপাতালে আসেন জগদ্দল কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী রাজেশ কুমার। তিনি বলেন, মানুষ তৃণমূলের সঙ্গে নেই। তাই জগদ্দলে ওরা ভয়ের বাতাবরণ সৃষ্টি করতে চাইছে। জগদ্দলে সন্ত্রাস বন্ধ করা দরকার। দলীয় কর্মী আক্রান্তের ঘটনা নির্বাচন কমিশনে জানানো হয়েছে। বিজেপি প্রার্থীর অভিযোগ, জগদ্দলের ত্রাস কালুয়া এবং তাঁর শাগরেদরা তৃণমূল প্রার্থীর সঙ্গে ঘুরে বেড়াচ্ছে। অথচ পুলিশ নাকি ওঁদের খুঁজেই পাচ্ছে না।

নজরদারিতে রেকর্ড বাজেয়াপ্ত, শীর্ষে বাংলা

নিজস্ব প্রতিবেদন: নির্বাচনী বিধি জারির পর থেকেই কড়া নজরদারিতে পশ্চিমবঙ্গ। আর তার ফল মিলল সংখ্যাতেই; জাতীয় নির্বাচন কমিশনের সাম্প্রতিক পরিসংখ্যান বলছে, মাত্র ক'সপ্তাহে বাংলায় বাজেয়াপ্ত সামগ্রীর মোট মূল্য ছুঁয়েছে প্রায় ৩১৯ কোটি টাকা। এর মধ্যে নগদ ১১ কোটি টাকা, বিপুল পরিমাণ মদ (মূল্য প্রায় ৫৫ কোটি), মাদকদ্রব্য ৬৫ কোটি টাকার, মূল্যবান ধাতু ৩৯ কোটি এবং অন্যান্য সামগ্রী মিলিয়ে প্রায় ১৫০ কোটি টাকার জিনিস আটক হয়েছে। প্রশাসনের এক শীর্ষ কর্তা জানালেন, নির্বাচন যাতে কোনওভাবেই প্রভাবিত না হয়, তার জন্যই এই কঠোর পদক্ষেপ। ভোটের আবহে রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে উড়ন্ত স্কোয়াড ও নজরদারি দল সক্রিয়। এক আধিকারিকের কথায়, অভিযোগ এলে দ্রুত ব্যবস্থা; সেটাই এখন প্রধান লক্ষ্য। তবে সাধারণ মানুষের ভোগান্তি এড়াতেও সতর্ক কমিশন।

ভোটের বাজারে কুবেরের ধন, গদিতে বসার আগেই পকেটে টাকার পাহাড়!

রাজীব মুখোপাধ্যায়

বাংলার বিধানসভা নির্বাচন মানেই কেবল স্লোগান আর মিছিলের লড়াই নয়, এ এক অঘোষিত 'ধনযুদ্ধ'। প্রার্থীরা যখন ছেঁড়া চটি আর সাধারণ মানুষের পাশে দাঁড়ানোর গল্প শোনাচ্ছেন, তখন নির্বাচন কমিশনে জমা পড়া তাঁদের হলফনামা বলছে অন্য এক রোমাঞ্চকর বাস্তব। জনসেবার আড়ালে বাংলার রাজনীতির অন্দরে যে বিপুল বিত্তের পাহাড় জমেছে, তা দেখে অনেক শিল্পপতিরও চোখ কপালে উঠতে পারে।

আদর্শের লড়াই নাকি নোটের আস্ফালন?

এবারের নির্বাচনী হলফনামা বিশ্লেষণ করলে দেখা যাচ্ছে, রাজ্যের অর্ধেকের বেশি বিধায়কই 'কোটিপতি ক্লাবে'র সদস্য। তথ্যের কাটাছেঁড়া বলছে, ১৫২ জন জনপ্রতিনিধির পকেটে রয়েছে বিঘার পর বিঘা জমি, কেজি কেজি সোনা আর কোটি কোটি টাকার স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তি। তৃণমূল বিধায়কদের গড় সম্পদ ৩.২৭ কোটি টাকা হলে, বিজেপির ক্ষেত্রেও সেই অঙ্ক ১ কোটির গণ্ডি ছাড়িয়ে গেছে। ৫ বছর আগে যারা সাধারণ মধ্যবিত্ত ছিলেন, তাদের সম্পদের এই উল্কার গতিতে বৃদ্ধি এখন বাংলার রাজনীতিতে এক ওপেন সিক্রেট।

তালিকায় শীর্ষে যাঁরা দাপুটে ধনকুবের

বিত্তের লড়াইয়ে সবার আগে দৌড়াচ্ছেন জঙ্গিপুরের জাকির হোসেন। প্রায় ৬৭ কোটি টাকার ঘোষিত সম্পত্তি নিয়ে তিনি যেন এই 'ধন-মহাযুদ্ধে'র অঘোষিত সেনাপতি। পিছিয়ে নেই কসবার আহমেদ জাভেদ খান (৩২ কোটি) বা জোড়াসাঁকোর বিবেক গুপ্ত (৩১ কোটি)। এমনকী খেলার মাঠ থেকে উঠে আসা শিবপুরের মনোজ তিওয়ারিও ২০ কোটির গণ্ডি টপকে গিয়েছেন অনায়াসে। পাহাড়ের কোল থেকেও উঠে আসছে কোটিপতি বিধায়কদের নাম, যেখানে কালিম্পং-এর রুদেন সাদা লেপচা ১৮ কোটির পাহাড় নিয়ে বসে আছেন।

হলফনামার 'সাদা' বনাম বাস্তবের 'ছায়া'

কিন্তু এই হলফনামাই কি শেষ কথা? রাজনীতির কারবারিরা জানেন, হলফনামায় যা দেখানো হয় তা হিমশৈলের চূড়ামাত্র। গত কয়েক বছরে ইডি-সিবিআই-এর হানায় পার্থ-বালু-মানিকদের ঘনিষ্ঠদের ডেরা থেকে যে টাকার পাহাড় বা সোনার বিস্কুট উদ্ধার হয়েছে, তা হলফনামার তথ্যের গায়ে এক বিরাট চপেটাঘাত। নিয়োগ দুর্নীতি থেকে শুরু করে কয়লা-বালি পাচার; বিভিন্ন স্ক্যামের যে সব অভিযোগ সামনে এসেছে, তাতে স্পষ্ট যে ঘোষিত সম্পত্তির বাইরেও রয়েছে এক বিশাল ছায়া সাম্রাজ্য। সেখানে টাকার লেনদেন হয় ট্রাকে করে, আর বিনিয়োগ হয় বেনামে।

সেবা না রাজনৈতিক অর্থবৃদ্ধি কোনটা ভবিষ্যৎ?

গণতন্ত্রের উৎসবে সাধারণ ভোটাররা যখন লাইনে দাঁড়ান, তাঁরা হয়তো জানেনই না যে তাঁদের প্রিয় নেতার সম্পত্তির ভাঁড়ার তাঁদের কল্পনার অতীত। ভোটের বাজারে এই অর্থশক্তি যোগ্য প্রার্থীদের পথ আটকে দাঁড়ায়, আর সাধারণ মানুষের করের টাকায় তৈরি হয় নেতার বিলাসিতা। নির্বাচনের পর গদি বদলাবে কি না তা সময়ই বলবে, কিন্তু জনপ্রতিনিধিদের এই 'কুবের' হওয়ার দৌড় যে থামার নয়, তা হলফনামার সাদা কাগজেই আজ স্পষ্ট।

সম্পাদকীয়

সমাধান দূর অস্ত, যুদ্ধ নীতির জালেই আটকে প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প

মধ্যপ্রাচ্যের আকাশ, জল ও স্থলে ঘনিয়ে আসা যুদ্ধের কালো মেঘ আরও ভয়াবহ রূপ ধারণ করছে। যুদ্ধের এই ক্রমবর্ধমান বিস্তৃতি শুধুমাত্র উপসাগরীয় দেশগুলোকেই নয়, বরং বিশ্ব-অর্থনীতি ও জ্বালানি বাজারকেও খাদের কিনারায় ঠেলে দিয়েছে। কুয়েতের আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের জ্বালানি ট্যাঙ্কারে ইরানি ড্রোন হামলার ফলে সেখানে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ড ঘটেছে। যার ফলে গত ২৮ ফেব্রুয়ারি থেকে কুয়েতের আকাশসীমা বন্ধ। এই উত্তেজনার মধ্যেই মার্কিন প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প দাবি করেছেন, কোনও আনুষ্ঠানিক চুক্তি ছাড়াই আগামী দু'থেকে তিন সপ্তাহের মধ্যে এই যুদ্ধের অবসান ঘটতে পারে। ইরানি বিদেশমন্ত্রী আব্বাস আরাঘচি পালটা বলেছেন, ওয়াশিংটনের সঙ্গে আলোচনায় তাঁর কোনও আস্থা নেই। বর্তমানে কোনওরকম নেপথ্য আলোচনা বা সমঝোতা হচ্ছে না। এর মধ্যে ইরানের অভ্যন্তরে মার্কিন ও ইজরায়েলি যৌথ বিমান হানা অব্যাহত। ইসফাহান ও ফারোখশাহরের মতো শিল্পাঞ্চলগুলোয় ওষুধ এবং ইস্পাত নির্মাতা সংস্থাগুলিকে লক্ষ্য করে ১৬ হাজারেরও বেশি গোলাবারুদ বর্ষণ করেছে ইজরায়েল। তেহরানের তৌফিক দারু ওষুধ কারখানায় হামলার ফলে দেশটির চিকিৎসা সরঞ্জাম সরবরাহ ব্যবস্থা মারাত্মক ক্ষতির মুখে পড়েছে। ইরানি সংবাদ মাধ্যমের দাবি, এই যুদ্ধে এ পর্যন্ত দু'হাজারেরও বেশি অসামরিক ইরানি নাগরিক প্রাণ হারিয়েছেন এবং হাসপাতাল, স্কুল ও বিশ্ববিদ্যালয়ের মতো অসংখ্য অসামরিক পরিকাঠামো ধ্বংস করা হয়েছে, যা আন্তর্জাতিক আইন অনুযায়ী যুদ্ধাপরাধের হিসেবে গণ্য করা হয়। অন্যদিকে লেবাননেও ইজরায়েলি স্থল অভিযান ও বোমাবর্ষণ আর বেড়েছে। ইজরায়েলি প্রতিরক্ষামন্ত্রী ইজরায়েল কাৎজ জানিয়েছেন যে, দক্ষিণ লেবাননের বাড়িঘর গুঁড়িয়ে দেওয়া হবে এবং বাস্তুচ্যুত লক্ষ লক্ষ লেবাননিজদের আর সেখানে ফিরতে দেওয়া হবে না। লেবাননে এই হামলায় এ পর্যন্ত ১,২০০ জন নিহত এবং ১২ লক্ষ মানুষ ঘরছাড়া হয়েছেন। পরিস্থিতির ভয়াবহতা দেখে পোপ লিও চতুর্দশ অবিলম্বে হিংসা বন্ধের আহ্বান জানিয়েছেন। সবমিলিয়ে স্পষ্ট। নিজের তৈরি যুদ্ধ নীতিতেই আটকে ট্রাম্প, তাই আপাতত শান্তির কোনও রাস্তা দেখা যাচ্ছে না।

শব্দছক ১২২

রবি দাস

১		■	২		৩		■
	■	৪		■		■	৫
৬	৭			■	৮	৯	
১০		■	■	১১			■
■	১২	১৩		■	■	১৪	১৫
১৬			■	১৭	১৮		
	■		■	১৯		■	
■	২০				■	২১	

পাশাপাশি: ১. ঘোড়া ২. মূল ব্যক্তিকে সাহায্য করে যে ৪. নীচের দিকে মুখ হয়ে আছে এমন ৬. চিরন্তন ৮. ছোট গল্পকে নিয়ে ছোট নাটিকা ১০. নিজস্ব ১১. কম্পন ১২. বাক্যহীন নিশ্চুপ ১৪. শূকর ১৬. সহিষ্ণুতা ১৭. সুন্দরভাবে বন্দনা করা হয়েছে যা ১৯. কণ্ঠ ২০. শ্রী বিষ্ণুর নাম কীর্তন ২১. নিষেধ

ওপর-নিচ: ১. যে কাজ অর্বাচিনেরা করে ২. সর্বদা ৩. ইচ্ছানুরূপ আকৃতি ধারণ করে যে ৪. আট দেশের মধ্যবর্তী ৫. দুঃখ ৭. রাজনীতিজ্ঞের করা কাজ ৯. যাকে বন্দী করা হয় পণ আদায়ের জন্য ১৩. যে রক্ষা করে ১৫. রাত হলেই যে চোখে দেখতে পায় না ১৬. মৎস্যদৃশ্য বৃহৎ স্তন্যপায়ী জীব ১৭. সহজ ১৮. ব্যক্ত করা

সমাধান ১২১ — পাশাপাশি: ১. চন্দ্রিমা ৩. বিদ্রোহী ৫. খবর ৬. রাম ৮. তপন ১০. লগা ১২. মোক্ষলাভার্থ ১৪. অবগাহন ১৬. ধান ১৭. ধরনা ১৯. রবি ২১. রূপক ২২. প্রতাপী ২৩. লহর

ওপর-নিচ: ১. চর্চিত ২. মাখন ৩. বিরলক্ষণ ৪. হীরা ৭. সদর্থ ৯. পরব ১১. গালা ১২. মোহনরূপী ১৩. ভাগার ১৪. অমর ১৫. গাধা ১৭. ধকল ১৮. নাগর ২০. বিপ্র

আজকের দিন

- **১৯১৭** — মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র জার্মানির বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে।
- **১৯৩০** — মহাত্মা গান্ধী ডান্ডিতে লবণ আইন ভঙ্গ করে পদযাত্রার সমাপ্তি ঘটান এবং দেশব্যাপী লবণ সত্যাগ্রহের সূচনা করেন।
- **১৯৮০** — ভারতে ভারতীয় জনতা পার্টি (বিজেপি) প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল।

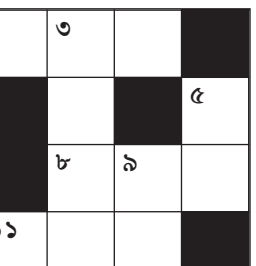

জন্মদিন

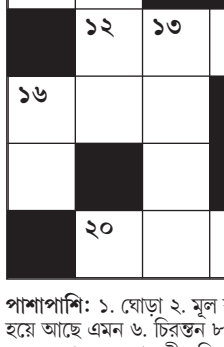

সুচিত্রা সেন

- **১৯৩১** *বিশিষ্ট চলচ্চিত্রাভিনেত্রী সুচিত্রা সেনের জন্মদিন।*
- **১৯৫৬** *বিশিষ্ট ক্রিকেট খেলোয়াড় দিলীপ ভেঙ্গসরকারের জন্মদিন।*
- **১৯৭০** *বিশিষ্ট চলচ্চিত্রাভিনেত্রী ইন্দ্রাণী দত্তের জন্মদিন।*

শিকড় হারানো উৎসবের খোঁজে পয়লা বৈশাখ

মহম্মদ মফিজুল ইসলাম

ইতিহাসের পাতায় বাঙালির নববর্ষের শুরু একদিনে হয়নি। এর ভিত গড়ে উঠেছে বহু শতাব্দীর অভিজ্ঞতায়। গৌড়ের রাজা শশাঙ্ক এক নতুন রাজনৈতিক শক্তির উত্থান ঘটান। তাঁর শাসনকালে বঙ্গভূমি এক আলাদা পরিচয় পেতে শুরু করে। সেই সূত্রেই বঙ্গাব্দের ধারণা জন্ম নেয়। তবে এই ক্যালেন্ডার ছিল না জনজীবনের উৎসবের অংশ। তা ছিল প্রশাসনিক ও কৃষিনির্ভর হিসাবের একটি পদ্ধতি। পরে মোগল সম্রাট আকবর এই ব্যবস্থাকে নতুনভাবে সাজান। তিনি কৃষিকাজের সুবিধার জন্য বাংলা সনের সঙ্গে রাজস্ব ব্যবস্থার সম্পর্ক স্থাপন করেন। সেই থেকেই পয়লা বৈশাখ হয়ে ওঠে খাজনা পরিশোধের দিন। ধীরে ধীরে তা রূপ নেয় উৎসবে। অর্থনীতি ও সংস্কৃতি একসূত্রে বাঁধা পড়ে যায়।

বাংলা মাসের নামগুলি আকাশের সঙ্গে যুক্ত। নক্ষত্রের নাম থেকে এসেছে বৈশাখ। প্রকৃতির ছন্দের সঙ্গে মানুষের জীবন জুড়ে যায়। কৃষকের ফসল তোলার সময়ের সঙ্গে নববর্ষের সময় মিলতে শুরু করে। ফলে নববর্ষ হয়ে ওঠে নতুন শুরুর প্রতীক। সারা ভারতবর্ষে এই সময় নানা উৎসব পালিত হয়। কোথাও উগাড়ি। কোথাও গুড়ি পড়োয়া। কোথাও বৈশাখী। নাম আলাদা। কিন্তু অনুভব এক। নতুন সূচনার আনন্দ। বাংলাতেও সেই আনন্দ একসময় ছিল গভীর ও প্রাণবন্ত। নববর্ষ মানে ছিল সামাজিক মিলন। নববর্ষ মানে ছিল সংস্কৃতির উন্মেষ।

একটা সময় ছিল যখন পয়লা বৈশাখ ছিল বাঙালির আত্মপরিচয়ের দিন। ভোরবেলা প্রভাত ফেরি বের হতো। গান শোনা যেত পথে পথে। ছেলেমেয়েরা নতুন পোশাকে আনন্দে মাতত। বিকেলে পাড়ায় পাড়ায় হতো অনুষ্ঠান। নাচ ছিল। গান ছিল। আবৃত্তি ছিল। ছোট শিল্পীরা মঞ্চ পেত। বড় শিল্পীরা পাশে দাঁড়াতেন। নতুন প্রতিভা তৈরি হতো এই দিনকে কেন্দ্র করে। নববর্ষ মানে ছিল সমাজের সম্মিলিত স্পন্দন। মানুষ একে অপরের কাছে আসত। সম্পর্কের দূরত্ব কমত।

সাহিত্য জগতেও এই দিনের আলাদা গুরুত্ব ছিল। নববর্ষ সংখ্যা ছিল বাঙালির সাংস্কৃতিক পরিচয়ের অংশ। সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় লিখতেন। শক্তি চট্টোপাধ্যায় লিখতেন। শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায় লিখতেন। শঙ্কর লিখতেন। পাঠক অপেক্ষা করত। নতুন লেখার গন্ধে ভরে উঠত পত্রিকা। চিৎপুরের যাত্রাপাড়া জমে উঠত। নতুন নাটকের মহড়া শুরু হতো। পয়লা বৈশাখ ছিল সৃষ্টির দিন। শিল্প ও সাহিত্যের নতুন যাত্রা শুরু হতো এই দিন থেকেই।

শহরের ময়দান এলাকাও তখন উৎসবের অংশ ছিল। ক্লাবগুলিতে বারপুজো হতো। শরীরচর্চার কেন্দ্রগুলিতে ছিল ভিড়। মানুষ দল বেঁধে যেত। কোথাও মহাবীর পুজো হতো। আবার শান্তিনিকেতন-এ এই দিনের আলাদা আবেগ ছিল। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এই দিনকে নতুন অর্থ দিয়েছিলেন। প্রকৃতি ও সংস্কৃতির মিলনে তিনি নববর্ষকে এক নান্দনিক উচ্চতায় নিয়ে যান। তাঁর ভাবনায় নববর্ষ ছিল মানবিকতার উৎসব। ছিল সৌন্দর্যের আরাধনা।

গ্রামের ছবিটাও আলাদা ছিল। ভোরে স্নান করে মানুষ নতুন পোশাক পরত। বাড়িতে পুজো হতো। তারপর দোকানে যেত হালখাতার জন্য। খেরোর খাতা খোলা হতো। মিষ্টি দেওয়া হতো। ব্যবসায়ী ও ক্রেতার সম্পর্ক নতুন করে শুরু হতো। এই রীতি শুধু অর্থনৈতিক ছিল না। এর মধ্যে ছিল বিশ্বাস। ছিল আস্থা। ছিল পারস্পরিক সম্মান। নববর্ষ মানে ছিল সম্পর্ককে নতুন করে গড়ে তোলা।

কিন্তু সময় বদলেছে। সমাজও বদলেছে। সেই পরিবর্তন নববর্ষকেও স্পর্শ করেছে। আজ প্রভাত ফেরি অনেক জায়গায় হারিয়ে গেছে। পাড়ার অনুষ্ঠান কমে গেছে। মানুষের সময় কমেছে। আগ্রহও কমেছে। সম্পর্কের জায়গায় এসেছে আনুষ্ঠানিকতা। নিমন্ত্রণ এখন ফোনে সেরে ফেলা হয়। বার্তা পাঠানো হয় ইংরেজিতে। আবেগের জায়গা দখল করেছে দ্রুততা। এই পরিবর্তন শুধু বাহ্যিক নয়। এটি মানসিক পরিবর্তনের লক্ষণ।

নববর্ষের সঙ্গে পঞ্জিকার সম্পর্ক এখনও অটুট। বাঙালি আজও পাঁজি দেখে। তিথি দেখে। শুভদিন দেখে। কিন্তু সেই বিশ্বাসের ভিতরেও এসেছে পরিবর্তন। আগে পঞ্জিকা ছিল জীবনযাত্রার পথপ্রদর্শক। এখন তা অনেকটাই আনুষ্ঠানিক। তবুও এর গুরুত্ব পুরোপুরি কমেনি। ঐতিহ্য এখনও কোথাও বেঁচে আছে। সেটাই আশার জায়গা।

ধর্মীয় আচারেও পরিবর্তন এসেছে। তবুও ভক্তির টান কমেনি। কালীঘাট মন্দির ও দক্ষিণেশ্বর কালী মন্দিরে মানুষের ভিড় বাড়ছে। মানুষ এখনও আশ্রয় খোঁজে বিশ্বাসে। ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানে গণেশ ও লক্ষ্মীর পুজো হয়। নতুন বছরের শুরুতে শুভ কামনা জানানো হয়। এই ধারাবাহিকতা প্রমাণ করে যে সবকিছু বদলে যায়নি। কিছু শিকড় এখনও মাটির সঙ্গে জড়িয়ে আছে।

তবুও বড় প্রশ্ন রয়ে যায়। বাঙালির নিজস্ব উৎসব কি ধীরে ধীরে তার স্বকীয়তা হারাচ্ছে। ধুতি পাঞ্জাবি এখন বিরল। লালপেড়ে শাড়িও কম দেখা যায়। তার জায়গায় এসেছে অন্য সংস্কৃতির প্রভাব। বিশ্বায়ন আমাদের সামনে নতুন দিগন্ত খুলেছে। কিন্তু সেই সঙ্গে এনেছে সাংস্কৃতিক বিভ্রান্তি। আমরা অনেক কিছু গ্রহণ করেছি। কিন্তু নিজেরটা ধরে রাখতে পারিনি। এটাই সংকট।

আজ নববর্ষ অনেক জায়গায় বাণিজ্যিক উৎসবে পরিণত হয়েছে। বড় বড় বিপণি সংস্থা এই দিনটিকে ব্যবহার করছে। ছাড় দেওয়া হচ্ছে। অফার দেওয়া হচ্ছে। মানুষ ভিড় করছে। কিন্তু সেই ভিড়ের মধ্যে সংস্কৃতির গভীরতা কোথায়। আনন্দ আছে। কিন্তু আত্মিক সংযোগ নেই। এই বিচ্ছিন্নতা ক্রমশ বাড়ছে। বাঙালি নিজের উৎসবেই যেন দর্শক হয়ে যাচ্ছে।

তবে হতাশ হওয়ার কারণ নেই। ইতিহাস বলছে বাঙালি বারবার ফিরে এসেছে নিজের শিকড়ে। সংকটের সময়েও সে নিজের পরিচয় খুঁজে পেয়েছে। আজও সেই সম্ভাবনা আছে। প্রয়োজন সচেতনতার। প্রয়োজন আত্মসমালোচনার। নববর্ষ শুধু উৎসব নয়। এটি আত্মপরিচয়ের দিন। এই দিন আমাদের মনে করিয়ে দেয় আমরা কারা। কোথা থেকে এসেছি। কোথায় যেতে চাই।

তাই প্রয়োজন নতুন করে ভাবা। নববর্ষকে আবার মানুষের কাছে ফিরিয়ে দেওয়া। ছোট ছোট উদ্যোগ নিতে হবে। পাড়ায় অনুষ্ঠান ফিরিয়ে আনতে হবে। বাংলা ভাষায় শুভেচ্ছা জানাতে হবে। ঐতিহ্যবাহী পোশাককে সম্মান দিতে হবে। শিশুদের শেখাতে হবে এই দিনের গুরুত্ব। তাহলেই নববর্ষ আবার তার পুরনো মর্যাদা ফিরে পাবে।

বাঙালির নববর্ষ বাঙালিরই থাকুক। এই উৎসব হোক মাটির গন্ধে ভরা। হোক মানুষের মেলবন্ধনের দিন। আধুনিকতা আসুক। কিন্তু শিকড় হারিয়ে নয়। নতুন বছরের সূচনা হোক আত্মপরিচয়ের আলোয়। তবেই পয়লা বৈশাখ আবার হয়ে উঠবে বাঙালির হৃদয়ের উৎসব।

যে শহর আজও প্রশ্ন তোলে: মহেঞ্জোদাড়োর অজানা ইতিহাস

বেবি চক্রবর্তী

সময়ের অদৃশ্য স্রোতে ভেসে যায় সভ্যতা। এখন যেখানে মানুষের ভিড়, আলো আর আধুনিকতার জয়গান - কখনও সেই স্থানই ছিল এক সমৃদ্ধ নগর, জীবন আর স্বপ্নে ভরপুর। কিন্তু ইতিহাসের নির্মম নিয়মে, সেই সব শহর একদিন হারিয়ে যায় -রেখে যায় শুধু ধ্বংসাবশেষ, রহস্য আর কিছু অজানা প্রশ্ন।

বিশ্ব ইতিহাসে এমন বহু প্রাচীন শহরের সন্ধান পাওয়া যায়, যেগুলো একসময় সভ্যতার শিখরে পৌঁছেছিল। যেমন - মহেঞ্জোদাড়ো। প্রায় পাঁচ হাজার বছর আগে এই শহর ছিল সুপরিকল্পিত নগর সভ্যতার এক উজ্জ্বল নিদর্শন। বিস্তৃত রাস্তা, উন্নত নিকাশি ব্যবস্থা, ইটের তৈরি বাড়িঘর - সবই ছিল আধুনিকতার ছাপ। কিন্তু হঠাৎ করেই এই শহর জনশূন্য হয়ে পড়ে। ইতিহাসবিদরা মনে করেন, জলবায়ু পরিবর্তন, নদীর গতিপথ বদল বা প্রাকৃতিক বিপর্যয়ই এর অন্যতম কারণ হতে পারে।

সময়ের গর্ভে লুকিয়ে থাকা ইতিহাস কখনও কখনও আমাদের সামনে এমন কিছু প্রশ্ন ছুঁড়ে দেয়, যার উত্তর আজও অধরা। ঠিক তেমনই এক রহস্যময়, বিস্ময়কর এবং গবেষকদের কাছে আজও আকর্ষণের কেন্দ্রবিন্দু - মহেঞ্জোদাড়ো।

অমৃতদের ঢিবিদ - নামের মধ্যেই যেন লুকিয়ে আছে এক হারিয়ে যাওয়া সভ্যতার নিঃশব্দ আর্তনাদ। সিন্ধু প্রদেশে অবস্থিত এই প্রাচীন নগরী ছিল সিন্ধু সভ্যতার অন্যতম শ্রেষ্ঠ নিদর্শন। খ্রিস্টপূর্ব প্রায় ২৫০০ অব্দে গড়ে ওঠা এই শহর সেই সময়ের পৃথিবীর অন্যতম উন্নত নগর ব্যবস্থা ছিল - যা আজকের আধুনিক নগর পরিকল্পনাকেও বিস্মিত করে।

মহেঞ্জোদাড়োর সবচেয়ে বিস্ময়কর দিক তার সুপরিকল্পিত নগর কাঠামো। শহরটি ছিল গ্রিড প্যাটার্নে সাজানো - সোজা রাস্তা, নির্দিষ্ট ব্লকে বিভক্ত আবাসিক এলাকা, এবং প্রতিটি বাড়ির সঙ্গে যুক্ত উন্নত নিকাশি ব্যবস্থা। প্রতিটি বাড়িতে ছিল কুয়ো, বাথরুম এবং জল নিষ্কাশনের ব্যবস্থা - যা সেই সময়ের জন্য এক অবিশ্বাস্য অগ্রগতি। শহরের প্রধান নিকাশি নালা ছিল ঢাকা এবং সুসংহত, যা আজকের অনেক শহরের তুলনায়ও উন্নত বলে মনে হয়। এই পরিকল্পনা প্রমাণ করে - এটি ছিল একটি অত্যন্ত সংগঠিত ও প্রশাসনিকভাবে দক্ষ সমাজ।

এই শহরের অন্যতম বিস্ময়কর স্থাপত্য হল গ্রেট বাথদ - একটি বিশাল স্নানাগার, যা সম্ভবত ধর্মীয় বা সামাজিক আচার-অনুষ্ঠানের জন্য ব্যবহৃত হত। এখানে জলরোধী ইটের ব্যবহার এবং নিখুঁত নির্মাণ কৌশল প্রমাণ করে, সেই সময়ের মানুষ প্রযুক্তিগত দিক থেকেও অনেক উন্নত ছিল। এটি শুধু একটি স্থাপত্য নয়, বরং সেই সমাজের জীবনধারা ও বিশ্বাসের প্রতিফলন।

মহেঞ্জোদাড়োর মানুষের জীবনযাত্রা ছিল সুসংগঠিত এবং সমৃদ্ধ। তারা কৃষি, বাণিজ্য ও কারুশিল্পে দক্ষ ছিল। তুলা চাষ, মৃৎশিল্প নির্মাণ, গয়না তৈরি - এসবই ছিল তাদের দৈনন্দিন জীবনের অংশক। প্রত্নতাত্ত্বিক খননে পাওয়া সিলমোহর ও পাত্র তাদের শিল্পরুচি ও অর্থনৈতিক উন্নতির প্রমাণ দেয়। বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য তাদের লিপি, যা আজও পুরোপুরি পাঠোদ্ধার করা যায়নি। এই অপঠিত লিপিই ইতিহাসবিদদের কাছে এক অনন্ত রহস্য হয়ে রয়েছে।

তবে যতটা বিস্ময়কর এর উত্থান, ততটাই রহস্যময় এর পতন। কেন হঠাৎ করে এই সমৃদ্ধ শহর জনশূন্য হয়ে পড়ল, তা আজও নিশ্চিতভাবে জানা যায়নি। কেউ বলেন নদীর গতিপথ পরিবর্তন শহরটিকে ধ্বংস করে দেয়, কেউ মনে করেন ভয়াবহ বন্যা বা জলবায়ু পরিবর্তনই এর কারণ। আবার কেউ কেউ অর্থনৈতিক পতন ও জনসংখ্যার হ্রাসকে দায়ী করেন। কিন্তু কোনো মতই চূড়ান্তভাবে প্রমাণিত নয়, আরনব এই অজানাই মহেঞ্জোদাড়োকে আরও রহস্যময় করে তুলেছে।

আজকের পৃথিবীতে দাঁড়িয়ে মহেঞ্জোদাড়ো আমাদের সামনে এক গভীর শিক্ষা তুলে ধরে। উন্নত প্রযুক্তি, পরিকল্পনা ও সামাজিক কাঠামো থাকা সত্ত্বেও একটি সভ্যতা কীভাবে হারিয়ে যেতে পারে, তার জ্বলন্ত উদাহরণ এটি। বর্তমানের পরিবেশ সংকট, জলবায়ু পরিবর্তন ও নগর সমস্যার প্রেক্ষাপটে এই প্রাচীন শহর যেন আমাদের সতর্ক করে দেয়;মানুষ যতই উন্নত হোক, প্রকৃতির সঙ্গে ভারসাম্য হারালে তার অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখা কঠিন।

আজ মহেঞ্জোদাড়ো নিঃশব্দ, কিন্তু তার প্রতিটি ইট যেন কথা বলে;উত্থান, গৌরব আর পতনের এক অবিস্মরণীয় কাহিনি।

ধুলোর স্তরের নিচে চাপা পড়ে থাকা সেই শহর যেন আজও আমাদের ডাকে - তার ইতিহাসকে জানার জন্য, তার ভুল থেকে শেখার জন্য, এবং ভবিষ্যৎকে আরও সচেতনভাবে গড়ে তোলার জন্য।

চর্চাবাসর ১১৫

বাংলা শব্দ 'কল্পনা' (Kalpana) একটি সংস্কৃত মূল শব্দ, যা মূলত √কল্প্ (ভাগ করা, গঠন করা বা সাজানো) ধাতু থেকে এসেছে। এটি সংস্কৃত 'কল্পনম্' (कल्पनम्) থেকে উৎপন্ন, যার অর্থ মনের মধ্যে নতুন ধারণা, ছবি বা পরিস্থিতি তৈরি করার মানসিক ক্ষমতা।

— কলমবীর

লেখা পাঠান

সময়োপযোগী উত্তর সম্পাদকীয় লেখা পাঠান। যে কোনও বিষয়ে আপনার মতামত বা অভিযোগ জানিয়ে পাঠান চিঠিপত্র। অবশ্যই Unicode-এ টাইপ করে পাঠাতে হবে।

email : dailyekdin1@gmail.com

কৃষ্ণনগরে বিজেপির প্রার্থী নিয়ে অসন্তোষ

দলীয় কার্যালয়ে তালা ঝুলিয়ে বিক্ষোভ

নিজস্ব প্রতিবেদন, নদিয়া: প্রার্থী নিয়ে অসন্তোষ। শনিবার প্রার্থী ঘোষণার পর রাতেই নদিয়ার কৃষ্ণনগরে বিজেপির দলীয় কার্যালয়ে তালা লাগিয়ে বিক্ষোভ কর্মী, সমর্থকদের। শনিবার রাতের পর রবিবার দিনভর দলীয় কার্যালয় তালা ঝুলিয়ে জেলা সভাপতির বিরুদ্ধে একরাশ ক্ষোভ উগড়ে দিলেন বিজেপির একাংশ। স্থানীয় সূত্রে খবর, শনিবার কৃষ্ণনগর উত্তর বিধানসভা কেন্দ্রের দলীয় প্রার্থী তারক চ্যাটার্জির নাম ঘোষণা করা হয়। বিজেপি প্রার্থীর নাম ঘোষণা হওয়ার পর সেই রাতেই দলীয় কার্যালয়ের সামনে বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করে বেশ কিছু কর্মী, সমর্থক। তারপরে কয়েক ঘণ্টা যেতে না যেতেই ফের কৃষ্ণনগর বিজেপির দলীয় কার্যালয়ে তালা ঝুলিয়ে বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করে বিক্ষুব্ধ বিজেপি কর্মীরা। তাঁদের দাবি, অবিলম্বে প্রার্থী হিসেবে তারক চ্যাটার্জির নাম পরিবর্তন করতে হবে। মূলত প্রার্থী নিয়ে অসন্তোষের কারণেই এই বিক্ষোভ বলে জানা গেছে। কোনও মতেই ঘোষিত প্রার্থীকে তাঁরা মেনে নেবে না বলেও দাবি করতে থাকে। বিক্ষোভকারী বিজেপি কর্মীদের অভিযোগ, অর্থের বিনিময়ে প্রার্থী করা হয়েছে। তাই এই প্রার্থী বদল না করলে তাঁরা ক্রমশ আন্দোলন চালিয়ে যাবে। যদিও কৃষ্ণনগর উত্তর বিধানসভা কেন্দ্র বিজেপির শেষ সিট হিসেবে পরিচিত। কৃষ্ণনগরের বিজেপি কর্মী সমর্থকরা ভেবেছিল হয়তো কোন হেভিওয়েট কাউকে প্রার্থী হিসেবে ঘোষণা করবে আর সেই কারণেই দেরি হচ্ছে নাম ঘোষণায়। শনিবার তারক চ্যাটার্জির নাম ঘোষণার পরেই ক্ষোভে ফেটে পড়ে সকলে। দফায় দফায় নদিয়া উত্তর বিজেপির জেলা সভাপতি অর্জুন বিশ্বাসের বিরুদ্ধে স্লোগান দিতে থাকে। এ বিষয়ে কৃষ্ণনগর শহর মণ্ডল সভাপতি বাপি শীল বলেন, 'আমি মণ্ডল সভাপতি অথচ আমি জানলাম না কাকে প্রার্থী করা হলো। আমার সঙ্গে কোন রকম আলোচনা না করেই, নদিয়া উত্তরের জেলা সভাপতি অর্জুন বিশ্বাস পেশায় শিক্ষক তারক চ্যাটার্জির নাম প্রস্তাব করেছিলেন। তাঁর ইচ্ছাতেই এমনটা হয়েছে।' বিক্ষুব্ধ বিজেপি সমর্থকদের আরও অভিযোগ, 'জেলা সভাপতি আমাদের সকলের সঙ্গে বসুক। বসে সিদ্ধান্ত নিয়ে এই প্রার্থী বদল করুক। তারপর আমরা দলীয় কার্যালয়ে তালা খুলবো।' যতদিন এই সমস্যার সমাধান না হবে, ততদিন পর্যন্ত বিজেপির দলীয় কার্যালয় তালা বন্ধ অবস্থা থাকবে বলে জানান মণ্ডল সভাপতি বাপি শীল। এ বিষয়ে নদিয়া উত্তর বিজেপির জেলা সভাপতি অর্জুন বিশ্বাস জানান, 'নদিয়ার বিভিন্ন জায়গায় এরকম খুব বিক্ষোভ হয়েছে। সেগুলো পরে আবার ঠিক হয়ে গিয়েছে। এখানেও সবার সঙ্গে আমি কথা বলছি, আশা করি খুব তাড়াতাড়ি এই সমস্যার সমাধান হবে। আর এই বিক্ষোভের পেছনে একটা চক্রের মদত আছে। প্রার্থীর নাম ঘোষণা হয় দিল্লি থেকে। আন্দোলন যদি করতে হয় ওখানে গিয়ে করুক। যদি আমায় দোষারোপ করা হয়ে থাকে, তা ভুল।'

নন্দীগ্রামে আশ্বাসের সুর মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকের

নিজস্ব প্রতিবেদন, পূর্ব মেদিনীপুর: ভোটের প্রাক্কালে অশান্তির ছায়া মুছতে সরাসরি মাঠে নেমে পড়ল নির্বাচন কমিশন। পূর্ব মেদিনীপুর সফরে গিয়ে মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক মনোজ কুমার আগরওয়াল প্রশাসনিক বৈঠকের পাশাপাশি সাধারণ মানুষের সঙ্গেও কথা বললেন। স্পর্শকাতর এলাকাগুলিতে পরিস্থিতি বুঝে নেওয়াই ছিল এই সফরের মূল উদ্দেশ্য।

জেলা প্রশাসনের সঙ্গে উচ্চপর্যায়ের আলোচনার পর তিনি বিভিন্ন বাজার ও গ্রামে গিয়ে ভোটারদের মনোভাব যাচাই করেন। ভোটকে ঘিরে নিরাপত্তা নিয়ে উঠছে নানা অভিযোগ, সেই প্রেক্ষিতেই কমিশনের বার্তা স্পষ্ট। মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমার জানিয়েছেন, 'পরিস্থিতি বিচার করেই দফা কমানো হয়েছে, যাতে সব পক্ষের জন্য প্রক্রিয়াটি সহজ হয়।' একই সঙ্গে তাঁর হুঁশিয়ারি দেন, 'ভোটে হিংসা বা প্রভাব খাটানোর চেষ্টা হলে কড়া ব্যবস্থা নেওয়া হবে। ভয় পাওয়ার কোনও কারণ নেই, কমিশন সব সময় আপনাদের পাশে থাকবে।' প্রশাসনের একাংশের মতে, 'কম দফায় ভোট মানে দ্রুত সম্পন্ন করা, তবে চ্যালেঞ্জও কম নয়।' তিনি আরও জানান, 'ভোট মিটলেও নিরাপত্তা ব্যবস্থা শিথিল হবে না, কেন্দ্রীয় বাহিনী প্রয়োজন অনুযায়ী এলাকায় থাকবে।' অতীতের সংঘর্ষের স্মৃতি মাথায় রেখে এবার ভোট যেন নির্বিঘ্নে হয়, সেই লক্ষ্যেই কমিশনের এই সক্রিয় পদক্ষেপ, এমনটাই মনে করছে ওয়াকিবহাল মহল। সব মিলিয়ে, ভোটের আগে কড়া নজরদারি ও দ্রুত সিদ্ধান্ত এই দ্বিমুখী কৌশলেই এগোচ্ছে কমিশন।

ভোটার তালিকায় নাম বাদ, রিষড়ায় আত্মঘাতী মহিলা

নিজস্ব প্রতিবেদন, হুগলি: ভোটার তালিকায় নাম বাদ। পরিবারের দাবি, সেই চিন্তায় আত্মঘাতী মহিলা। শনিবার রাতে গলায় ফাঁস লাগিয়ে আত্মহত্যা করেন বলে অভিযোগ। পরিবারের তরফে জানানো হয়েছে, হুগলির রিষড়া গ্রামপঞ্চায়েতের বারুজীবী এলাকার বাসিন্দা মিনতি সেন (৫৮)। ভোটার তালিকায় মিনতি সেনের নাম নেই। এমনকি নাম বাদ গিয়েছে ছেলেরও। তা নিয়ে চিন্তায় ছিলেন।

ছেলে ভোলা সেন জানান, শনিবার রাত ৯টা নাগাদ বাড়ি ফিরে দেখেন ঘরের দরজা বন্ধ। বার বার ধাক্কা দিলেও ভিতর থেকে সাড়াশব্দ মেলেনি। এর পরেই পড়শিদের ডাকেন। তাঁরা এসে দরজা ধাক্কা দিতেই মিনতির ঝুলন্ত দেহ দেখতে পান। ভোলা জানান, আধার কার্ডে তাঁর মায়ের নাম মিনতি সেন, থাকলেও ভোটার কার্ডে মিনু সেন ছিল। তালিকায় নাম না আসায় চিন্তায় পড়ে যান। ছেলেকে বার বারই বলতেন, যদি অন্য কোথাও পাঠিয়ে দেওয়া হয়? এ দিকে ভোলারও নাম নেই তালিকায়। রবিবার সকালে ভোট প্রচারে বেরিয়ে মৃতের পরিবারের সঙ্গে দেখা করেন শ্রীরামপুরের তৃণমূল প্রার্থী তন্ময় ঘোষ।

তন্ময় বলেন, 'মৃতের পরিবারের সঙ্গে কথা বলে জানতে পারলাম ২০০২ সালে তাঁর নাম ছিল বেলুড়ে। তার পরে কয়েক বছর ধরে রিষড়ায় থাকছিলেন। সেই কারণে সমস্ত নথি ট্রান্সফার হয়নি। তাতে নাম বাদ। তা নিয়ে আতঙ্কে ছিলেন। বাড়ির ঠিকানা বদল হলে যে নাম বাদ পড়ে যাবে, এটা তো ভাবা যায় না। মানুষ ভোটের বাক্সে এর জবাব দেবেন। ৮ এপ্রিল শ্রীরামপুরে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আসছেন। তাঁকেও এটা জানানো হবে।' যদিও শ্রীরামপুরের বিজেপি প্রার্থী ভাস্কর ভট্টাচার্য বলেন, 'যে কোনও মৃত্যুই দুঃখজনক। কী কারণে মারা গিয়েছেন, সেটা দেখার দায়িত্ব তৃণমূলের নয়। অনেক কারণেই মারা যেতে পারেন। তবে মৃত্যুর আসল কারণ জানতে তদন্ত হোক।'

প্রচারে মুখোমুখি দুই প্রার্থীর করমর্দনে সৌজন্য বিনিময়

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া: রবিবাসরীয় সকালে বাঁকুড়ার ওন্দা বাজারে প্রচারের সময় দুই প্রার্থী মুখোমুখি হওয়ায়, একে অপরের সঙ্গে হাত মিলিয়ে সৌজন্যতা বিনিময় করতে দেখা যায়। এদিন ওন্দা বাজারে একইসঙ্গে হাজির হন ওন্দা বিধানসভার তৃণমূল প্রার্থী সুব্রত দত্ত ও বিজেপি প্রার্থী অমর নাথ শাখা। এদিন সকালে ওন্দা বাজারে সবজি কিনতে হাজির হন তৃণমূল প্রার্থী সুব্রত দত্ত। চায়ের দোকানে চা খেতে খেতে চলে জনসংযোগ। তারপরেই ওন্দা সবজি বাজার ঘুরে সবজি, মাছ কেনেন। অন্যদিকে প্রচারে যাওয়ার পথে ওন্দা থানার সামনে চায়ের দোকানে সামিল হন ওন্দার বিজেপি প্রার্থী অমর নাথ শাখা। হাতে বিস্কুট, চায়ে চুমুক দিতে দিতে সেরে নেন জনসংযোগ। তাঁর দাবি, দু'দিন গরমের জেরে বৃষ্টির প্রয়োজন ছিল। এতে প্রচারের সুবিধা হবে। কর্মীরাও স্বস্তি পাবেন। এমন সময় চা চক্রের মাঝেই রাস্তায় মুখোমুখি হন দুই প্রার্থী। বিজেপি প্রার্থী অমর নাথ শাখা রাস্তা দিয়ে পেরিয়ে যাওয়ার পথে, চায়ের দোকানে দাঁড়িয়ে থাকা তৃণমূল প্রার্থী সুব্রত দত্ত নমস্কার করে হাত বাড়িয়ে দেন। নমস্কার করেন বিজেপি প্রার্থী অমর নাথ শাখা। হাত মিলিয়ে দুজনের মধ্যে চলে সৌজন্য বিনিময়। দুই প্রার্থীর রাজনৈতিক সৌজন্যতার সাক্ষী থাকেন ওন্দা বাজারের পথ চলতি মানুষ।

১৫ দিন ধরে কালীঘাটের নর্দমা-নালা পরিষ্কার করবেন অমিত শাহ: সায়নী

নিজস্ব প্রতিবেদন, দুর্গাপুর: 'দেশের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলছেন কালীঘাটে পড়ে থাকবেন ১৫ দিন। সেখানে কালীঘাটের সকল বাড়ির নর্দমা এবং চৌবাচ্চা পরিষ্কার করবেন।' দুর্গাপুরের পশ্চিম বিধানসভার দেশবন্ধু নগর মাঠে জনসভায় যোগ দিয়ে দেশের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহকে এই ভাষায় কটাক্ষ করেন রাজ্য যুব তৃণমূলের সভানেত্রী সায়নী ঘোষ। তিনি বলেন, 'ইডি দিয়ে হারাতে পারছেন না, সিবিআই দিয়ে হারাতে পারছেন না, আপনাদের বন্ধু নির্বাচন কমিশনকে দিয়েও হারাতে পাচ্ছেন না। তাই এখন অন্যরকম ফন্দি আঁটছেন। কিন্তু বাংলার মানুষ বাংলার অধিকার ছিনিয়ে নেওয়ার লড়াই করছেন।' পাশাপাশি তিনি বলেন, 'বিজেপির নেতারা যদি বাড়িতে গিয়ে বলে আপনাদের ৩০০০ টাকা অন্নপূর্ণা ভান্ডার দেব। তখন আপনারা বলবেন আগে দেড় হাজার টাকা অগ্রিম দিন। সেই টাকা নিয়ে আপনারা রবিবার বাজারে যাবেন এবং কচি পাঠার মাংস কিনে নিয়ে এসে খেয়ে মনকে শান্তি করে ছেলেমেয়েদের সঙ্গে নিয়ে ভোটকেন্দ্রে গিয়ে জোড়া ফুলে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে ভোট দিয়ে বাড়ি চলে আসবেন।' রবিবার বিকেলের দুর্গাপুর পশ্চিমের তৃণমূল প্রার্থী কবি দত্তের সমর্থনে জনসভা অনুষ্ঠিত হয়। সায়নি ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন দুর্গাপুর পূর্বে তৃণমূল প্রার্থী প্রদীপ মজুমদার, জেলা তৃণমূলের সভানেত্রী অসীমা চক্রবর্তী, রাজ্য সাধারণ সম্পাদক শিবদাসন দাশু, জেলার যুব সভাপতি পার্থ দেওয়াসি-সহ তৃণমূল নেতৃত্বরা। যদিও এই মন্তব্যের পাল্টা জেলা বিজেপি নেতৃত্বের দাবি, 'সমস্ত কটাক্ষের জবাব মানুষ ভোটের দিন দেবেন। আগেরবার শুধু দুর্গাপুর পশ্চিম বিধানসভা দখল করেছিল বিজেপি, এবার পশ্চিমের সঙ্গে পূর্ব-টাও দখল করবে শুধু নয়। জেলায় ৯টি আসনেই বিজেপি জিতবে এবার।'

দুর্গাপুরে আবাস যোজনা নিয়ে রাজনৈতিক তরজা

নিজস্ব প্রতিবেদন, দুর্গাপুর: দুর্গাপুরে আবাস যোজনা নিয়ে উঠল রাজনৈতিক বিতর্ক। বিজেপি করার কারণেই সরকারি বাড়ি পাননি, এমনই বিস্ফোরক অভিযোগ করলেন শোভাপুর গ্রামের এক বিজেপি কর্মী। শোভাপুর এলাকার বাসিন্দা সমীর গোপের দাবি, বহুবার আবেদন করা সত্ত্বেও তিনি আবাস যোজনার সুবিধা পাননি। তাঁর কথায়, রাজনৈতিক পরিচয়ের কারণেই তাঁকে বঞ্চিত করা হয়েছে। কাঁচা ঘর, ছাদে টাঙানো প্লাস্টিক, আর প্লাস্টিক দিয়ে ঘেরা ছোট্ট রান্নাঘর। সর্বত্রই দারিদ্রের স্পষ্ট ছাপ।

দুর্গাপুর পূর্বের বিজেপি প্রার্থী চন্দ্রশেখর বন্দ্যোপাধ্যায় তিনি দাবি করেন, দুর্গাপুরে আগে এমন পরিস্থিতি কখনও ছিল না। তাঁর অভিযোগ, কেন্দ্রীয় সরকারের দেওয়া আবাস যোজনার টাকা থাকা সত্ত্বেও নগর নিগমের তরফে বেছে বেছে নাম বাদ দেওয়া হয়েছে।

অন্যদিকে, সমস্ত অভিযোগ খারিজ করেছেন বিদায়ী মন্ত্রী তথা দুর্গাপুর পূর্বের তৃণমূল প্রার্থী প্রদীপ মজুমদার। তাঁর স্পষ্ট বক্তব্য, রাজনৈতিক পরিচয়ের ভিত্তিতে আবাস যোজনার সুবিধা দেওয়া বা না দেওয়া তাঁদের সরকারের নীতি নয়।

মীনাক্ষির পাঁচ অর্থবর্ষে আয়ের হলফনামায় লেখা হয়েছে 'শূন্য'

নিজস্ব প্রতিবেদন, উত্তরপাড়া: বাবা-মা সিপিএমের সদস্য। তিনিও কলেজ জীবন থেকেই বাম পতাকা কাঁধে তুলে নেন। পশ্চিম বর্ধমানের আসানসোলের কুলটির মেয়ে তিনি। তাঁর মেঠো কথায় উজ্জীবিত হন সিপিএম কর্মী সমর্থকরা। একুশের নির্বাচনে হাইভোল্টেজ নন্দীগ্রাম থেকে প্রার্থী হয়েছিলেন। আর এবার লড়ছেন হুগলির উত্তরপাড়া থেকে। মনোনয়ন জমা দিয়েছেন। সেই মনোনয়নপত্রে নিজের স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তি নিয়ে সিপিএম প্রার্থী মীনাক্ষি মুখোপাধ্যায় তাঁর জমা দেওয়া হলফনামা জানিয়েছেন 'কিছু নেই' অর্থাৎ শূন্য। শনিবার শ্রীরামপুর মহকুমা শাসকের দপ্তরে মনোনয়নপত্র জমা দেন মীনাক্ষী মুখোপাধ্যায়। হলফনামায় নিজের গত পাঁচ অর্থবর্ষে আয়ের জায়গায় 'NIL' লিখেছেন তিনি। অর্থাৎ তাঁর আয় শূন্য বলে জানিয়েছেন।

অস্থাবর সম্পত্তির হিসেব দিতে গিয়ে মীনাক্ষি জানিয়েছেন, তাঁর হাতে নগদ ২ হাজার টাকা রয়েছে। একাধিক ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট রয়েছে তাঁর। সিপিএম এই প্রার্থীর নামে জীবনবিমা রয়েছে। ২০১৪ সালে একটি মোটর বাইক কেনেন তিনি। উত্তরপাড়ার সিপিএম এই প্রার্থীর কোনও গয়না নেই। সবমিলিয়ে তাঁর অস্থাবর সম্পত্তির পরিমাণ ৫ লক্ষ ৭৮ হাজার ৪৫৬ টাকা। নিজের স্থাবর সম্পত্তির হিসেব দিতে গিয়ে মীনাক্ষি জানিয়েছেন, তাঁর নামে কোনও কৃষিজমি নেই। তাঁর নামে কোনও বাড়ি নেই। সবমিলিয়ে নিজের স্থাবর সম্পত্তি শূন্য বলে জানিয়েছেন। আর আয়ের উৎস হিসেবে লিখেছেন সিপিএম থেকে পাওয়া ভাতা। নিজের শিক্ষাগত যোগ্যতা সম্পর্কে তিনি জানিয়েছেন, ২০০৭ সালে বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় থেকে রাষ্ট্রবিজ্ঞানে স্নাতকোত্তর পাশ করেন তিনি। ২০১০ সালে বিএড পাশ করেন।

মত আলাদা হলেও পথ এক, ঈশ্বরের কাছে সমর্পণ দুই প্রার্থীর

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া: 'মত আলাদা হলেও পথ এক' আবার ঈশ্বরের কাছে আবেদনও এক যুযুধান দুই প্রার্থীর। দুয়ারে ভোট, তার আগে নিজেদের মতো করে নির্বাচনী প্রচারে বেরিয়ে আলাদা আলাদা সময়ে স্থানীয় শিরোমণিপুর গ্রামের অন্যতম প্রাচীণ ও ঐতিহ্যমণ্ডিত শীতলা মাতা ও রক্ষাকালী মাতার পুজোতে পৌঁছান কোতুলপুর বিধানসভা কেন্দ্রের তৃণমূল প্রার্থী হরকালী প্রতিহার ও ওই কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী লক্ষ্মীকান্ত মজুমদার। পূজাস্থলে দু'জনে পৌঁছানোর মধ্যে সময়ের ব্যবধান থাকলেও পূজা সামগ্রী দু'জনেই পূজা দেন। কথা বলেন পূজা উদ্যোক্তা থেকে উপস্থিত ভক্তদের সঙ্গেও। তৃণমূল প্রার্থী হরকালী প্রতিহার বলেন, 'সকলের কামনায় মায়ের কাছে পূজা দিলাম। সারা দিন প্রচার শেষে মায়ের দর্শন পেয়ে ভালো লাগছে।' অন্যদিকে, বিজেপি প্রার্থী লক্ষ্মীকান্ত মজুমদারের দাবি, এবার তারাই জিতছেন। সেই সঙ্গে মায়ের কাছে সকলের মঙ্গল কামনার প্রার্থনা তিনি করেছেন বলে জানান।

সম্পত্তিগত অশান্তির জেরে জখম চার

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাগনান: রবিবার সম্পত্তি গত অশান্তির জেরে হাওড়ার বাগনান থানার হারপ গ্রামে একই পরিবারের চার জন জখম হয়। এদের মধ্যে একজন উলুবেড়িয়া মহকুমা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। জানা গেছে এদিন হারপ দিগের পাড়ায় দিগের পরিবারে রাস্তা তৈরি নিয়ে অশান্তি হয়। সেই সময় রাস্তার উপর মদের বোতল ভেঙে দেওয়া হয়। এলাকায় আতঙ্ক তৈরি হয়। স্থানীয় বাসিন্দাদের অভিযোগ ওই এলাকায় দীর্ঘদিন ধরেই মদের রমরমা ব্যবসা চলছে। যে কোনও অশান্তি সঙ্গে মদ জড়িয়ে থাকে। দিগের পরিবারে দু পক্ষের মধ্যে অশান্তির জেরে মোট চারজন জখম হয়। পুলিশ তদন্ত শুরু করেছে।

বেলপাহাড়িতে রঘুনাথ মাহাতোর শহিদ দিবস

নিজস্ব প্রতিবেদন, ঝাড়গ্রাম: রবিবার আদিবাসী কুড়মি সমাজের বেলপাহাড়ি ব্লক কমিটির পক্ষ থেকে শহিদ রঘুনাথ মাহাতোর শহিদ দিবস পালন করা হয়েছে। ব্রিটিশ আমলে ছোটনাগপুর অঞ্চলের আদিবাসীদের জল জঙ্গল ও জমিনের অধিকারের দাবিতে ব্রিটিশ সরকারের বিরুদ্ধে লড়াই করতে উদ্বুদ্ধ করে ছিলেন শহিদ রঘুনাথ মাহাতো। তিনি চেয়েছিলেন দেশের জঙ্গলের ওপর পুরোপুরি অধিকার প্রতিষ্ঠা হবে

বনবাসী মানুষদের। কিন্তু তার সেই স্বপ্ন পূরণ হয়নি।

আজও নির্বিচারে বন, জঙ্গল ধ্বংস করা হচ্ছে। বনভূমি দখল হয়ে যাচ্ছে। তাই তাঁর আদর্শ ও স্বপ্ন ছড়িয়ে দিতে জঙ্গলমহলের প্রতিটি মানুষের প্রতি অনুষ্ঠান থেকে আয়োজক আদিবাসী কুড়মি সমাজের বেলপাহাড়ি ব্লক কমিটি আহ্বান জানান। বন জঙ্গল রক্ষার জন্য জঙ্গলমহলের বাসিন্দাদের সচেতন হওয়ারও পরামর্শ দেওয়া হয়, যাতে সুন্দর প্রাকৃতিক পরিবেশ বজায় রাখার পাশাপাশি সুন্দর সমাজ গড়ে তোলা যায়। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন কুড়মি সমাজের যুব নেতা তুহিন মাহাতো ও ডক্টর শশাঙ্ক মাহাতো।

বাঁকুড়ায় হাতির হানায় মৃত্যু বছরে ২৮ থেকে কমে শূন্যে

নিজস্ব সংবাদদাতা, বাঁকুড়া: বাঁকুড়া জেলা গরম হয়ে উঠেছে আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনকে কেন্দ্র করে। প্রচার ও প্রার্থীদের নমিনেশন নিয়ে চরম ব্যস্ত জেলার সব কটি রাজনৈতিক দলের নেতা, কর্মী ও সমর্থকেরা। জেলা প্রশাসনও চরম ব্যস্ত। বাঁকুড়ার আবহাওয়ার এখন তীব্র গরম। এসব উপেক্ষা করে শুক্রবার সোনামুখি, বেলিয়াতোড় ও জয়পুরে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে মেতে উঠতে দেখা যায় এক ঝাঁক মহিলা শিল্পীকে। দেখা যায়, জেলার জনপ্রিয় পরিবেশবাদী সংস্থা মাই ডিয়ার ট্রিজ এন্ড ওয়াইল্ডসের ব্যবস্থাপনায় ও কেন্দ্রীয় সংস্কৃতি মন্ত্রকের সহযোগিতায় আয়োজিত এনভাইরনমেন্টাল মিউজিক ফেস্টিভ্যালের শিল্পী হিসাবে পরিচিতরা এই অনুষ্ঠানে মেতে উঠেছেন বন্যপ্রাণী ও গ্রামবাসীদের সহবস্থান নিয়ে গানে ও নাটকে। এই শিল্পীদের নেতৃত্বে থাকা সংগীতা বিশ্বাস, ঝরনা গঙ্গোপাধ্যায়, প্রভাতী বিশ্বাস, স্বস্তি চ্যাটার্জি, ভারতী ব্যানার্জি, একতা গঙ্গোপাধ্যায় বলেন, 'বাঁকুড়া উত্তর বনবিভাগের তথ্য অনুসারে হাতির হানায় জেলায় মৃত্যু সংখ্যা ২০২৫-২৬ অর্থবর্ষে শূন্য হয়ে দাঁড়িয়ে। এটাই জেলাবাসীর কাছে বড় সুখবর।' বন দপ্তরের তথ্য অনুসারে গত ২০১৫-১৬ সালে জেলায় হাতির কারণে ২৮ জনের মৃত্যু হয়ে ছিল। এসময় থেকেই পরিস্থিতি সামাল দিতে বন দপ্তর, পুলিশ, পঞ্চায়েত, পরিবেশবাদী সংগঠন ও গ্রামবাসীরা সম্মিলিতভাবে উদ্যোগ নেয়। তাঁরাও হাতি গ্রামবাসী সহবস্থান নিয়ে সচেতনতা প্রসারে নামেন। এই সম্মিলিত প্রয়াসেই ধীরে ধীরে মৃত্যু সংখ্যা কমে শূন্যতে এসে দাঁড়িয়েছে। বন দপ্তরের তথ্য অনুসারে গত ২০১৬-১৭ সালে ৮ জন, ২০১৭-১৮ সালে ৪ জন, ২০১৮-১৯ সালে ৬ জন, ২০১৯-২০ সালে ৫ জন ও ২০২০-২১ সালে ৩ জনের মৃত্যু হয় হাতির হানায়। সংগীতা বিশ্বাস ও ঝরনা গঙ্গোপাধ্যায় জানায়, গত ২০২১ ও ২০২২ সালে বাঁকুড়া উত্তর বন বিভাগে হাতির হানায় মৃত্যুর সংখ্যা একটু বাড়ে। এই দু'বছর যথাক্রমে মৃত্যুর সংখ্যা ছিল ৪ ও ৭ জন। তারপরের তিনবছর মৃত্যু হয়েছে যথাক্রমে ৩, ১ ও ০ জন। তাঁদের বক্তব্য, পরবর্তীতে বহু শিল্পীরা এই উদ্যোগে সামিল হন। নিয়মিত তারা নাটক, নাচ ও গানে বন্যপ্রাণ ও গ্রামবাসীদের সহবস্থানের কথা প্রচার করে চলেছেন। উল্লেখ্য, গত ২০০৭ সাল থেকে বাঁকুড়া উত্তর বন বিভাগে ১০৮ জনের মৃত্যু হয়েছে হাতির হানায়। গত ২০০৭-০৮ সাল থেকে ২০১৪-১৫ সাল পর্যন্ত যথাক্রমে ৩, ২, ৪, ৩, ৩, ৩, ৯ ও ১২ জনের মৃত্যু হয়েছিল হাতির হানায়। এবছর এটাই বাঁকুড়াবাসীদের কাছে স্বস্তির বিষয়। তাই নির্বাচন ও প্রকৃতির উত্তাপ উপেক্ষা করেই আনন্দে গান, নাচ ও নাটকে সাংস্কৃতিক উৎসব পালন করছেন বলে জানানমাই ডিয়ার ট্রিজ এন্ড ওয়াইল্ডসের ব্যবস্থাপনায় ও কেন্দ্রীয় সংস্কৃতি মন্ত্রকের সহযোগিতায় আয়োজিত এনভাইরনমেন্টাল মিউজিক ফেস্টিভ্যালের শিল্পীরা।

চিত্তরঞ্জন লোকোমোটিভ ওয়ার্কস্
সংশোধনী
টেন্ডার নং.ঃ ৭০/২৬/০০৩১, তারিখঃ ৩০.০৩.২০২৬। ''আরডিএসও স্পেসিফিকেশন নং.ঃ আরডিএসও/এসপিএন/১৯৬/২০২০, ভার ৪.০ অথবা সাম্প্রতিকতম অনুযায়ী ইএফ১২কে, ডব্লুএজি-৯এইচসি/ডব্লুএপি-৭/ডব্লুএপি-৫, এমইএলপিএল ডব্লুএজি-১২ ও সিমেন্স ডি-৯ লোকোমোটিভের জন্য অনবোর্ড কবচ লোকো ইক্যুইপমেন্টের সরবরাহ, স্থাপন, পরীক্ষণ এবং চালুকরণ'' প্রাপ্যতার জন্য **টি/কেস নং. ৭০/২৬/০০৩১**-এর পরিপ্রেক্ষিতে নিম্নলিখিত সংশোধনী প্রস্তুত করা হয়েছে অর্থাৎ আইটেমের বিবরণের পরিবর্তন করা হয়েছে। **বিবরণঃ** গ্রুপ২-এর অধীনে আইটেমের বিবরণ (ক্রমিক নং.২), এনআইটি-র আইটেম বিবরণ (পিএল নং. ২৯৬১৪১৮১)। **থেকে (বর্তমান)ঃ** আরডিএসও স্পেসি. নং. আরডিএসও/এসপিএন/১৯৬/২০২০, ভার-৪.০ অথবা সাম্প্রতিকতম অনুযায়ী ইএফ১২কে লোকোমোটিভের জন্য অনবোর্ড কবচ লোকো ইক্যুইপমেন্টের সরবরাহ, স্থাপন, পরীক্ষণ এবং চালুকরণ। সরবরাহের পরিধির অন্তর্ভুক্তঃ লোকো কবচ সিস্টেমের সাথে সম্পূর্ণ ওয়্যারিং, হার্নেসিং, কেবলিং এবং কানেকশন। জোনাল রেলওয়ে প্রয়োজন অনুযায়ী এসআইএম-এর ব্যবস্থা করবে। **পড়তে হবেঃ** সিওই/আইআরআইএসইটি অ্যান্ড আরডিএসও কর্তৃক অনুমোদিত স্কীম অনুযায়ী ইএফ-১২কে লোকোমোটিভের জন্য আরডিএসও স্পেসি. নং. আরডিএসও/এসপিএন/১৯৬/২০২০, ভার ৪.০. অথবা সাম্প্রতিকতম অনুযায়ী অনবোর্ড কবচ লোকো ইক্যুইপমেন্টের সরবরাহ, স্থাপন, পরীক্ষণ এবং চালুকরণ। সরবরাহের পরিধির অন্তর্ভুক্তঃ লোকো কবচ সিস্টেমের সাথে সম্পূর্ণ ওয়্যারিং, হার্নেসিং, কেবলিং এবং কানেকশন। ওয়্যারান্টি সময়সীমা সম্পূর্ণ করার সার্টিফিকেট ইস্যুর তারিখ থেকে (অ্যানেক্সার-I, প্যারা-৫ এবং ৬-তে নির্ধারিত অনুযায়ী) ৪ (চার) বছর। বার্ষিক রক্ষণাবেক্ষণ অ্যানেক্সার-I অনুযায়ী ১১ (এগারো) বছরের জন্য হবে। জোনাল রেলওয়ে প্রয়োজন অনুযায়ী এসআইএম-এর ব্যবস্থা করবে।
PR3/323 এএমএম/এইচকিউ-II/সিএলডব্লু/চিত্তরঞ্জন
আমাদের লাইক করুন: www.facebook.com/clwrailways

ফর্ম নং. ইউআরসি-২
আইনের XXI অধ্যায়ের ১ম অংশের অধীনে নিবন্ধন সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি প্রদানকারী বিজ্ঞাপন
[কোম্পানিজ (অথরাইজড টু রেজিস্টার) রুলস, ২০১৪ এর রুল ৪(১) এবং কোম্পানিজ এক্ট, ২০১৩ এর সেকশন ৩৭৪(বি) এর অধীন অনুসারে]
১. এতদ্বারা জানানো যাচ্ছে যে, কোম্পানি আইন, ২০১৩-এর ধারা ৩৬৬-এর উপধারা (২) অনুসারে, এতদ্বারা পনেরো দিনের মধ্যে কিন্তু অতঃপর ত্রিশ দিনের মেয়াদ শেষ হওয়ার পূর্বে রেজিস্ট্রার, সেন্ট্রাল রেজিস্ট্রেশন সেন্টার (সিআরসি), ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ কর্পোরেট অ্যাফেয়ার্স (আইআইসিএ), প্লট নং ৬,৭,৮, সেক্টর ৫, আইএমটি মানেসার, জেলা গুরগাঁও (হরিয়ানা), পিন কোড-১২২০৫০-এর কাছে একটি আবেদন করার প্রস্তাব করা হচ্ছে, যাতে জাস্টরেকন এলএলপি, একটি সীমিত দায়বদ্ধ অংশীদারী প্রতিষ্ঠান, কোম্পানি আইন ২০১৩-এর একবিংশ অধ্যায়ের প্রথম অংশের অধীনে শেয়ার দ্বারা সীমিত একটি কোম্পানি হিসাবে নিবন্ধিত হতে পারে।
২. কোম্পানির প্রধান উদ্দেশ্যসমূহ নিম্নরূপ :
- আইনি উপায়ে যেকোনো ধরনের বিরোধ নিষ্পত্তি।
- আইনি উপায়ে আর্থিক আদায়।
- আইনি পরামর্শমূলক সেবা প্রদান করা।
- হিসাব, অর্থায়ন, বিনিয়োগ খাতে বিরোধ নিষ্পত্তি।
- অন্যান্য ব্যবস্থাপকীয় সেবা।
- আইনি প্রকৃতির অন্য যেকোনো সেবা।
৩. প্রস্তাবিত কোম্পানির খসড়া স্মারকলিপি এবং সংঘবিধির একটি অনুলিপি এসটি-২০, ৯ম তল, ডেলটা টাওয়ার, জে-১/৮ ইপি ব্লক, সেক্টর ৫, বিধাননগর, সল্টলেক, কলকাতা - ৭০০০৯১ এই ঠিকানায় অবস্থিত অফিসে এসে পরিদর্শন করা যেতে পারে।
৪. এতদ্বারা জানানো যাচ্ছে যে, এই আবেদনের বিষয়ে কোনো ব্যক্তি আপত্তি জানালে, তিনি এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখ থেকে একুশ দিনের মধ্যে সেন্ট্রাল রেজিস্ট্রেশন সেন্টার (সিআরসি), ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ কর্পোরেট অ্যাফেয়ার্স (আইআইসিএ), প্লট নং ৬, ৭, ৮, সেক্টর ৫, আইএমটি মানেসার, জেলা গুরগাঁও (হরিয়ানা), পিন কোড - ১২২০৫০-এ অবস্থিত রেজিস্ট্রারের কাছে লিখিতভাবে তাঁর আপত্তি জানাতে পারবেন এবং এর একটি অনুলিপি কোম্পানির নিবন্ধিত কার্যালয়েও পাঠাতে পারবেন।
তারিখ ৩ এপ্রিল ২০২৬
স্থান : কলকাতা **জাস্টরেকন এলএলপি** এর পক্ষে
স্বা/-
নবনীতা চক্রবর্তী
(ডিপিআইএন : ০৯১০০৭৫৫)
স্বা/-
অমরনাথ পাণ্ডা
(ডিপিআইএন : ০৯১০০৭৫৬)

SBI
এসবিআই আরএসিপিসি ব্যারাকপুর (৬৪০৭৬)
৬৬, ব্যারাক রোড, পো - ব্যারাকপুর, জেলা - ২৪ পরগনা (উত্তর), কলকাতা - ৭০০১২০
ই-মেইল আইডি : sbi.64076@sbi.co.in
ই-নিলাম বিজ্ঞপ্তি
অনুমোদিত কর্মকর্তার বিবরণ : নাম : শ্রী চন্দন কুমার ভট্টাচার্য, মোবাইল নং ৯৪৭৪৩৪০৯৪৭, ই-মেইল-sbi.64076@sbi.co.in
বাজেয়াপ্ত ও বিক্রয়যোগ্য যানবাহনের জন্য স্ট্যান্ডার্ড অপারেটিং প্রক্রিয়া (পরিশিষ্ট - ১) অনুযায়ী যানবাহন বিক্রয়ের বিজ্ঞপ্তি
ই-নিলামের তারিখ ও সময় : ২৪.০৪.২০২৬
সকাল ১১.০০টা থেকে দুপুর ৩টে পর্যন্ত, প্রতিটি বিডের জন্য ১০ মিনিটের সীমাহীন বর্ধিত সময় সহ।
প্রাক-দরপত্র ইএমডি প্রদানের শেষ তারিখ : ''আগ্রহী দরদাতাগণ ২২.০৪.২০২৬ তারিখ বা তার পূর্বে প্রাক-দরপত্র ইএমডি জমা দিতে পারবেন। ব্যাংক অ্যাকাউন্টে অর্থপ্রদান প্রাপ্তি এবং ই-নিলাম ওয়েবসাইটে উক্ত তথ্য হালনাগাদ করার পরেই দরদাতার অ্যাকাউন্টে প্রাক-দরপত্র ইএমডি জমা করা হবে। ব্যাংকিং প্রক্রিয়া অনুযায়ী এতে কিছুটা সময় লাগতে পারে, তাই দরদাতাদের নিজেদের স্বার্থেই শেষ মুহূর্তের কোনো সমস্যা এড়াতে যথেষ্ট সময় আগে প্রাক-দরপত্র ইএমডি জমা দেওয়ার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।''
এতদ্বারা সর্বসাধারণকে এবং বিশেষভাবে ঋণগ্রহীতা(গণ) ও জামিনদার(গণ)-কে জানানো যাচ্ছে যে, সুরক্ষিত ঋণদাতার কাছে বন্ধক / মর্টগেজ / চার্জকৃত নিম্নোক্ত অস্থাবর সম্পত্তি, যার ভৌত দখল সুরক্ষিত ঋণদাতা, স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার অনুমোদিত কর্মকর্তা কর্তৃক গ্রহণ করা হয়েছে, তা ঋণগ্রহীতাদের কাছ থেকে সুরক্ষিত ঋণদাতার প্রাপ্য সুরক্ষিত সম্পদ বিক্রয়ের জন্য বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখ পর্যন্ত আদায়কৃত অর্থ (যদি থাকে) বাদ দিয়ে, বকেয়া অর্থ, তার উপর সুদ এবং অন্যান্য খরচ ও ব্যয় ইত্যাদি আদায়ের উদ্দেশ্যে ২৪.০৪.২০২৬ তারিখে **''যেখানে যেমন আছে'', ''যেখানে যা আছে'' এবং ''যেমন অবস্থায় আছে''** ভিত্তিতে বিক্রয় করা হবে।

ক্রম নং	জ্ঞাত দায়বদ্ধতা সহ অস্থাবর সম্পত্তির সংক্ষিপ্ত বিবরণ, যদি থাকে	পরিদর্শনের তারিখ এবং সময়	সংরক্ষিত মূল্য	বায়না জমা/সংরক্ষিত মূল্যের ১০ শতাংশ ডাক বৃদ্ধির পরিমাণ
১.	মেক এবং মডেল : **Renault India Pvt. Ltd. KWID RXT 1.0, SCE OPTION**, রেজি. নং : ডব্লুবি১২এওয়াই০৮৮৭, রেজি. তারিখ : ১৫.০৪.২০১৯, ইঞ্জিন নং : বি৪ডিএ৪০৪ই১৬৫২০০, চেসিস নং : এমইইবিবিএ০০৭কে১৬৪৪৩১২। মালিকের নাম : শ্রী অয়ন চক্রবর্তী	১০.০৪.২০২৬ সকাল ১১ টা থেকে বিকেল ৩ টা পর্যন্ত।	১,৪৬,০০০ টাকা জিএসটি সহ	ইএমডি ১৪,৬০০ টাকা, ডাক বর্ধিতকরণ পরিমাণ : ২০০০ টাকা
২.	মেক এবং মডেল : **Maruti Suzuki India Ltd., BALENO ALPHA**, রেজি. নং : ডব্লুবি০৮পি০৯৩৩, রেজি. তারিখ : ১০.০২.২০২৩, ইঞ্জিন নং : কে১২এনপি৪১৯৬০৭৫, চেসিস নং : এমবিএইচএইচডব্লুবি১৩এসপিএ৩৬৪৩৪৩। মালিকের নাম : শ্রী ঋতম গুপ্ত	১০.০৪.২০২৬ সকাল ১১ টা থেকে বিকেল ৩ টা পর্যন্ত	৫,৫৬,০০০ টাকা জিএসটি সহ	ইএমডি ৫৫,৬০০ টাকা, ডাক বর্ধিতকরণ পরিমাণ : ২০০০ টাকা
৩.	মেক এবং মডেল : **Tata Motors, Indigo ECS LX CR4**, রেজি. নং : ডব্লুবি২৫জি০১৯১, রেজি. তারিখ : ১৮.০২.২০১৬, ইঞ্জিন নং : ১৪সিআরএআইএল০৮এনইউওয়াইডব্লু০৮০২৮, চেসিস নং : এমএটি০১৪৬৯এফপিএন৩৯৩২৮। মালিকের নাম : শ্রীমতি সায়নাজ খাতুন	১০.০৪.২০২৬ সকাল ১১ টা থেকে বিকেল ৩ টা পর্যন্ত।	৭৫,০০০ টাকা জিএসটি সহ	ইএমডি ৭,৫০০ টাকা, ডাক বর্ধিতকরণ পরিমাণ : ১০০০ টাকা

বিক্রয়ের বিস্তারিত নিয়ম ও শর্তাবলীর জন্য, অনুগ্রহ করে সুরক্ষিত ঋণদাতা স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার ওয়েবসাইট www.sbi.co.in এবং ই-নিলাম প্রক্রিয়া পরিচালনার জন্য, অনুগ্রহ করে https://www.baanknet.com এই লিঙ্কটি দেখুন।
তারিখ : ০৬.০৪.২০২৬ স্থান : ব্যারাকপুর — অনুমোদিত অফিসার, স্টেট ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া

SBI
এসবিআই, এইচএলসি বারুইপুর (৬৪২০২)
সাইট্রাস কোভ, ৩য় তল, কামালগাছি মোড়, দক্ষিণ ২৪ পরগনা
কলকাতা - ৭০০১০৩, ইমেল : sbi.64202@sbi.co.in
২০০২ সালের সারফেসি আইনের ১৩(২) ধারা অধীনে নোটিশ
এতদ্বারা নিম্নোক্ত ঋণগ্রহীতার অবগতির জন্য বিজ্ঞাপিত হচ্ছে ব্যাঙ্ক থেকে গৃহীত ঋণ সুবিধার মূল এবং সুদ আদায়দানে ব্যর্থ হওয়ায় তাঁর ঋণ অ্যাকাউন্ট নন পারফর্মিং অ্যাসেটস (এনপিএ) শ্রেণিভুক্ত হয়েছে। উক্ত নোটিশ ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস এন্ড এনফোর্সমেন্ট অব সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩(২) ধারা অধীনে ইস্যু করা হয়েছে এবং সর্বশেষ জ্ঞাত ঠিকানায় প্রেরণ করা হয়েছিল, কিন্তু তা অবণ্টিত অবস্থায় ফিরে এসেছে ফলে এই নোটিশ মারফত অবগত করা হচ্ছে।

ক্রম নং	ঋণগ্রহীতার নাম এবং ঠিকানা শাখার নাম এবং এ/সি নং	স্বত্ব দলিল দ্বারা বন্ধকদত্ত সম্পত্তির বিবরণ	নোটিশের তারিখ এবং এনপিএ তারিখ	বকেয়া পরিমাণ
১	**শ্রী মৃন্ময় ঢোল,** পিতা উত্তম ঢোল, ঢোল পাড়া, গ্রাম এবং পো : মুচিশা, থানা : নোদাখালি, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পিন - ৭৪৩৩৭৭। **এইচবিএল লোন এ/সি নং : ৪২৬৮৭০৪৩০০৮, সুরক্ষা লোন এ/সি নং : ৪২৭১৫২৫৫০৮২। শাখা : এসবিআই রাজপুর শাখা**	দলিল নং : রেজিস্ট্রিকৃত বুক নং ১, ভলুম নং ১৬১৩-২০২৩, পৃষ্ঠা ৮৮৫২১ থেকে ৮৮৫৪২, দলিল নং ১৬১৩০৪২০৩ -২০২৩ সালের। সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমির পরিমাপ **৪.৭৮ শতক** কমবেশি তদস্থিত ভবন অবস্থিত মৌজা- মামুদপুর, জেএল নং ৩৩, তৌজি নং ৩৯৫, পরগনা - আজিমাবাদ, আরএস খতিয়ান নং ১৯৫, এলআর খতিয়ান নং ১২৯৬, হাল এলআর খতিয়ান নং ২৪৬২, আরএস দাগ নং ১৯২, ১৯৩, ১৯৪, এলআর দাগ নং ১৯৭, ১৯৮ এবং ১৯৯, থানা বিষ্ণুপুর, মৌখালি গ্রাম পঞ্চায়েত অধীন, জেলা -দক্ষিণ ২৪ পরগনা। **চৌহদ্দি : উত্তরে** শ্রী অসিত কুমার জাসু এর অবশিষ্ট জমি। **দক্ষিণে :** ২ ফুট সাধারণ নিকাশি এবং আরএস দাগ নং ১৮৬। **পূর্বে :** ১০ ফুট চওড়া কাঁচা সাধারণ চলার পথ। **পশ্চিমে :** পঞ্চানন্দ শী।	১৩(২) ধারা অধীনে নোটিশের তারিখ ১৩.০৩.২০২৬ এবং এনপিএ তারিখ ০৮.০৩.২০২৬	**এইচবিএল লোন এ/সি নং ৪২৬৮৭০৪৩০০৮ সুরক্ষা লোন এ/সি নং ৪২৭১৫২৫৫০৮২ ৩০,৯২,১৫৯ টাকা** (তিরিশ লাখ বিরানব্বই হাজার একই উনষাট টাকা) ০৮.০৩.২০২৬ অনুযায়ী। আপনারা চুক্তি মোতাবেক হারে উক্ত পরিমাণের জন্য সুদ, তাৎক্ষণিক ব্যয়, মূল্য, চার্জ ইত্যাদি দিতে দায়বদ্ধ।

নোটিশের বিকল্প পরিষেবা হিসেবে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। উক্ত ঋণগ্রহীতা সংশ্লিষ্ট বকেয়া পরিমাণ নোটিশ পাওয়ার তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে আদায়দানের জন্য নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে, ব্যর্থ হলে সংশ্লিষ্ট ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অব ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অব সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৪) অধীনে এই নোটিশের ৬০ দিনের পরবর্তীতে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।
ঋণগ্রহীতার অবগতির জন্য জানানো হচ্ছে যে উক্ত আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৮) সংস্থান অধীনে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বকেয়া পরিমাণ আদায় দিয়ে জামিনদত্ত সম্পত্তি উদ্ধার করতে পারেন।
তারিখ : ০৬.০৪.২০২৬
স্থান - এইচএলসি বারুইপুর
অনুমোদিত অফিসার
স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

আইন-শৃঙ্খলা বিঘ্নিত হওয়ার অভিযোগে শো-কজ মালদার অতিরিক্ত জেলাশাসক

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: এসআইআর ইস্যুতে মালদার একাধিক এলাকায় আইন-শৃঙ্খলা বিঘ্নিত হওয়ার পর পরিস্থিতি স্বাভাবিক না রাখতে পারার অভিযোগে মালদার অতিরিক্ত জেলাশাসক (জেলা পরিষদ) শেখ আনসার আহমেদকে শো-কজ করলেন জেলাশাসক রাজনবীর সিং কাপুর। ইতিমধ্যে শো-কজের এই চিঠি অতিরিক্ত জেলাশাসককে পাঠানো হয়েছে।

উল্লেখ্য, গত ১ এপ্রিল মোথাবাড়ি-সহ সুজাপুর, ইংরেজবাজারের যদুপুর এবং আরো কয়েকটি এলাকায় জাতীয় ও রাজ্য সড়ক অবরোধ ও বিশৃঙ্খলা তৈরি করা হয়। এসআইআর ইস্যু নিয়ে ভোটার তালিকায় নাম বাদ যাওয়ার অভিযোগ তুলে হাজার হাজার মানুষ রাস্তায় নেমে বিক্ষোভ ও আন্দোলন করেন। একইভাবে ১ এপ্রিল মোথাবাড়ির বিধানসভা কেন্দ্রের কালিয়াচক ২ ব্লকে সাতজন বিচারককে ছয় ঘণ্টারও বেশি আটকে থেকে চরম হেনস্থার মুখে পড়তে হয়। এই পরিপ্রেক্ষিতে মালদা জেলাতে পথ অবরোধ-সহ আইন শৃঙ্খলার যে পরিস্থিতি গত ১ এপ্রিল থেকে সৃষ্টি হয়েছিল, সেই পরিস্থিতি সঠিকভাবে মোকাবিলা করতে ও কর্তব্যপালন করতে না পাড়ার কারণে মালদার অতিরিক্ত জেলাশাসক (জেলা পরিষদ) শেখ আনসার আহমেদকে শো-কজ করলেন মালদার জেলাশাসক রাজনভীর সিং কাপুর।

এদিকে রবিবার ছুটির দিনেও মোথাবাড়ির সেই বিডিও অফিস সংলগ্ন রাস্তার ধারে মাছ ও মুরগির দোকান বসতে দেখা যায়নি। অন্যান্য দোকান তো এমনিতেই রবিবার বন্ধ থাকে। কিন্তু খুচরো বাজার খোলেননি অনেকেই। সকলেই আশঙ্কা করছেন দোকান খুললেই হয়তো এনআইএ কর্তাদের জেরার মুখে পড়তে হতে পারে। এদিকে রবিবার তৃতীয় দিনেও এনআইএ'র তদন্তকারী অফিসারেরা কালিয়াচক ২ ব্লক অফিসে গিয়ে দফায় দফায় তদন্ত চালিয়েছেন। এনআইএ সূত্রে খবর, আজই তারা কলকাতায় ফিরে যাবেন। কারণ, সোমবার প্রাথমিক রিপোর্ট জমা করার কথা রয়েছে। ইতিমধ্যে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার একটি টিম আক্রান্ত এক বিচারকের বাড়ি বালিগঞ্জেও গিয়েছেন। সেখানে আক্রান্ত বিচারকের সাথে কথা বলা হচ্ছে। ঘটনার আগে এবং পরে কি হয়েছিল? কত লোকের জমায়েত ছিল? পাইলটে করে যখন তাদের নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল তখন রাস্তায় তাদের কোনও কোনও জায়গায় আটকানো হয়েছিল। পুলিশ কেন্দ্রীয় বাহিনী এবং জেলা প্রশাসনকে জানানো হয়েছিল কখন সমস্ত কিছু পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে কথা বলে জানার চেষ্টা করছেন কেন্দ্রীয় তদন্তকারী এজেন্সির আধিকারিকেরা। অন্যদিকে কালিয়াচক ২ ব্লকে এদিন সকালেই ডেকে পাঠানো হয় মালদা জেলার অতিরিক্ত জেলাশাসক উন্নয়ন অনিন্দ সরকারকে। প্রশাসনের কাছ থেকে পুঙ্খানুপুঙ্খ তদন্ত সংগ্রহের কারণেই অতিরিক্ত জেলাশাসকের তলব বলে জানা গিয়েছে। শুধু তাই নয় কালিয়াচকের লোকাল কয়েকটি সংবাদ মাধ্যমের সঙ্গে যুক্ত কর্মীদেরও ইতিমধ্যে এনআইএ'র কর্তারা জিজ্ঞাসাবাদ করেছেন। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, এখনও পর্যন্ত কেন্দ্রীয় তদন্তকারী এজেন্সির কর্তারা মোথাবাড়িকাণ্ডে প্রায় ১৫০ জনের বেশি মানুষকে ডেকে পাঠিয়ে দফায় দফায় জিজ্ঞাসাবাদ করেছেন।

ফের গেরুয়া শিবিরে ভাঙন! বারাসাতের বিজেপি প্রাক্তন জেলা সভাপতির দলত্যাগ

নিজস্ব প্রতিবেদন, বারাসাত: যতই বিধানসভার ভোট এগিয়ে আসছে ততই ভাঙন হচ্ছে বিজেপির। এবার দলত্যাগ করলেন বারাসাতের বিজেপি প্রাক্তন জেলা সভাপতি তাপস মিত্র। বর্তমানে তিনি রাজ্য কমিটিতে ছিলেন। এদিন দলের শীর্ষ নেতৃত্ব তথা রাজ্য সভাপতি শ্রমিক ভট্টাচার্যের উপর ক্ষোভ দেখিয়ে দল ত্যাগ করলেন। এখনই কোন দলে যোগ দেওয়ার কথা না জানিয়ে তিনি বলেন, 'আপতত মানুষের জন্য কাজ করবো, পরবর্তীতে ভেবে দেখব।' তাঁর দাবি, 'দল যেভাবে চলছে তাতে অনেকেই খাপখাইয়ে নিতে পারছেন না। এখানে সাধারণ কার্যকর্তাদের কোন মূল্য নেই। দল যেভাবে পরিচালনা হচ্ছে তাতে অন্যদল থেকে বিজেপিতে জয়েন করা মানুষই দলে গুরুত্ব পাচ্ছেন। তাঁরা সবধরণের সুবিধা পাচ্ছে।' দুর্নীতিতে ভরে গেছে বলে তিনি দাবি করেন। তবে বিজেপির অন্দরের খবর পদ্মশিবির যাকে বারাসাতের প্রার্থী করেছেন, সেই শঙ্কর চ্যাটার্জিকে দলের একটা অংশ পছন্দ করছে না। তাঁরা চেয়েছিল তাপস মিত্রকে দল প্রার্থী করবে। কিন্তু তাঁকে প্রার্থী না করায় দলের অন্দরে ক্ষোভ বাড়ায় এদিন তাপস মিত্র দল ছাড়লেন। তাপস মিত্রর মতো দলের পুরনো কর্মী বিজেপি ছাড়ায় বারাসাত বিধানসভায় বিজেপি অনেক দুর্বল হয়ে পড়লো বলেই দাবি গেরুয়া শিবিরের। সেক্ষেত্রে তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী সব্যসাচী দত্তের জয় আরও সুনিশ্চিত হল।

দলের একাংশের মতে শঙ্কর চ্যাটার্জি থেকে অনেক ভালো ভাবমূর্তি তাপস মিত্রের। তিনি দীর্ঘদিন বাম ও তৃণমূলের বিরুদ্ধে লড়াই করে বারাসাতে বিজেপি দলকে এগিয়ে নিয়ে গেছেন। শঙ্কর বাবু এর আগেও বারাসাতে দাঁড়িয়ে হেরে গেছিলেন। এবং সেই হারের বিষয়েও উপঢৌকন নেওয়ার অভিযোগ থাকায় দলের অন্দরে নানান ক্ষোভ বিক্ষোভ ছিল। এবার প্রার্থী বদলের আশা করেছিল বিজেপি। কিন্তু তা না হাওয়াতে অবশেষে একরাশ ক্ষোভ নিয়ে দল ছাড়লেন তাপস মিত্র।

আত্মীয়তার উষ্ণতায় ভাসলেন হেমন্ত বাগ

নিজস্ব প্রতিবেদন, আরামবাগ: সকাল থেকেই আকাশ ছিল মেঘলা, ঝিরঝিরে বৃষ্টিতে ভিজ ছিল আরামবাগ। টানা গরমের পর এই বৃষ্টি যেমন স্বস্তি এনে দিয়েছে সাধারণ মানুষের জীবনে, তেমনই থামাতে পারেনি ভোটের উত্তাপও। বৃষ্টিকে উপেক্ষা করেই জোরকদমে প্রচারে নামলেন আরামবাগ বিধানসভার বিজেপি প্রার্থী হেমন্ত বাগ। তাঁর সঙ্গে পা মিলিয়েছিলেন কয়েক হাজার কর্মী-সমর্থক। রবিবার সকালে বৃষ্টিভেজা আবহেই মাধবপুর অঞ্চলের একাধিক গ্রামে প্রচার সারেন তিনি। বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ বিষয়, এই এলাকা তাঁর মামাবাড়ির অঞ্চল হওয়ায় আবেগও ছিল তুঙ্গে। পান্ডুগ্রাম, জয়সিংচক, হামিরবার্টি এবং মাধবপুর, এই সব গ্রামে প্রচারে গিয়ে একেবারে আত্মীয়ের মতোই অভ্যর্থনা পান হেমন্তবাবু।স্থানীয় বাসিন্দারা তাঁকে পরিবারের সদস্য হিসেবেই গ্রহণ করেন। কোথাও মিষ্টি মুখ করানো, কোথাও ডাবের জল খাইয়ে আপ্যায়ন, সব মিলিয়ে তৈরি হয় এক আন্তরিক পরিবেশ। বৃষ্টিকে উপেক্ষা করে রাস্তায় নেমে সাধারণ মানুষের এই উচ্ছ্বাস যেন আলাদা মাত্রা দেয় প্রচারে। প্রচারের ফাঁকে হেমন্ত বাগ বলেন, 'এই মাটি আমার নিজের, এই মানুষগুলো আমার আত্মীয়। আজকে যে ভালোবাসা আমি পেলাম, তা ভাষায় প্রকাশ করা সম্ভব নয়। বৃষ্টি আমাদের আটকাতে পারেনি, মানুষের এই সমর্থনই আমার সবচেয়ে বড় শক্তি। আমি নির্বাচিত হলে এই এলাকার উন্নয়নের জন্য সর্বশক্তি দিয়ে কাজ করব।' মাধবপুরের এক প্রবীণ বাসিন্দা শ্যামল মণ্ডল বলেন, 'হেমন্ত আমাদেরই ছেলে। ওকে আমরা ছোটবেলা থেকে চিনি। আজকে ও প্রার্থী হয়েছে, তাই আমরা সবাই মিলে ওর পাশে দাঁড়িয়েছি। বৃষ্টি থাকলেও আমরা ঘরে বসে থাকতে পারিনি।' অন্যদিকে পান্ডুগ্রামের এক গৃহবধূ বলেন, 'ও আমাদের আত্মীয়ের মতো। ভোটের সময়েই শুধু নয়, আগেও বহুবার এলাকায় এসেছে। আজকে বৃষ্টির মধ্যেও ওর সঙ্গে এত মানুষ দেখে ভালো লাগছে। আমরা চাই ও জিতুক।' জয়সিংচকের যুবক সঞ্জয়বাবু বলেন, 'আজকের জনসমাগমই প্রমাণ করছে মানুষ পরিবর্তন চায়। আবহাওয়া খারাপ হলেও এত মানুষ বেরিয়েছে, এটা খুব বড় বিষয়। হেমন্তবাবুর প্রতি মানুষের ভরসা রয়েছে।' সব মিলিয়ে, প্রতিকূল আবহাওয়ার মধ্যেও আরামবাগের মাধবপুর অঞ্চলে হেমন্ত বাগের প্রচারে যে জনজোয়ার দেখা গেল, তা আসন্ন নির্বাচনে রাজনৈতিক সমীকরণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিতেই পারে বলে মনে করছেন রাজনৈতিক মহল।

আজ পূর্বস্থলী দক্ষিণে মমতার মেগা জনসভা

নিজস্ব প্রতিবেদন, পূর্ব বর্ধমান: সোমবার পূর্ব বর্ধমান জেলার পূর্বস্থলী দক্ষিণ বিধানসভা কেন্দ্রে বড় রাজনৈতিক সমাবেশকে ঘিরে জোর প্রস্তুতি। তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী স্বপন দেবনাথ-এর সমর্থনে এক নম্বর ব্লকের নিমতলা ফুটবল ময়দানে জনসভা করতে আসছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। রবিবার সকাল থেকেই সভাস্থলে পৌঁছে প্রস্তুতির কাজ খতিয়ে দেখেন স্বপন দেবনাথ। মাঠ ঘুরে দেখেন প্যান্ডেল, মঞ্চ ও অন্যান্য পরিকাঠামোর কাজ। স্বপন দেবনাথ জানান, 'প্রায় ৯০ শতাংশ কাজ সম্পন্ন হয়েছে। হেলিপ্যাডের কাজ শেষ। প্যান্ডেল তৈরির কাজও শেষ পর্যায়ে।' দুর্যোগেও সভা হবে? আবহাওয়া নিয়ে আশঙ্কা থাকলেও, সভা বাতিলের প্রশ্নই নেই বলে স্পষ্ট জানিয়েছেন তিনি। তাঁর কথায়, 'নেত্রী আন্দোলন করে ক্ষমতায় এসেছেন। তিনি আসবেন বলেছেন, তাই সভা হবেই। দুর্যোগ আমাদের কাছে বড় বিষয় নয়, আবেগটাই বড়।' সভা ঘিরে কর্মী-সমর্থকদের মধ্যে ব্যাপক উৎসাহ দেখা যাচ্ছে। শেষ মুহূর্তে প্রস্তুতিতে ব্যস্ত সকলেই। রাজনৈতিক মহলের নজর এখন পূর্বস্থলী দক্ষিণের এই জনসভার দিকেই।

৯ এপ্রিল হাড়োয়ায় সভা করবেন মমতা

নিজস্ব প্রতিবেদন, হাড়োয়া: আগামী ৯ এপ্রিল হাড়োয়ার সার্কাস ময়দানে আসবেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তৃণমূল সূত্রে জানা গেছে, উত্তর ২৪ পরগনা জেলার বসিরহাট মহকুমার বসিরহাট সাংগঠনিক জেলার অধীনস্থ হাড়োয়া এবং মিনাখাঁ দুই প্রার্থী অর্থাৎ ঊষা রানি মণ্ডল এবং মুফতি আব্দুল মাতিন সাহেবের সমর্থনে তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের জনসভা অনুষ্ঠিত হতে চলেছে হাড়োয়া ব্রিজ সংলগ্ন হাড়োয়া সার্কাস ময়দানের পাশেই তৈরি হবে হেলিপ্যাড। সেখানেই অবতরণ করবেন তৃণমূল নেত্রীর হেলিকপ্টার। তারপর সেখান থেকে এক মিনিট পায়ে হেঁটে মূল মঞ্চে প্রবেশ করবেন। আগামী ৯ এপ্রিল মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় কর্মীদের উদ্দেশ্যে কি বার্তা দেন সেদিকেই তাকিয়ে হাড়োয়া ও মিনাখাঁবাসী। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আসার আগেই গোটা ব্যবস্থাপনা খতিয়ে দেখতে সভা মাঠ পরিদর্শন করলেন, বসিরহাট সাংগঠনিক জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি বুরহানুল মুকাদ্দিম এছাড়াও ছিলেন হাড়োয়া বিধানসভা কেন্দ্রের প্রার্থী মুফতি আব্দুল মাতিন, মিনাখাঁ বিধানসভা কেন্দ্রের প্রার্থী ঊসাধারানি মণ্ডল এবং মৃত্যুঞ্জয় মণ্ডল, সাইফুদ্দিন মোল্লা, তাজউদ্দিন মোল্লা, আব্দুল খালেক মোল্লা শফিক, আহমেদ ফরিদ জমাদার-সহ তৃণমূলের একাধিক নেতা নেতৃত্ব।

বালুরঘাট কলেজ পরিদর্শনে নির্বাচন পর্যবেক্ষকরা

নিজস্ব প্রতিবেদন, বালুরঘাট: আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনকে উৎসবের মেজাজে এবং সুশৃঙ্খলভাবে সম্পন্ন করতে কোমর বেঁধে নেমেছে জেলা প্রশাসন। নির্বাচনের প্রস্তুতি খতিয়ে দেখতে রবিবার দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার ৩৯ বালুরঘাট বিধানসভা কেন্দ্রের জন্য নিযুক্ত সাধারণ পর্যবেক্ষক রিতেশ চৌহান এবং পুলিশ পর্যবেক্ষক হামিদ আখতার বালুরঘাট কলেজ পরিদর্শন করেন। উল্লেখ্য, এই কলেজটিকেই এবারের নির্বাচনের ডিস্ট্রিবিউশন কাম রিসেপশন সেন্টার (ডিসিআরসি) এবং ভোট গণনার কেন্দ্র হিসেবে নির্ধারিত করা হয়েছে। পরিদর্শনকালে পর্যবেক্ষকদ্বয় জেলা নির্বাচন দপ্তরের উচ্চপদস্থ আধিকারিকদের সঙ্গে নিয়ে পুরো চত্বরটি ঘুরে দেখেন। ভোটকর্মীদের প্রশিক্ষণ, বসার সুব্যবস্থা এবং ইভিএম ও ভিভিপ্যাট মেশিনের নিরাপদ সংরক্ষণ ও বিতরণের জন্য গৃহীত পদক্ষেপগুলি দেখে তাঁরা সন্তোষ প্রকাশ করেন। ভোটগ্রহণের দিন প্রতিটি বুথে যাতে সঠিক সময়ে সরঞ্জাম পৌঁছে যায়, তার জন্য লজিস্টিক ব্যবস্থার খুঁটিনাটি পর্যালোচনা করেন তাঁরা। গণতন্ত্রের এই মহোৎসবে নিরাপত্তা এবং স্বচ্ছতাকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে। পর্যবেক্ষকরা স্ট্রং রুমের নিরাপত্তা ব্যবস্থা এবং সিসিটিভি নজরদারি প্রক্রিয়াটি বিশেষভাবে খতিয়ে দেখেন। কেন্দ্রীয় বাহিনী ও রাজ্য পুলিশের সমন্বয়ে একটি নিশ্ছিদ্র নিরাপত্তা বলয় গড়ে তোলার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। একইসঙ্গে ডিসিআরসি ব্যবস্থাপনা অর্থাৎ ভোটকর্মীদের চলাচল নির্বিঘ্ন রাখা এবং সুশৃঙ্খলভাবে সরঞ্জাম বিতরণের পরিকাঠামো নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়। এছাড়া গণনা কেন্দ্রের প্রস্তুতি হিসেবে টেবিল বিন্যাস, গণনাকর্মীদের আসন এবং প্রবেশপত্র যাচাই প্রক্রিয়ার স্বচ্ছতা নিশ্চিত করার বিষয়েও তাঁরা গুরুত্ব আরোপ করেন। নির্বাচন দপ্তরের বিভিন্ন স্তরের আধিকারিকদের মধ্যে পারস্পরিক যোগাযোগ আরও মজবুত করার পরামর্শ দেন পর্যবেক্ষকরা। পর্যবেক্ষকরা উপস্থিত আধিকারিকদের স্পষ্ট নির্দেশ দেন, যাতে ইভিএম বিতরণ থেকে শুরু করে গণনা, প্রতিটি ধাপ অত্যন্ত সুশৃঙ্খলভাবে সম্পন্ন হয়। সাধারণ মানুষের আস্থার প্রতিফলন ঘটাতে এবং কোনো প্রকার বিশৃঙ্খলা ছাড়াই একটি সুন্দর নির্বাচন উপহার দিতে প্রশাসন সম্পূর্ণ প্রস্তুত বলে সংশ্লিষ্ট মহল থেকে জানানো হয়েছে। এদিনের এই পরিদর্শনে পর্যবেক্ষকদের সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন জেলা নির্বাচন দপ্তরের একাধিক শীর্ষকর্তা।

বৃষ্টির মাঝেই ইন্দাসে তৃণমূল প্রার্থীর জোর প্রচার

নিজস্ব প্রতিবেদন, ইন্দাস: বৃষ্টি ভেজা রবিবাসরীয় সকালে পুজো দিয়ে নির্বাচনী প্রচার শুরু করলেন ইন্দাস বিধানসভা কেন্দ্রের তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী শ্যামলী রায় বাগদী। রবিবার সকালে ইন্দাস ব্লকের সাহসপুর অঞ্চলের বৈকুণ্ঠপুর গ্রামের মা রক্ষাকালীর মন্দিরে পুজো দিয়ে প্রচারের সূচনা করেন তিনি। এরপর দলীয় নেতা-কর্মী ও সমর্থকদের নিয়ে দিনভর সাহসপুর অঞ্চলে প্রচার চালানোর কর্মসূচি রয়েছে বলে জানা গেছে।

এদিন সকাল থেকেই মেঘলা আবহাওয়া ও মাঝেমধ্যেই বৃষ্টির মধ্যেও প্রচারে নামেন তৃণমূল প্রার্থী। স্থানীয় মানুষের সঙ্গে কথা বলে সমর্থন আদায়ের পাশাপাশি বিভিন্ন এলাকায় জনসংযোগ করেন তিনি। বৃষ্টিকে উপেক্ষা করেই প্রচারে মানুষের উল্লেখযোগ্য উপস্থিতি দেখা যায়।

প্রচারের ফাঁকে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে শ্যামলী রায় বাগদী বলেন, 'রবিবার ছুটির দিনে সকাল থেকেই আমরা প্রচার শুরু করেছি। আবহাওয়া খারাপ থাকলেও মানুষের উৎসাহে কোনও ঘাটতি নেই। বৈকুণ্ঠপুরে মা রক্ষা কালী পুজো দিয়ে প্রচার শুরু করেছি, আর সর্বত্রই মানুষের ব্যাপক সাড়া পাচ্ছি।' এদিন তিনি বিরোধী বিজেপি প্রার্থীকে কটাক্ষ করে বলেন, 'গত পাঁচ বছরে এখানে বিজেপি বিধায়ক পদে থাকলেও ইন্দাসের উন্নয়নে তেমন কিছুই করেননি, শুধু কথার ফুলঝুরি ছড়িয়েছেন।' পাশাপাশি রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিভিন্ন উন্নয়নমূলক প্রকল্পের কথা তুলে ধরে তিনি দাবি করেন, রাস্তাঘাট থেকে পানীয় জল, বাড়িঘর, সব ক্ষেত্রেই রাজ্য সরকার মানুষের পাশে রয়েছে। জয়ের ব্যাপারে আত্মবিশ্বাসী তৃণমূল প্রার্থী স্পষ্ট জানান, তিনি ১০০ শতাংশ নিশ্চিত ইন্দাস বিধানসভা কেন্দ্র এবার তৃণমূল কংগ্রেসের দখলেই থাকবে।

নাম বাতিলের আতঙ্কে হৃদরোগে মৃত্যু বৃদ্ধের

নিজস্ব প্রতিবেদন, কালনা: এসআইআর-এ ভোটার তালিকা থেকে নাম ডিলিট হয়ে যাওয়ায় আতঙ্কে কালনায় হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যু হল এক বৃদ্ধের। তাঁর নাম আহমদ শেখের (৮৩)। ঘটনাটি ঘটেছে কালনা ১ নম্বর ব্লকের সুলতানপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের ভাটরা গ্রামে। প্রতিবেশী রেফাতুল্লাহ শেখ জানান। গত শনিবার প্রকাশিত সাপ্লিমেন্টারি ভোটার তালিকায় ওই বৃদ্ধের পরিবারের ৬ জন সদস্য সদস্যার নাম ডিলিট হয়ে যায়। তারপরই ওই বৃদ্ধ হতাশায় ভুগতে থাকেন। রবিবার সকালে নিজের বাড়িতে হৃদরোগে আক্রান্ত হলে এক ডাক্তার বাবুকে বাড়িতে আনা হয়। পরীক্ষার পর ডাক্তারবাবু তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। গত ১ লা এপ্রিল রাতে ভোটার তালিকা থেকে ডিলিট হয়ে হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যু হয় একজন হকার অরুণ রক্ষীতের (৫৫)। তাঁর বাড়ি পূর্বস্থলী থানার পাটুলি রেলবাজার সংলগ্ন এলাকায়। তাঁর নাম ভোটার তালিকা থেকে ডিলিট হয়ে গেলেও, তাঁর মা, ভাই, স্ত্রী মেয়ে ভাইয়ের বউ পরিবারের সকলেরই ভোটার তালিকায় নাম উঠেছে। ঘটনাকে ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে এলাকায়। স্থানীয়দের ও পরিবারের অভিযোগ ভোটার তালিকা থেকে নাম বাতিলের জন্যই এই ঘটনা। গোটা ঘটনায় নির্বাচন কমিশনের বিরুদ্ধে অভিযোগ তুলেছে পরিবারের সদস্যরা।

নিজেরই সার্ভিস রাইফেলের গুলি বেরিয়ে মৃত্যু বিএসএফ জওয়ানের

নিজস্ব প্রতিবেদন, নদিয়া: নিজেরই রাইফেলের গুলিতে মৃত্যু হল এক বিএসএফ জওয়ানের। আত্মহত্যা নাকি দুর্ঘটনা মৃত্যু নিয়ে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। শনিবার রাতে ক্যাম্পে কর্তব্যরত অবস্থায় নিজের বন্দুক থেকে গুলি বেরিয়ে জখম হন ওই বিএসএফ জওয়ান। তাঁকে হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসকরা মৃত বলে ঘোষণা করে। ঘটনাটি ঘটেছে নদিয়ার ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তের করিমপুর মুরুটিয়ার রানিনগর ক্যাম্পে। সূত্রের খবর, বিএসএফের ১১ নম্বর ব্যাটেলিয়ানে কর্মরত ওই জওয়ানের নাম বৈভব আন্না মণ্ডল (৩৪), বাড়ি মহারাষ্ট্রের জলগাঁও জেলার খাঁওকি এলাকায়। ক্যাম্প পাহারার দায়িত্বে ছিলেন ওই বিএসএফ জওয়ান। এমন সময় হাতে থাকা রাইফেলের নল থেকে চোয়ালে গুলি লাগে। তাকে রক্তাক্ত অবস্থায় উদ্ধার করে করিমপুর গ্রামীন হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করে। তবে কেন ঘটলে এমন ঘটনা উঠছে প্রশ্ন, বাসিন্দা এবং তার সহকর্মীরাও বুঝে উঠতে পারছেন না কেন এমন ঘটনা। যদিও ময়নাতদন্তের জন্য মৃত জওয়ানের দেহ পাঠানো হয় পুলিশ মর্গে। যতক্ষণ না পর্যন্ত রিপোর্ট হাতে আছে ততক্ষণ মৃত্যুর কারণ স্পষ্ট নয় পুলিশের কাছে। অন্যদিকে পরিবারকে খবর দেওয়া হয় বিএসএফের তরফে।

মিনাখাঁয় তৃণমূলে যোগদান, ২০ জন সক্রিয় বিজেপি কর্মীর

নিজস্ব প্রতিবেদন, মিনাখাঁ: বিধানসভা নির্বাচনের প্রচার কর্মসূচি থেকেই তৃণমূলের যোগদান করলেন ২০ জন সক্রিয় বিজেপি কর্মী। উত্তর ২৪ পরগনা জেলার বসিরহাট মহকুমার মিনাখাঁ বিধানসভা কেন্দ্রের তৃণমূল প্রার্থী ঊষারানি মণ্ডলের প্রচার কর্মসূচি থেকেই ২০ জন সক্রিয় বিজেপি কর্মী স্বেচ্ছায় তৃণমূল কংগ্রেসের পতাকা ধরে তৃণমূল কংগ্রেসের যোগদান করেন। মিনাখাঁ বিধানসভার ধুতুরদহ অঞ্চলের দেবীতলা বাজারে এক বিশাল নির্বাচনী কর্মী সভা অনুষ্ঠিত হল। মিনাখাঁ ব্লক ১-এর সভাপতি সাইফুদ্দিন মোল্লার বলিষ্ঠ নেতৃত্বে এবং তৃণমূল কংগ্রেস মনোনীত প্রার্থী ঊষা রানি মণ্ডলের সমর্থনে আয়োজিত এই সভায় কর্মীদের উৎসাহ ছিল চোখে পড়ার মতো। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উন্নয়নমূলক কাজে অনুপ্রাণিত হয়ে আজ বিজেপি ছেড়ে ২০ জন সক্রিয় কর্মী তৃণমূল কংগ্রেসে যোগদান করলেন। তাঁদের হাতে দলীয় পতাকা তুলে দিয়ে বরণ করে নেওয়া হয়।

দুর্গাপুরে গ্যাসের পাইপ লাইন ফেটে বিপত্তি

নিজস্ব প্রতিবেদন, দুর্গাপুর: গ্যাসের পাইপ লাইন ফেটে বিপত্তি, আতঙ্ক ছড়ালো এলাকায়। দুর্গাপুরের সিটি সেন্টার সংলগ্ন পণ্ডিত রঘুনাথ মুর্মু সরণিতে বড়সড় বিপত্তি তৈরি হলেও অল্পের জন্য এড়ানো গেল বড় দুর্ঘটনা। এদিকে রবিবার সকালবেলা এই ঘটনায় দুর্গাপুরে সিটি সেন্টার সংলগ্ন বেশ কিছু এলাকায় গ্যাসের পাইপ লাইন ফেটে যাওয়ার কারণে হেঁসেলে তালা পড়ে। এলাকার এক স্থানীয় বাসিন্দা জানান, গতকাল সন্ধ্যা থেকেই তাদের এলাকায় একটা গন্ধ ছড়াচ্ছিল। আজ সকালবেলা জানা যায়, গ্যাসের পাইপ লাইন ফেটে সেখান থেকে সাদা ধোঁয়া বের হচ্ছে। স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, ইন্ডিয়ান অয়েল আদানির গ্যাস পাইপলাইন হঠাৎ ফেটে যায়। এরফলে এলাকায় আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। গ্যাস পাইপলাইনের ঠিকাদার ফিরোজ খান জানান, 'দুর্গাপুর পুরসভার জলের পাইপলাইন মেরামতির কাজ চলছিল ওই এলাকায়। সেই সময় অসাবধানতাবশত গ্যাস লাইনে আঘাত লাগে এবং পাইপ লাইন ফেটে যায়।' ঘটনার পরপরই উদ্ধারকারী দল দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে কাজ শুরু করে। পাশাপাশি দমকল বাহিনী ও পুলিশও সেখানে উপস্থিত হয় এবং পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। প্রাথমিকভাবে জানা গেছে, বড় কোনও ক্ষয়ক্ষতি বা হতাহতের ঘটনা ঘটেনি। দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়ায় বড় দুর্ঘটনার হাত থেকে রক্ষা পাওয়া গেছে বলে মনে করা হচ্ছে। উদ্ধারকারী দলের তরফে জানানো হয়েছে, খুব শীঘ্রই মেরামতির কাজ সম্পন্ন হবে এবং পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয়ে যাবে।

পৃথিবী বাঁচাতে বর্ধমানে 'শহরের বাগান'

প্রীতিলতা বন্দ্যোপাধ্যায়

পূর্ব বর্ধমান: বিশ্ব উষ্ণায়নের দিনে মানুষের মধ্যে সবুজ সচেতনতা বোধ গড়ে তোলা অত্যন্ত জরুরী। মানুষের মধ্যে সবুজ সচেতনতা বোধ আরও বেশি করে গড়ে তুলতে এবং মানুষকে বেশি করে গাছ লাগাতে উৎসাহ প্রদান করতে, আজকে বর্ধমান টাউন হলের সামনে 'শহরের বাগান' ফেসবুক গ্রুপের পক্ষ থেকে বর্ধমান জেলার একঝাঁক বীরভূম ও বর্ধমানের সবুজ প্রেমী বন্ধুদের নিয়ে অনুষ্ঠিত হল একটি গ্রুপমিট প্রোগ্রাম। উপস্থিত সকলকে উপহার হিসেবে দেওয়া হল বিভিন্ন রকমের গাছ। শহরের বাগান ফেসবুক গ্রুপ পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় প্রতি মাসেই একটা দুটো অনুষ্ঠানের মাধ্যমে মানুষের হাতে গাছ উপহার হিসেবে তুলে দেয়। এর জন্য তাঁরা মানুষের কাছ থেকে কোনও পয়সা বা রেজিস্ট্রেশন ফি কিছুই নেয় না। আজ থেকে বছর তিনেক আগে কলকাতারই ছেলে ঝ্যাংজিৎ পাল, এই গ্রুপটি ক্রিয়েট করেন। বর্তমানে তিনি কর্মসূত্রে দিল্লির মেদান্তা হাসপাতালে কর্মরত। আজকে ৫০ জনকে উপহার হিসেবে দেওয়া হল বাগান বিলাস গাছ। এদিন গ্রুপমিটে উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ জাতীয় শিক্ষক ও জাতীয় মেন্টর পরিবেশবিদ ও গবেষক ড. সুভাষ চন্দ্র দত্ত এবং

বর্ধমানের গাছ বিশেষজ্ঞ শিক্ষক বিশ্বজিৎ দাস। এছাড়া গ্রুপের অ্যাডমিন প্যানেলের সদস্য প্রদীপ দাস, বরুণ দে, পিযুষ মুখার্জি, সন্দীপ চ্যাটার্জী-সহ আরও অনেকেই। কল্যাণী থেকে আগত এডমিন প্রদীপ দাস বলেন, শহরের বাগান গাছ বিতরণ এবং বিভিন্ন জায়গায় উদ্ভিদ রোপন করে পৃথিবীর অক্সিজেনের চাহিদা কিছুটা হলেও মেটাতে সক্ষম হবে। জাতীয় শিক্ষক ও পরিবেশবিদ ড. সুভাষচন্দ্র দত্ত মনে করেন শহরের বাগান একদিন পৃথিবীব্যাপী অক্সিজেনের চাহিদা মেটাবার সাথে সাথে ভবিষ্যতের খাদ্য নিরাপত্তায় সাহায্য করবে।

পবন খেড়ার বিরুদ্ধে ফৌজদারি-দেওয়ানি মামলা দায়েরের সতর্কতা হিমন্তের

গুয়াহাটি, ৫ এপ্রিল: আগামী ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে কংগ্রেসের সর্বভারতীয় নেতা পবন খেড়ার বিরুদ্ধে ফৌজদারি ও দেওয়ানি মামলা দায়ের হবে বলে সতর্ক করেছেন মুখ্যমন্ত্রী ড. হিমন্তবিশ্ব শর্মা। অসমে বিধানসভা নির্বাচনের আবহে সর্বভারতীয় কংগ্রেসের মুখপাত্র পবন খেড়া মুখ্যমন্ত্রী ড. শর্মার স্ত্রী রিনিকি ভূঞা শর্মার বিরুদ্ধে একাধিক পাসপোর্ট আছে বলে গুরুতর অভিযোগ তুলেছেন।

কংগ্রেস নেতার এই অভিযোগ সটান অস্বীকার করেছেন মুখ্যমন্ত্রী ড. হিমন্তবিশ্ব শর্মা। পবন খেড়ার অভিযোগের প্রতিক্রিয়া জানাতে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, আগামী ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে খেড়ার বিরুদ্ধে ফৌজদারি ও দেওয়ানি মামলা দায়ের হবে। তাঁকে প্রমাণ করতে হবে, রিনিকির নামে একাধিক পাসপোর্ট আছে। মুখ্যমন্ত্রীর দাবি, তিনি যে সব দেখাচ্ছেন, এগুলো এআইয়ের মাধ্যমে তৈরি।

রবিবার কংগ্রেসের সাংবাদিক সম্মেলনকে দলের অভ্যন্তরীণ গভীর অসন্তোষ ও উদ্বেগের বহিঃপ্রকাশ বলে কটাক্ষ করেছেন হিমন্তবিশ্ব।। তিনি বলেন, অসম যখন একটি ঐতিহাসিক জনাদেশের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে, তখন এ ধরনের হতাশাজনক ও ভিত্তিহীন আক্রমণ তাদের দুর্বল হয়ে পড়া জনসমর্থনকেই সামনে আনছে। এক্সে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'আমার বিরুদ্ধে তোলা প্রতিটি অভিযোগ আমি সম্পূর্ণভাবে অস্বীকার করছি। এগুলো বিদ্বেষপূর্ণ, মনগড়া এবং রাজনৈতিকভাবে উদ্দেশ্যপ্রণোদিত মিথ্যা, যার উদ্দেশ্য অসমের জনগণকে বিভ্রান্ত করা।'

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, এ ধরনের বক্তব্য আসলে প্রমাণহীন দাবি মাত্র। তিনি কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধি ও গৌরব গগৈয়ের প্রসঙ্গ টেনে বলেন, প্রমাণ ছাড়া এ ধরনের অভিযোগ সহজেই তোলা যায়। তিনি জোর দিয়ে বলেন, এই বক্তব্যগুলি তাঁর পরিবারের বিরুদ্ধে আনা অভিযোগগুলির প্রমাণের অভাবকেই তুলে ধরে। মুখ্যমন্ত্রী জানান, তিনি এবং তাঁর স্ত্রী আগামী ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে পবন খেড়ার বিরুদ্ধে ফৌজদারি ও দেওয়ানি, উভয় ধরনের মানহানির মামলা দায়ের করবেন। তাঁর এই দায়িত্বজ্ঞানহীন এবং মানহানিকর মন্তব্যের জন্য তাঁকে সম্পূর্ণভাবে জবাবদিহি করতে হবে।

তিনি বলেন, 'বিচারব্যবস্থার ওপর আমার পূর্ণ আস্থা রয়েছে। আদালতে সত্য প্রমাণিত হলে পবন খেড়াকে তাঁর কাজের ফল ভোগ করতে হবে। আইন তার নিজের মতো কাজ করবে।' শেষে তিনি বলেন, 'অসমের জনগণ এ ধরনের অপপ্রচারে বিভ্রান্ত হবেন না। আমরা সম্পূর্ণ ভাবে মনোযোগী, দৃঢ়প্রতিজ্ঞ এবং জনগণের কাছ থেকে ১০০-এর বেশি আসনের নির্ণায়ক জনাদেশ পাওয়ার বিষয়ে আত্মবিশ্বাসী।'

এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে, এক সংবাদ সম্মেলনে বক্তব্য পেশ করকে গিয়ে কংগ্রেসের সর্বভারতীয় নেতা পবন খেড়া অভিযোগ করেছেন, মুখ্যমন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব শর্মার স্ত্রী রিনিকি ভূঞা শর্মার সংযুক্ত আরব আমিরাত, মিশর এবং অ্যান্টিগুয়া ও বারবুডা, এই তিনটি দেশের বৈধ পাসপোর্ট রয়েছে। তিনি এই অভিযোগের সমর্থনে নথিপত্রের প্রমাণ থাকার দাবিও করেছেন। পবন খেরা প্রশ্ন তুলেন, কী ভাবে একজন ভারতীয় নাগরিক একই সঙ্গে একাধিক বিদেশি পাসপোর্ট রাখতে পারেন? যেখানে ভারতীয় আইন দ্বৈত নাগরিকত্বের অনুমতি দেয় না। তিনি আরও প্রশ্ন তুলেছেন, কথিত এই নথিপত্র সম্পর্কে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ অবগত ছিলেন কি না।

নেপালের মুক্তিনাথ মন্দিরে ভারী তুষারপাত

সাদা চাদরে ঢাকা মুস্তাং, বাড়ছে ঠান্ডা

কাঠমান্ডু, ৫ এপ্রিল: নেপালের অন্যতম প্রসিদ্ধ তীর্থস্থান মুস্তাং জেলার মুক্তিনাথ মন্দির ও সংলগ্ন এলাকাগুলিতে শনিবার রাত থেকে শুরু হয়েছে ভারী তুষারপাত। এই প্রবল তুষারপাতের ফলে গোটা এলাকা এখন সাদা বরফের চাদরে ঢাকা। মন্দির প্রাঙ্গণ থেকে শুরু করে স্থানীয় বাজার এবং বাস টার্মিনাল, সর্বত্রই এখন শুধুই বরফের দেখা মিলছে।

বারাগুং মুক্তিক্ষেত্র এলাকার রানিপাউয়া বাসস্ট্যান্ড তুষারপাতের ফলে সম্পূর্ণ সাদা হয়ে গিয়েছে। একইভাবে রানিপাউয়া বাজার, ঝারকোট এবং আশপাশের এলাকাগুলিতেও বরফের পুরু আস্তরণ জমেছে। একদিকে যেমন এই তুষারপাত এলাকাটিকে অপূর্ব ও আকর্ষণীয় রূপ দিয়েছে, অন্যদিকে পাল্লা দিয়ে বাড়ছে ভোগান্তি। শুধু মুস্তাং নয়, প্রতিবেশী মনাং জেলার বিভিন্ন অংশেও শনিবার রাত থেকে তুষারপাত হয়েছে। এই আকস্মিক আবহাওয়ার পরিবর্তনে গোটা নেপালে হিমালয় সংলগ্ন এলাকায় তাপমাত্রার ব্যাপক পতন ঘটেছে। হাড়কাঁপানো ঠান্ডার কারণে স্থানীয় মানুষের স্বাভাবিক জীবনযাত্রা ব্যাহত হতে শুরু করেছে বলে স্থানীয় সূত্রে খবর।

মুক্তিনাথ মন্দির নেপালের একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ধর্মীয় স্থান হওয়ার কারণে সারা বছরই এখানে অসংখ্য পুণ্যার্থী ও পর্যটকের সমাগম হয়ে থাকে। তুষারপাতের ফলে প্রাকৃতিক সৌন্দর্য বৃদ্ধি পেলেও যাতায়াত এবং দৈনন্দিন কাজে সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে। রাস্তায় বরফ জমে যাওয়ার ফলে যান চলাচল ব্যাহত হওয়ার আশঙ্কা দেখা দিয়েছে। এই পরিস্থিতিতে স্থানীয় প্রশাসনের পক্ষ থেকে পর্যটক এবং তীর্থযাত্রীদের বিশেষ সতর্কতা অবলম্বনের পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।

জাতীয় সামুদ্রিক দিবসে শুভেচ্ছা অমিত শাহের

নয়াদিল্লি, ৫ এপ্রিল: কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র ও সমবায় মন্ত্রী অমিত শাহ জাতীয় সামুদ্রিক দিবস উপলক্ষে দেশের সামুদ্রিক ক্ষেত্রের সঙ্গে যুক্ত সমস্ত কর্মীদের শুভেচ্ছা জানিয়েছেন। তিনি বলেন, এই কর্মীদের দক্ষতা, সাহস এবং নিষ্ঠা ভারতের অগ্রগতিকে এক নতুন দিশা প্রদানে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছে।

সমাজমাধ্যম 'এক্স' হ্যান্ডেলে এক বার্তায় অমিত শাহ সামুদ্রিক ক্ষেত্রের কর্মীদের অদম্য সাহসের প্রশংসা করে বলেন যে, শান্তি বা সংকট, যে কোনও পরিস্থিতিতে তাঁরা দেশহিতকে সর্বোপরি রেখে নিজেদের দায়িত্ব পালন করেছেন। তিনি জানান, পুরো দেশ তাঁদের সেবামূলক মনোভাব ও নিষ্ঠাকে প্রণাম জানায়। অমিত শাহ তাঁর বার্তায় আরও উল্লেখ করেন যে, ভারতের সামুদ্রিক ক্ষেত্রের শক্তি দেশের অর্থনৈতিক অগ্রগতির জন্য অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। তিনি বলেন, বিশ্ব-বাণিজ্যে ভারতের ক্রমবর্ধমান অংশীদারিত্বে সামুদ্রিক পথগুলির বিশেষ ভূমিকা রয়েছে, যা দেশের অর্থনীতিকে গতি প্রদান করে।

উল্লেখ্য, প্রতি বছর ৫ এপ্রিল জাতীয় সামুদ্রিক দিবস পালিত হয়। ১৯১৯ সালের এই দিনেই ভারতীয় জাহাজ 'এসএস লয়্যালটি' মুম্বই থেকে লন্ডনের উদ্দেশে ঐতিহাসিক যাত্রা শুরু করেছিল, যা ভারতের সামুদ্রিক বাণিজ্যের সূচনা বলে মনে করা হয়। বর্তমানে ভারতের প্রায় ৯০ শতাংশ বিদেশি বাণিজ্য (পরিমাণের ভিত্তিতে) এবং ৭০ শতাংশ (মূল্যের ভিত্তিতে) সামুদ্রিক পথের মাধ্যমেই সম্পন্ন হয়। দেশের কাছে ৭,৫০০ কিলোমিটারের বেশি দীর্ঘ উপকূলরেখা, ১২টি প্রধান বন্দর এবং ২০০টিরও বেশি ছোট ও মাঝারি বন্দর রয়েছে, যা বাণিজ্য এবং অর্থনৈতিক বিকাশকে নিরন্তর গতিশীল রাখছে।

মমতা হারতে চলেছেন, মন্তব্য রবিশঙ্কর ও রবি কিষাণের

পটনা ও লখনউ, ৫ এপ্রিল: মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় পরাজিত হতে চলেছেন, জোর দিয়ে বললেন বিজেপি সাংসদ রবিশঙ্কর প্রসাদ। রবিবার পটনায় তিনি বলেন, মমতা এখন দিশেহারা। ইভিএম-এর মাধ্যমেই তিনি নির্বাচনে জয়লাভ করেছিলেন। যখন তিনি জিতেছিলেন, তখন ইভিএম ঠিকঠাক ছিল; আর এখন যখন তিনি হারতে চলেছেন, তখন নাকি ইভিএম-এ ত্রুটি আছে। এমন হতাশাজনক মন্তব্য এই ইঙ্গিতই দেয় যে, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় পরাজিত হতে চলেছেন। প্রায় একই সুর শোনা গেল বিজেপি সাংসদ রবি কিষাণের মুখেও। রবিবার লখনউয়ে তিনি বলেন, এবার দিদি (মমতা) বিদায় নিচ্ছেন। প্রধানমন্ত্রীর ওপর আস্থা রেখে বাংলার সবাই এবার বিজেপিকেই ভোট দেবে।

ইরান থেকে ৩৪৫ জন ভারতীয় মৎস্যজীবীর নিরাপদ প্রত্যাবর্তন

চেন্নাই, ৫ এপ্রিল: পশ্চিম এশিয়ায় চলমান উত্তেজনার মধ্যেই ইরানে আটকে পড়া ৩৪৫ জন ভারতীয় মৎস্যজীবীকে নিরাপদে দেশে ফিরিয়ে আনল ভারত সরকার। আর্মেনিয়ার পথ ধরে তাঁদের উদ্ধার করে শনিবার চেন্নাইয়ে পৌঁছে দেওয়া হয়। এই উদ্ধার অভিযানে সহযোগিতার জন্য বিদেশমন্ত্রী এস. জয়শঙ্কর আর্মেনিয়ার সরকার এবং সেদেশের বিদেশমন্ত্রী আরাত মির্জোয়ানের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছেন। তিনি জানান, এই মানবিক উদ্যোগ দু'দেশের পারস্পরিক সহযোগিতার একটি গুরুত্বপূর্ণ উদাহরণ।

রবিবার সরকারি সূত্রে জানা গিয়েছে, এখনও পর্যন্ত ইরান থেকে ১২০০-রও বেশি ভারতীয় নাগরিককে নিরাপদে ফিরিয়ে আনা হয়েছে। এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক ছাত্র-ছাত্রীও রয়েছে। আর্মেনিয়া ও আজারবাইজানের করিডর ব্যবহার করে এই উদ্ধার অভিযান পরিচালিত হচ্ছে, যেখানে ভারতীয় দূতাবাস ও স্থানীয় প্রশাসন যৌথ ভাবে কাজ করছে। এদিকে, পশ্চিম এশিয়ায় অস্থিরতা চললেও সংযুক্ত আরব আমিরশাহী থেকে ভারতে সীমিত উড়ান পরিষেবা চালু রয়েছে। বহু মানুষ এই উড়ানগুলির মাধ্যমে দেশে ফিরছেন।

জানা গিয়েছে , ফেব্রুয়ারির শেষ থেকে এখনও পর্যন্ত ওই অঞ্চল থেকে ৬.২৪ লক্ষের বেশি যাত্রী ভারতে ফিরে এসেছেন। তবে পরিস্থিতি এখনও পুরোপুরি স্বাভাবিক নয়। সেই কারণে বিদেশে থাকা ভারতীয় নাগরিকদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে কেন্দ্র সরকার নিরবিচ্ছিন্ন ভাবে নজরদারি ও উদ্ধারকাজ চালিয়ে যাচ্ছে।

কুলুতে খাদে গাড়ি, মৃত ৪

কুলু, ৫ এপ্রিল: খাদে গাড়ি পড়ে মৃত্যু হল ৪ পর্যটকের, আহত অন্তত ১৯ জন। শনিবার রাতে হিমাচল প্রদেশের কুলু জেলায় দুর্ঘটনাটি ঘটে। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, দুই শিশু-সহ ২৩ জন একটি গাড়ি করে জালোরি পাসের দিক থেকে আসছিলেন। ভুন্তারের দিকে নামার সময় বৃষ্টিভেজা রাস্তায় চালক নিয়ন্ত্রণ হারালে খাদে উলটে যায় গাড়িটি। ৪ জনের মৃত্যু হয় ঘটনাস্থলেই। কুলুর হাসপাতালের চিকিৎসক ডা. হীরালাল বলেন, যাত্রিবাহী গাড়িটিতে শিশু-সহ মোট ২৩ জন ছিলেন। ঘটনাস্থলেই ৪ জনের মৃত্যু হয়। বাকিদের হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে এবং তাঁদের চিকিৎসা চলছে। তাঁদের মধ্যে গুরুতর আহত তিনজনকে পিজিআই চণ্ডীগড়ে স্থানান্তর করা হয়েছে।

বৃষ্টি-শিলাবৃষ্টিতে ফসলের ক্ষতি, পর্যালোচনার নির্দেশ শিবরাজের

নয়াদিল্লি, ৫ এপ্রিল: দেশের একাধিক রাজ্যে সাম্প্রতিক ভারী বৃষ্টি ও শিলাবৃষ্টির জেরে ফসলের ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতির ঘটনায় তৎপর হয়েছে কেন্দ্র সরকার। কেন্দ্রীয় কৃষি ও কৃষক কল্যাণ মন্ত্রী শিবরাজ সিং চৌহান পরিস্থিতির পর্যালোচনার নির্দেশ দিয়েছেন।

কৃষি মন্ত্রক সূত্রে জানা গিয়েছে, ক্ষয়ক্ষতির সঠিক মূল্যায়নের জন্য সংশ্লিষ্ট রাজ্যগুলির সঙ্গে যোগাযোগ করে বিস্তারিত রিপোর্ট চাওয়া হয়েছে। মন্ত্রী জানিয়েছেন, ক্ষতির নির্ভুল হিসাব অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, যাতে ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকদের দ্রুত আর্থিক সহায়তা দেওয়া যায়। তিনি আশ্বাস দিয়ে বলেন, এই কঠিন সময়ে কেন্দ্রীয় সরকার কৃষকদের পাশে রয়েছে এবং তাঁদের কোনওরকম উদ্বেগের প্রয়োজন নেই। সবরকম সহায়তা পৌঁছে দিতে সরকার প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

এছাড়া, ক্ষতিগ্রস্ত রাজ্যগুলির কৃষিমন্ত্রীদের সঙ্গে রবিবার বৈঠক ডাকা হয়েছে। ওই বৈঠকে ফসলের ক্ষয়ক্ষতির বিস্তারিত পর্যালোচনা করে ত্রাণ ও ক্ষতিপূরণের বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে বলে জানিয়েছেন মন্ত্রী।

দ্বারভাঙা-বেঙ্গালুরু সরাসরি বিমান পরিষেবা চালু

পাটনা, ৫ এপ্রিল: দ্বারভাঙা থেকে বেঙ্গালুরুর মধ্যে সরাসরি বিমান পরিষেবা চালু হওয়ায় স্বাগত জানিয়েছেন বিহারের বিজেপি সভাপতি। তিনি একে মিথিলাঞ্চল ও সমগ্র বিহারের জন্য অত্যন্ত আনন্দের এবং গর্বের মুহূর্ত বলে উল্লেখ করেছেন।

তিনি বলেন, এই পরিষেবা চালু হওয়ায় মানুষের যাতায়াত অনেক সহজ হবে এবং ব্যবসা, শিক্ষা ও কর্মসংস্থানের নতুন সুযোগ তৈরি হবে। দেশের অন্যতম আইটি কেন্দ্র বেঙ্গালুরুর সঙ্গে দ্বারভাঙার সরাসরি সংযোগ বিহারের উন্নয়নের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। সঞ্জয় সারাওগি এই উদ্যোগের জন্য প্রধানমন্ত্রীর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে বলেন, তাঁর নেতৃত্বেই দেশে ধারাবাহিক উন্নয়ন সম্ভব হচ্ছে। তিনি আরও জানান, উড়ান সংস্থা আকাসা এই পরিষেবা চালু করেছে। এর আগে স্পাইসজেট এই রুটে পরিষেবা দিলেও গত ছ' মাস ধরে তা বন্ধ ছিল, ফলে সাধারণ মানুষকে ভোগান্তির মুখে পড়তে হচ্ছিল। নতুন করে পরিষেবা শুরু হওয়ায় মিথিলা অঞ্চলে স্বস্তি ফিরেছে বলেও জানান তিনি।

ময়দান

সার্দান ডার্বিতে একপেশে হার ধোনিহীন চেন্নাইয়ের

নিজস্ব প্রতিবেদন: আরসিবি'র বিরুদ্ধে বড় হারের পর চেন্নাই সুপার কিংস শিবিরে সবচেয়ে বেশি অনুভূত হচ্ছে মহেন্দ্র সিং ধোনি-র অনুপস্থিতি। তিনি শুধু ব্যাটার বা উইকেটকিপার নন, একজন অসাধারণ নেতা;যার অভাবে মাঠে দলকে দিশা দেখানোর মতো কাউকে খুঁজে পাচ্ছে না সিএসকে। ফলে ম্যাচের শুরু থেকেই চেন্নাইকে দিশেহারা দেখিয়েছে। বিরাট কোহলি-র নেতৃত্বে আরসিবি ৩ উইকেটে ২৫০ রানের বিশাল স্কোর তোলে, যা এবারের আইপিএলের সর্বোচ্চ। এত বড় লক্ষ্য তাড়া করার মতো ব্যাটিং গভীরতা চেন্নাইয়ের নেই, সেটাই প্রমাণিত হল ম্যাচে। শুরুতেই রুতুরাজ গায়কোয়াড় ৭ এবং সঞ্জু স্যামসন মাত্র ৯ রানে আউট হয়ে গেলে চাপে পড়ে যায় দল। এরপর নিয়মিত বিরতিতে উইকেট হারিয়ে ম্যাচ থেকে ছিটকে যায় তারা।

টানা দুই ম্যাচে হারের মাঝে সুখবর কেকেআর শিবিরে

নেটে বল হাতে ফিরলেন গ্রিন!

নিজস্ব প্রতিবেদন: টানা দুই ম্যাচে পরাজয়ের ধাক্কায় বেশ চাপে পড়েছে কিং খানের ফ্র্যাঞ্চাইজি কেকেআর। মরসুমের একেবারে শুরুতেই এমন পরিস্থিতি দলের আত্মবিশ্বাসে প্রভাব ফেলেছে। তার উপর দলে ভারসাম্য রক্ষা করাও এখন বড় চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়িয়েছে। এই সমস্যার কেন্দ্রবিন্দুতে রয়েছেন অস্ট্রেলিয়ার অলরাউন্ডার ক্যামেরন গ্রিন। প্রথম দুই ম্যাচে বল হাতে দেখা যায়নি গ্রিনকে। চোট থেকে ফেরার পথে থাকায় তাঁর বোলিংয়ে বিধিনিষেধ ছিল। কিন্তু একজন পেস বোলিং অলরাউন্ডার যখন বল করতে পারেন না, তখন তার প্রভাব পুরো দলের ওপর পড়ে। কেকেআরকে বাধ্য হয়ে অতিরিক্ত বোলার খেলাতে হয়েছে, যার ফলে ব্যাটিং বিভাগে গভীরতা কমে গিয়েছে। এই ভারসাম্যের অভাবই ম্যাচের ফলাফলে প্রভাব ফেলেছে বলে মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা।

দলের অধিনায়ক আজিঙ্কা রাহানে আগেই জানিয়েছিলেন, মরসুমের শুরুতে দল গঠনের ক্ষেত্রে অনেক সময়ই সমস্যা তৈরি হয়। তাঁর কথায়, প্রথম কয়েকটি ম্যাচে প্রায় সব দলকেই সেরা কম্বিনেশন খুঁজে পেতে সময় লাগে। তবে তিনি এটাও স্বীকার করেন, গ্রিন যতক্ষণ না পুরোপুরি বোলিং শুরু করছেন, ততক্ষণ এই সমস্যা থেকেই যাবে। তবে শনিবার ইডেন গার্ডেন্সে অনুশীলনের সময় এক আশার ছবি দেখা গেল। নেটে পুরোদমে বোলিং করতে দেখা গেল গ্রিনকে। প্রায় তিন ওভার বল করেছেন তিনি। যা দেখে কোচিং স্টাফরা যথেষ্ট আশাবাদী। জানা গিয়েছে, ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়ার নির্দেশ মেনেই ধাপে ধাপে নিজের বোলিংয়ে ফিরছেন তিনি। এই প্রক্রিয়াটি মূলত রিহ্যাবের অংশ, যেখানে ধীরে ধীরে বোলিংয়ের চাপ বাড়ানো হয়। একজন পেস বোলিং অলরাউন্ডারের ক্ষেত্রে ম্যাচ ফিটনেসে ফিরতে গেলে সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ হল বোলিং লোড সামলানো। দীর্ঘদিন পর বল হাতে ফিরলে চোট ফেরার ঝুঁকি থাকে। সেই কারণেই তাড়াহুড়ো না করে পরিকল্পিতভাবে এগোচ্ছে দল। অনুশীলনে গ্রিনের স্বচ্ছন্দ বোলিং নাইট শিবিরে কিছুটা হলেও স্বস্তি ফিরিয়েছে।

সামনে ঘরের মাঠে গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচ। প্রতিপক্ষ শক্তিশালী দল, যারা গত মরসুমে ফাইনালে উঠেছিল। সেই ম্যাচে গ্রিন বল হাতে নামবেন কি না, তা নিয়ে এখনও চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত হয়নি। টিম ম্যানেজমেন্ট সূত্রে জানা গিয়েছে, পুরোপুরি ফিট না হওয়া পর্যন্ত তাঁকে ঝুঁকির মধ্যে ফেলা হবে না। ধাপে ধাপে ম্যাচের জন্য প্রস্তুত করাই এখন প্রধান লক্ষ্য। সব কিছু ঠিকঠাক চললে আগামী কয়েক ম্যাচের মধ্যেই তাঁকে পূর্ণাঙ্গ অলরাউন্ডার হিসেবে দেখা যেতে পারে।

বৃষ্টির ভ্রুকুটি ইডেনে! কলকাতার ম্যাচ ঘিরে অনিশ্চয়তা

নিজস্ব প্রতিবেদন: সকাল থেকেই আকাশের মুখ ভার ছিল। শনিবারের অস্বস্তিকর ভ্যাপসা গরমের পর রবিবার সকালে যেন এক ধাক্কায় বদলে গেল কলকাতার আবহাওয়া। তাপমাত্রা বেশ খানিকটা নেমে এসেছে, তার সঙ্গে দফায় দফায় বৃষ্টিও হয়েছে শহরের বিভিন্ন প্রান্তে। ফলে সাধারণ মানুষ যেমন স্বস্তির নিশ্বাস ফেলেছেন, তেমনই এই বৃষ্টি নিয়ে দুশ্চিন্তায় পড়ে গিয়েছেন ক্রিকেটপ্রেমীরা; বিশেষ করে কলকাতা নাইট রাইডার্স সমর্থকরা। ইডেন গার্ডেন্সের পরিস্থিতি এখন সম্পূর্ণ অনিশ্চিত। মাঠের পুরো অংশই ঢাকা দিয়ে রাখা হয়েছে, যাতে বৃষ্টির জল পিচে না পড়ে। কিন্তু আবহাওয়ার যে পূর্বাভাস মিলছে, তাতে সোমবারের ম্যাচ আদৌ নির্বিঘ্নে হবে কি না, তা নিয়ে বড় প্রশ্নচিহ্ন তৈরি হয়েছে। ওই দিন আইপিএলের গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচে কেকেআরের মুখোমুখি হওয়ার কথা পঞ্জাব কিংসের। কিন্তু যদি বৃষ্টি বাধা হয়ে দাঁড়ায়, তাহলে ম্যাচ ভেস্তে যাওয়ার আশঙ্কা প্রবল।

এই পরিস্থিতি কেকেআরের জন্য মোটেও সুখকর নয়। টুর্নামেন্টের শুরুটা একেবারেই ভালো হয়নি তাদের। প্রথম দুই ম্যাচেই জয়হীন থেকে শূন্য পয়েন্ট নিয়ে লিগ টেবিলের নবম স্থানে রয়েছে দলটি। অন্য দিকে, পঞ্জাব কিংস ইতিমধ্যেই দুই ম্যাচে দুই জয় তুলে নিয়ে বেশ আত্মবিশ্বাসী। ফলে এই ম্যাচ কেকেআরের জন্য শুধু আর একটি ম্যাচ নয়, বরং ঘুরে দাঁড়ানোর বড় সুযোগ। এখানে হার মানে প্লে-অফের দৌড়ে অনেকটাই পিছিয়ে পড়া। ঘটনাচক্রে, গত বছরও ইডেন গার্ডেন্সে এই দুই দলের ম্যাচ বৃষ্টির কারণে ভেস্তে গিয়েছিল। তাই ইতিহাস যেন আবার ফিরে আসতে পারে, এমন আশঙ্কাও উড়িয়ে দেওয়া যাচ্ছে না। আবহাওয়া দপ্তরের পূর্বাভাস অনুযায়ী, সোমবার বিকেলেও বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টির প্রবল সম্ভাবনা রয়েছে। ফলে ম্যাচ আয়োজকদের কপালে চিন্তার ভাঁজ আরও গভীর হয়েছে। তবে আশার কথা, ইডেন গার্ডেন্সের নিকাশি ব্যবস্থা অত্যন্ত উন্নত। মাঠে রয়েছে একাধিক সুপার সপার, যা দ্রুত জল সরাতে সক্ষম। মাঠকর্মীরাও সর্বক্ষণ প্রস্তুত রয়েছেন। যদি বৃষ্টি খুব বেশি না হয়, তাহলে কিছুটা দেরি হলেও ম্যাচ শুরু করা সম্ভব হতে পারে। কিন্তু প্রবল বর্ষণ হলে পরিস্থিতি কারও নিয়ন্ত্রণে থাকবে না।

এদিকে আবহাওয়ার কারণে অনুশীলনেও ব্যাঘাত ঘটেছে। রবিবার মাঠ পুরোপুরি ঢাকা থাকায় দুই দলই অনুশীলন করতে পারেনি। ম্যাচের আগে শেষ মুহূর্তের প্রস্তুতি নেওয়ার সুযোগ না পাওয়াটা খেলোয়াড়দের জন্য বড় ধাক্কা। বিশেষ করে কেকেআরের মতো দল, যারা ইতিমধ্যেই ছন্দ খুঁজে পেতে লড়াই করছে।

জিতল লখনউ, জবাব শামির

নিজস্ব প্রতিবেদন: বঙ্গ পেসার মহম্মদ শামির আগুনে বোলিংয়ে জয় পেল লখনউ সুপারজায়ান্ট। বয়স কেবলই সংখ্যা মাত্র, তা আবারও প্রমাণ করলেন মহম্মদ শামি। সেই সঙ্গে বল হাতে জবাবও দিলেন জাতীয় দলের নির্বাচকদের কাছে 'ব্রাত্য' শামি। রবিবার সানরাইজার্স হায়দরাবাদের মুখোমুখি হয়েছিল লখনউ। শামির দুর্দান্ত স্পেলে দিশাহারা সানরাইজার্স। প্রথম ওভারেই আউট করলেন অভিষেক শর্মাকে। আর এক ওপেনার ট্র্যাভিস হেডকেও আউট করলেন। হায়দরাবাদের শক্তিশালী টপ অর্ডার মুষড়ে পড়ল। প্রথম দু'ওভারে দিলেন মাত্র ৩ রান। নিলেন দু'উইকেট। পরের দু'ওভারে দিলেন মাত্র ৬ রান। সব মিলিয়ে নির্ধারিত চার ওভারে ৯ রান দিয়ে ২ উইকেট নিলেন। টি-২০ ক্রিকেটে বিধ্বংসী ব্যাটিংয়ের যুগে এই ধরনের স্পেলের দেখা পাওয়া জুড়ি মেলা ভার। শেষ পর্যন্ত নির্ধারিত ২০ ওভারে হেনরিখ ক্লাসেন (৬২) এবং নীতীশ কুমার রেড্ডির (৫৬) ব্যাটে ভর করে ৯ উইকেট হারিয়ে ১৫৬ রান করে সানরাইজার্স। জবাবে ১৯.৫ ওভারে জয়ের রান তুলে নেয় লখনউ। এদিন রান পেলেন ঋষভ পন্থ। ৫০ বলে ৬৮ রানে অপরাজিত থাকেন তিনি। ২৭ বলে ৪৫ রানের ঝোড়ো ইনিংস খেলেছেন এইডেন মার্করাম।

Printed and Published by **Krishnanand Singh** on behalf of **Narsingha Broadcasting Pvt. Ltd.** Printed at **LS.Publication, 4, Canal West Road, Kolkata 700015** and Published at **1, Old Court House Corner, 3rd Floor, Room no. 306(S), Tobacco House, Kolkata- 700001 RNI No. WBBEN/2006/17404,** Phone: 033-4001 9663 email# dailyekdin1@gmail.com **Editor: Santosh Kumar Singh**

নরসিংহ ব্রডকাস্টিং প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে **কৃষ্ণানন্দ সিং** কর্তৃক ১, ওল্ড কোর্ট হাউস কর্ণার, ৪র্থ তল, রুম নম্বর ৩০৬ (এস), টোবাকো হাউস, কলকাতা-৭০০০০১ থেকে প্রকাশিত ও এলএস পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড, ৪ ক্যানাল ওয়েস্ট রোড, কলকাতা-৭০০০১৫ থেকে মুদ্রিত।
RNI No. WBBEN/2006/17404, ফোন-০৩৩-৪০০১ ৯৬৬৩, ইমেল dailyekdin1@gmail.com **সম্পাদক- সন্তোষ কুমার সিং**

শৈলেন বর্মা ● তৃণমূল প্রার্থী

বাংলার ভোট ২০২৬

নাটাবাড়ি বিধানসভা: এবার বিজেপির অ্যাডভান্টেজ তৃণমূলের গোষ্ঠীকোন্দল

গিরিজা শঙ্কর রায় ● বিজেপি প্রার্থী

শুভাশিস বিশ্বাস

২০২৬-এর বিধানসভা নির্বাচনের কিছু আগেই সংবাদ শিরোনামে চলে এসেছিল নাটাবাড়ি। কারণ, কয়েকদিন আগেই আনুষ্ঠানিকভাবে বিজেপিতে যোগদান করেন গ্রেটার নেতা গিরিজাশংকর রায়। পাশাপাশি রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য ও শুভেন্দু অধিকারীর উপস্থিতিতে বিজেপিকে সমর্থনের কথা ঘোষণা করেছিলেন বংশীবদন বর্মন। সূত্রের খবর, রাজবংশী ভাষাকে সংবিধানের অষ্টম তফসিলির অন্তর্ভুক্ত করার দাবিতে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের সঙ্গে কথা হয়েছে না কি বংশীবদন বর্মনদের। সেখান থেকে আশ্বাস পাওয়ার পরেই বিজেপিতে যোগদান করেন এই গ্রেটার নেতারা। তখনই তাঁদের সঙ্গে গোপনে শর্ত হয় যে জেলায় একাধিক আসন তাঁদের দিতে হবে। এই সিদ্ধান্তের ফলে বিজেপির অন্দরে চর্চা শুরু হলেও, রাজবংশী ভোটব্যাংক সংহত করতে বিজেপি যে বংশীবদনের উপরেই ভরসা রাখছে, তা এখন স্পষ্ট। এই প্রসঙ্গে এটাও বলে রাখা প্রয়োজন, নাটাবাড়ি আসনটি বিজেপির জেতা কেন্দ্র। আর নাটাবাড়ি কেন্দ্রে গিরিজাশংকর রায় এবং সিতাই কেন্দ্রে আশুতোষ বর্মা এই দুজনই গ্রেটার নেতা বংশীবদন বর্মন ঘনিষ্ঠ। রাজনৈতিক মহলের মতে, এটি বংশীবদন বর্মনের বড় জয়।

এদিকে হাত গুটিয়ে বসে নেই একদা বাম গড় হিসেবে পরিচিতি পাওয়া নাটাবাড়ির বাম ব্রিগেডও। কারণ, একাধিক ইস্যুকে সামনে রেখে তারা বিদ্ধ করে চলেছে বাংলার শাসকদল তৃণমূল সহ কেন্দ্রকেও। কারণ, রাজ্য সরকারের সীমাহীন উদাসীনতায় ভেঙে পড়েছে কোচবিহার নাটাবাড়ি বিধানসভা কেন্দ্রের অন্তর্গত গ্রামীণ স্বাস্থ্য ব্যবস্থা। এই বিধানসভা এলাকার মধ্যে থাকা দেওচড়াই, জিরানপুর সহ একাধিক গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় কার্যত ধুঁকছে প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রগুলি। পর্যাপ্ত চিকিৎসক ও স্বাস্থ্যকর্মীর অভাবে এই স্বাস্থ্য কেন্দ্রগুলির অন্তর্বিভাগ বন্ধ, বহির্বিভাগ চলছে কোনও ভাবে। চরম বিপন্নতার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে এই গ্রামীণ অংশের মানুষেরা। তাঁরা বুঝে গেছেন রাজ্যের ক্ষমতাসীনরা আসলে পাশে নেই তাঁদের। কারণ, বিগত পাঁচ বছরে এই স্বাস্থ্য কেন্দ্রগুলির যাবতীয় সমস্যা সমাধানের জন্য বিধানসভার অভ্যন্তরে কোনরকম আলোচনাই করেননি এই কেন্দ্রের বর্তমান বিজেপি বিধায়ক। আর সেই কারণেই এই এলাকার সাধারণ মানুষের ধারনা, লাল ব্রিগেডের প্রার্থীই একমাত্র এই দুর্দশা থেকে মুক্তি দিতে পারেন তাঁদের। আর সেই কারণেই নাটাবাড়ি বিধানসভা কেন্দ্রে এবার সিপিআই(এম) প্রার্থী আকিক হাসানের ওপরেই ভরসা রাখছেন তারা।

শুধু তাই নয়, পর্যাপ্ত কাজ না থাকায় ক্রমশ ক্রয় ক্ষমতা হারাচ্ছেন গোটা রাজ্য সহ এই কোচবিহার জেলার অন্যান্য জায়গার মতো এই বিধানসভায় এলাকার গ্রামীণ অংশের মানুষেরা। এই ভয়াবহ পরিস্থিতির মধ্যেই একদিকে লাগামহীন ওষুধের মূল্যবৃদ্ধি, অন্যদিকে দিন আনা দিন খাওয়া মানুষগুলির চিকিৎসার ক্ষেত্রে একমাত্র ভরসাস্থল বাড়ির নিকটবর্তী সরকারি প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রগুলির চিকিৎসা পরিষেবা ভেঙে পড়ায় দিশেহারা এই নাটাবাড়ি বিধানসভার বিভিন্ন গ্রামের সাধারণ খেটে খাওয়া গরিব মানুষগুলো।

শুধু কী তাই, কোচবিহার জেলা জুড়ে রয়েছে প্রায় ২৯টি প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্র। আর এই স্বাস্থ্য কেন্দ্রগুলিতে শূন্যপদে স্বাস্থ্যকর্মী এবং চিকিৎসক নিয়োগ না হওয়ার কারণে এই স্বাস্থ্য কেন্দ্রগুলির চিকিৎসা পরিষেবা তলানিতে ঠেকেছে। এর মধ্যে রয়েছে এই বিধানসভা এলাকার বেশ কয়েকটি প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রও। একসময় গ্রামের প্রান্তিক মানুষের একমাত্র ভরসাস্থল ছিল এই উপস্বাস্থ্য কেন্দ্রগুলি। কিন্তু সরকারি উদাসীনতায় এই স্বাস্থ্যপরিষেবা থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন এই সমস্ত সাধারণ মানুষেরা। এই সমস্ত এলাকার মানুষেরা অসুস্থ হয়ে পড়লে হয় ছুটতে হয় বিভিন্ন ব্লক প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্র, নতুবা প্রাইভেটে বিশাল অঙ্কের টাকা ভিজিট দিয়ে দেখাতে হচ্ছে চিকিৎসকদের। আর বর্তমানে যেভাবে ওষুধের দাম বৃদ্ধি হয়েছে, তাতে বাইরে থেকে ওষুধ কেনার ক্ষেত্রে চরম সঙ্কটের মুখোমুখি হতে হচ্ছে কৃষিপ্রধান এই এলাকার সাধারণ মানুষকে। তাদের আত্মবিশ্বাস, এই উপস্বাস্থ্য কেন্দ্রগুলি পুনরুজ্জীবিত করার বিষয়ে বিধানসভার অভ্যন্তরে একমাত্র সোচ্চার হবেন এই লাল ব্রিগেডের প্রার্থী। তাই তাঁর ওপরই আস্থা রাখছেন তাঁরা।

ভৌগলিকভাবে নাটাবাড়ি তোর্সা এবং ধরলা নদীর পলিমাটি যুক্ত সমভূমিতে অবস্থিত। এই নদীগুলি কোচবিহার জেলার মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়। যার ফলে এখানকার মাটি খুবই উর্বর। এই ভূখণ্ডটি মূলত সমতল। এই কেন্দ্রের মাঝে বহু জলাভূমি এবং মৌসুমী প্লাবনভূমি রয়েছে। এই কেন্দ্রকে বৃহত্তর তরাই অঞ্চলের মধ্যেও ধরা হয়। ফলে এখানে দেখা যায় নামনা ধরনের উদ্ভিদ। পাশাপাশি কৃষি উৎপাদনশীলতার জন্যও পরিচিত এই নাটাবাড়ি। কারণ, এখানকার মাটি উর্বর হওয়ায় কৃষি ভালই হয়। এখানকার প্রধান ফসল হল ধান, পাট এবং সর্ষে। এই সব চাষ যা নদী নালা এবং টিউবওয়েল জল তুলে হয়।

নাটাবাড়ির অর্থনীতি প্রাথমিকভাবে কৃষিনির্ভর। ছোট আকারের কৃষিকাজ এবং ছোটখাট কাজকর্মই মানুষের জীবিকা। এখানে শিল্প বলতে তেমন কিছু নেই। হস্তশিল্প এবং কুটির শিল্প কিছুটা রয়েছে। যদিও সেগুলি অর্থনীতির দিক থেকে খুব একটা বড় কিছু নয়।

নাটাবাড়ির পরিকাঠামো পরিমিত। এখানকার রাস্তা নির্বাচনী এলাকাটিকে তুফানগঞ্জের মতো কাছের শহরের সঙ্গে যুক্ত করে। এটিই হল জেলার মহকুমার সদর দফতর। এটি কেন্দ্রটি থেকে ১৫ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত। আবার এই কেন্দ্রটি জেলা সদর, কোচবিহার শহর, নাটাবাড়ি থেকে প্রায় ৩০ কিমি দূরে অবস্থিত। এই শহরগুলিতেই উন্নত স্বাস্থ্যসেবা, শিক্ষা এবং প্রশাসনিক পরিষেবা পাওয়া যায়।

নাটাবাড়ির নিকটতম রেলওয়ে স্টেশনগুলি হল বকশিরহাট এবং তুফানগঞ্জ। এই স্টেশনগুলিই এলাকাটিকে বৃহত্তর উত্তরবঙ্গ এবং আসামের সঙ্গে সংযুক্ত করেছে। নাটাবাড়ি থেকে রাজ্যের রাজধানী কলকাতা প্রায় ৭০০ কিলোমিটার দূরে। আর খুব সহজেই এখান থেকে শিলিগুড়ি পৌঁছানো যায়।নাটাবাড়ির সঙ্গে বাংলাদেশের আন্তর্জাতিক সীমান্তও রয়েছে। এই কেন্দ্রটি আসাম রাজ্যের সীমান্তও কাছাকাছি। পার্শ্ববর্তী শহরগুলির মধ্যে রয়েছে দিনহাটা। এই শহর পশ্চিমে প্রায় ২২ কিলোমিটার দূরে। উত্তরে আলিপুরদুয়ার প্রায় ৬৫ কিলোমিটার দূরে। আবার আসামের ধুবড়ি প্রায় ৫৮ কিলোমিটার পূর্বে অবস্থিত। এছাড়া আসামের গোসাবাইগাঁও নাটাবাড়ি থেকে মাত্র ২০ কিমি দূরে। আবার বাংলাদেশের শহর কুড়িগ্রাম ধরলা নদীর ওপারে অবস্থিত। সড়কপথ এই নির্বাচনী এলাকাকে নিকটবর্তী শহর তুফানগঞ্জের সাথে সংযুক্ত করেছে, যা মহকুমা সদর দফতর হিসেবে প্রায় ১৫ কিমি দূরে অবস্থিত। জেলা সদর কোচবিহার শহর নটবাড়ি থেকে প্রায় ৩০ কিমি দূরে অবস্থিত এবং সেখানে উন্নততর স্বাস্থ্যসেবা, শিক্ষা ও প্রশাসনিক সুবিধা রয়েছে।

নাটাবাড়ির রাজনৈতিক ইতিহাস বলছে, এককালে এটি পরিচিত ছিল বাম গড় হিসেবেই। আর এখন সেখানে এগিয়ে উড়ছে গেরুয়া পতাকা। যদিও বিজেপির সেই এগিয়ে থাকা খুব বেশি নয়। পশ্চিমবঙ্গের কোচবিহার জেলার একটি সাধারণ শ্রেণির বিধানসভা কেন্দ্র এই নাটাবাড়ি এবং এটি কোচবিহার লোকসভা আসনের অধীনস্থ সাতটি কেন্দ্রের মধ্যে একটি। এটি কোচবিহার-১ ব্লকের ছয়টি এবং তুফানগঞ্জ ব্লকের দশটি গ্রাম পঞ্চায়েত নিয়ে গঠিত, যেখানে গ্রামীণ ও আধা-শহুরে বসতির মিশ্রণ নজরে পড়ে।

১৯৭৭ সালে প্রতিষ্ঠিত নাটাবাড়ি এ পর্যন্ত ১০টি বিধানসভা নির্বাচনে অংশ নিয়েছে। প্রথম তিন দশক ধরে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি (মার্ক্সবাদী) আধিপত্য বজায় রেখেছিল এবং ২০১১ সালে তৃণমূল কংগ্রেসের কাছে তাদের আধিপত্য ভেঙে যাওয়ার আগ পর্যন্ত টানা সাতবার জয়ী হয়েছিল। রাজ্যে শাসক দলের সঙ্গে তাল মিলিয়ে ভোট দেওয়ার জন্য নাটাবাড়ির একটি সুনাম ছিল। কিন্তু ২০২১ সালে বিজেপিকে নির্বাচিত করার পর সেই ধারাটি ব্যাহত হয়, যার ফলে দলটি পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভায় কেবল দ্বিতীয় বৃহত্তম দল হিসেবে আবির্ভূত হয়।

২০২১ সালে বিজেপির মিহির গোস্বামী তৃণমূল কংগ্রেসের রবীন্দ্রনাথ ঘোষকে ২৩,৪৪০ ভোটে পরাজিত করে এই আসনটি জিতেছিলেন। রবীন্দ্রনাথ ঘোষ এর আগে ২০১১ এবং ২০১৬ সালে দুবার এই আসনটি জিতেছিলেন। ২০১১ সালে তিনি সিপিআই(এম)-এর তৎকালীন বিধায়ক তামসের আলিকে ৭,৫৬৫ ভোটে এবং ২০১৬ সালে ১৬,১৫৭ ভোটে পরাজিত করেন। ২০১৯ সালের লোকসভা নির্বাচনের সময় বিজেপি ইতিমধ্যেই নাটাবাড়িতে তাদের ক্রমবর্ধমান উপস্থিতির ইঙ্গিত দিয়েছে, তৃণমূল কংগ্রেসের চেয়ে ১৮,৫২৫ ভোটে এগিয়ে থেকে। এরপর ২০২৪ সালের সংসদীয় নির্বাচনে সেই ব্যবধান নাটকীয়ভাবে কমে মাত্র ১,১৪৬ ভোটে নেমে আসে, যা একটি তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতার ইঙ্গিত দেয়।

নির্বাচন কমিশনের কাছে থেকে পাওয়া তথ্যানুসারে, ২০২৪ সালে নাটাবাড়িতে নিবন্ধিত ভোটারের সংখ্যা ছিল ২,৫৫,১১১ জন, যা ২০২১ সালের ২,৪৫,০৪০ জন এবং ২০১৯ সালের ২,৩৪,৮৩৯ জনের চেয়ে বেশি। এদিকে আবার তফসিলি জাতি ভোটাররা একটি উল্লেখযোগ্য অংশ নেয়। কারণ, এরা ২০২১ সালে মোট ভোটারের ৪১.৯৭ শতাংশ ছিল। অন্যদিকে মুসলিমদের সংখ্যা ছিল ২৪.৮০ শতাংশ। ভোটার উপস্থিতি ধারাবাহিকভাবে বেশি ছিল, যা ২০১৬ সালে সর্বোচ্চ ৮৯.২৬ শতাংশ এবং ২০২৪ সালে সর্বনিম্ন ৮৬.২৬ শতাংশে পৌঁছেছিল। ২০২১ সালের বিধানসভা নির্বাচনে ভোটার উপস্থিতি ছিল ৮৮.৮১ শতাংশ। এটি মূলত একটি গ্রামীণ আসন, যেখানে মাত্র ১১ শতাংশ শহুরে ভোটার রয়েছে। এই প্রসঙ্গে এটাও বলে রাখা শ্রেয়, ২০১৬ সালে এখানে সর্বোচ্চ ভোট পড়ে। সেই বছর এখানে ভোট দেয় ৮৯.২৬ শতাংশ। আবার ২০২৪-এ সর্বনিম্ন ৮৬.২৬ শতাংশ ভোটার ভোট দেয় এছাড়া ২০২১ সালের বিধানসভা নির্বাচনে এখানে ৮৮.৮১ শতাংশ ভোট পড়েছে।

তবে নাটাবাড়ি সহ সমগ্র কোচবিহারের রাজনীতিতে এবার সবচেয়ে বড় ইস্যু এসআইআর। সীমান্ত সংলগ্ন জেলায় হাজার হাজার সংখ্যালঘু নাম 'ডিলিট' হয়ে গেছে বলে সূত্রের খবর। এই নিয়ে ব্যাপক ক্ষোভ রয়েছে সংখ্যালঘুদের মধ্যে। কিছু ক্ষেত্রে রাজবংশীদেরও নাম বাদ পড়েছে বলে জানা যাচ্ছে, যা নিয়ে রাজবংশী ভোটারদের মধ্যে তৈরি হয়েছে আতঙ্ক এবং ক্ষোভ। আর সেই কারণেই রাজনৈতিক মহলের আশঙ্কা, এবার কোচবিহারের ভোটে এসআইআর বড় ফ্যাক্টর হতে পারে।

এর পাশাপাশি বাংলার ভোটে এবারের বড় ইস্যু অনুপ্রবেশ। এসআইআর প্রক্রিয়া সম্পন্ন করলে অনুপ্রবেশ নিয়ন্ত্রণে আনা যাবে বলে দাবি করেছে বিজেপি। অনুপ্রবেশের জন্য শাসক দল তৃণমূলকে বারবার কাঠগড়ায় দাঁড় করাচ্ছে গেরুয়া শিবির। আর কোচবিহার যেহেতু বাংলাদেশ সীমান্ত ঘেঁষা জেলা, তাই এবারের নির্বাচনে এই জেলায় 'অনুপ্রবেশ' হতে পারে একটা বড় ইস্যু।

চিরকালই কোচবিহারের রাজনীতিতে রাজবংশী সম্প্রদায়ের ভোট জয়-পরাজয়ের অন্যতম নির্ণায়ক। গ্রেটার কোচবিহার মুভমেন্ট এবং রাজবংশী আবেগকে কাজে লাগাতে সব পক্ষই তৎপর থাকে। রাজবংশী নেতা, যিনি গ্রেটার কোচবিহারের পক্ষে বারবার সওয়াল করেন, সেই অনন্ত মহারাজের সঙ্গে কখনও বৈঠক করেন অমিত শাহ, কখনও বৈঠক করেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁকে রাজ্যসভার সাংসদ করেছিল বিজেপি। সম্প্রতি তাঁকে বঙ্গবিভূষণ সম্মান দিয়েছে তৃণমূল। আর এরপর থেকেই অনন্ত মহারাজের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা বেড়েছে শাসকদল তৃণমূলের। অনন্ত ঘনিষ্ঠ হরিহর দাসকে শীতলকুচি থেকে তৃণমূল প্রার্থীও করেছে। এই অবস্থায় গ্রেটার সংগঠনের বড় অংশ অনন্ত মহারাজের সঙ্গে রয়েছে এবং তারা তৃণমূলকে সমর্থন করবে বলেই আশাবাদী ঘাসফুল শিবির। যদি অনন্তর সঙ্গে দূরত্ব তৈরি হতেই তৃণমূল শিবির থেকে নিজেদের শিবিরে গ্রেটার নেতা বংশীবদন বর্মনকে টানতে সফল হয়েছে বিজেপি। এই অবস্থায় কোচবিহারের মানুষ কোনদিকে থাকবে সেদিকে অবশ্যই নজর থাকবে।

তবে কোচবিহারে শাসকদলের অন্যতম মাথাব্যথার কারণ গোষ্ঠীকোন্দল। কোচবিহার জেলায় দুটি গোষ্ঠী বিভাজন রয়েছে তৃণমূলে। একদিকে রবীন্দ্রনাথ ঘোষ এবং পার্থপ্রতিম রায়ের গোষ্ঠী, অপরদিকে রয়েছেন উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন মন্ত্রী উদয়ন গুহ, সাংসদ জগদীশচন্দ্র বর্মা বসুনিয়া এবং তৃণমূলের জেলা সভাপতি অভিজিৎ দে ভৌমিকের গোষ্ঠী। এর প্রভাব গত বিধানসভা নির্বাচনে পড়েছিল বলে অভিযোগ ওঠে! এমনকী ২৬-এর নির্বাচনেও তৃণমূলের কাছে বড় চ্যালেঞ্জ গোষ্ঠীকোন্দলই।এবার দলের প্রবীণ নেতৃত্বদের কাউকেই টিকিট দেয়নি তৃণমূল। রবীন্দ্রনাথ ঘোষ, বিনয়কৃষ্ণ বর্মনের মতো নেতৃত্বরাও বিক্ষুব্ধ রয়েছেন। সেটা তৃণমূলের জন্য মাথাব্যথার কারণ। প্রচারের দিক থেকে তৃণমূল অনেকটা এগিয়ে থাকার পাশাপাশি সার্বিকভাবে সাংগঠনিক দিক থেকেও কোচবিহার জেলায় গেরুয়া শিবির থেকে অনেকটাই এগিয়ে শাসকদল । তবে এরপরও বিজেপি যদি কোথাও বামফ্রন্ট-কংগ্রেস জোটের পুনরুজ্জীবন কামনা করে থাকে, তবে তা নাটাবাড়িতেই বেশি করবে, কারণ ২০২৪ সালের সংসদীয় নির্বাচনে এই বিধানসভা কেন্দ্রে তাদের সামান্য ব্যবধানে এগিয়ে থাকা গেরুয়া ব্রিগেড একটু হলেও আশাবাদী। তবে রাজনৈতিক বিশ্লেষকেরা মনে করছেন, ২০২৬ সালের বিধানসভা নির্বাচনে বিজেপি এবং তৃণমূল কংগ্রেসের মধ্যে একটি হাড্ডাহাড্ডি লড়াই হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে, কারণ এমন একটি প্রতিযোগিতায় উভয় দলই সমান অবস্থায় দাঁড়িয়ে। ফলে প্রতিটি ভোটই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এই নাটাবাড়ি বিধানসভায়।

নজরকাড়া কেন্দ্র

২০২১ সালের বিধানসভা ভোটের হিসেবনিকেশ

প্রার্থীর নাম	দল	ভোট	ভোট শতাংশ
মিহির গোস্বামী	বিজেপি	১,১১,৭৪৩	৫১.৪৫ %
রবীন্দ্রনাথ ঘোষ	তৃণমূল কংগ্রেস	৮৮,৩০৩	৪০.৬৬ %
আকিক হাসান	সিপিএম	১১,৮৩৯	০৫.৪৫ %
কোনও দলকে নয়	নোটা	১,০৩১	০০.৫৫ %

২০২৬ সালের বিধানসভা ভোটারের হিসেবনিকেশ

কেন্দ্র	২০২৪ সালের ভোটার লিস্টে মোট ভোটার	২০২৬ সালের এসআইআর-এ খসড়া তালিকা	২০২৬ সালের এসআইআর-এ চূড়ান্ত তালিকা
নাটাবাড়ি	২,৫৫,১১১	২,৪৮,৮৫০	২,৪৮,৬০৮

এছাড়াও বিচারাধীন রয়েছেন বেশ কিছু ভোটার

যাদুর কপালে ভোট দিয়ে যা, ভোট দিয়ে যা, আয় ভোটার আয়...

প্রচারে পানিহাটি বিধানসভা কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী রত্না দেবনাথ।

প্রচারে পানিহাটি বিধানসভা কেন্দ্রের তৃণমূল প্রার্থী তীর্থঙ্কর ঘোষ।

প্রচারে পানিহাটি বিধানসভা কেন্দ্রের সিপিএম প্রার্থী কলতান দাশগুপ্ত।